CMYK
ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক
জাগরণ
THE FIRST DAILY OF TRIPURA
গৌরবের ৬৬ তম বছর
অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com
JAGARAN ■ 11 July, 2020 ■ আগরতলা, ১১ জুলাই, ২০২০ ইং ■ ২৬ আষাঢ় ১৪২৭ বঙ্গাব্দ, শনিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

স্বপ্ন সত্যি করে ১৮ জুলাই রাজ্যে আসছে প্রথম জাহাজ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ জুলাই।। অবশেষে দীর্ঘ দিনের স্বপ্ন সত্যি হতে চলেছে। জলপথে ত্রিপুরায় পণ্য আসবে। আজ মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব জানিয়েছেন, স্বপ্ন সত্যি করে জাহাজে পণ্য আসবে ত্রিপুরায়। ১৪ জুলাই হলদিয়া বন্দর থেকে ১৮ জুলাই সোনামুড়ায় পৌছাবে ছোট জাহাজ।

মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, ১৪ জুলাই হলদিয়া বন্দর থেকে রড বোঝাই ছোট জাহাজ ত্রিপুরার উদ্দেশ্যে রওয়ানা দেবে। ১৮ জুলাই ওই জাহাজ ত্রিপুরায় সোনামুড়া জেটি-তে এসে পৌছাবে। তাঁর দাবি, করোনা-র প্রকোপের মাঝেও স্বপ্ন পূরণ সম্ভব হয়েছে। ত্রিপুরার উন্নয়নে তা এক মাইল ফলক হিসেবে বিবেচিত হবে। তিনি দৃঢ়তার সাথে বলেন, মডেল ত্রিপুরা গঠনে এই সাফল্য বড় উদাহরণ হিসেবে প্রস্তুত করবে।

প্রসঙ্গত, গত ২০ মে ভারত ও বাংলাদেশের নৌ যোগাযোগের পরিসর বৃদ্ধিতে দুটি নতুন রুট চালুর সাথে দুই দেশের পাঁচটি করে নৌবন্দরকে 'পোর্ট অব

কল' ঘোষণা করা হয়েছে।তাতে, ভারতের সঙ্গে নৌ রুটের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে দশটি। এছাড়া আগের ছয়টি নিয়ে 'পোর্ট অব কল' বেড়ে হয়েছে ১১টি। নতুন দুটি নৌরুট হল- ত্রিপুরার সোনামুড়া-দাউদকান্দি এবং দাউদকান্দি-সোনামুড়া। নতুন পাঁচটি 'পোর্ট অব কল' হল- ভারতের ধুলিয়ান, ময়া, কোলাঘাট, সোনামুড়া ও জগিগোপা এবং বাংলাদেশের রাজশাহী, সুলতানগঞ্জ, চিলমারী, দাউদকান্দি ও বাহাদুরাবাদ। নতুন পাঁচটি পোর্ট অব কল ঘোষণা হওয়ায় উভয় দেশের পণ্য পরিবহনকারী নৌযানগুলো ওই বন্দরে নোঙর করে মালামাল ওঠানো-নামানো এবং জ্বালানি নিতে পারবে। ওইদিন দ্বিতীয় সংযোজনী পত্রে স্বাক্ষর করেন ঢাকাস্থিত ভারতের হাই কমিশনার রীভা গাঙ্গুলি দাশ এবং বাংলাদেশ নৌপরিবহন মন্ত্রকের সচিব মোহাম্মদ মেজবাহউদ্দিন চৌধুরী।

এদিকে, মাত্র তিন সপ্তাহের মধ্যে সোনামুড়ায় ভাসমান জেটি তৈরি করে দক্ষতার পরিচয় দিয়েছে ভারতের অন্তর্দেশীয় নৌ পথ কর্তৃপক্ষ। প্রসঙ্গত, সোনামুড়া শ্রীমন্তপুর নির্মীয়মাণ জেটি থেকে মূল সড়ক সহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো দ্রুত নির্মাণ করার জন্য সম্প্রতি নির্দেশ দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। তিনি বাংলাদেশের সাথে নদীপথে পণ্য পরিবহণ দ্রুত শুরু করার উপর জোর দিয়েছেন। এক্ষেত্রে মুখ্যমন্ত্রী গমেতী নদীর গভীরতা বাড়ানোর বিষয় দপ্তরকে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিতে বলেন যাতে শীতকালে নদীর নাব্যতা বজায় থাকে।

করোনা আক্রান্তে সর্বোচ্চ রেকর্ড, একদিনে ১৪১ জন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ জুলাই।। রাজ্যে করোনা আক্রান্তের সর্বোচ্চ রেকর্ড হল শুক্রবার। এদিন ১৪১ জন করোনা সংক্রমিতের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করে সকলকে সতর্ক থাকার জন্য পরামর্শ দিয়েছেন।

এদিন মুখ্যমন্ত্রী সোশ্যাল মিডিয়ায় ঘোষণা দেন ২১২৫ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। তাতে ১৪১ জনের কোভিড-১৯ রিপোর্ট পজেটিভ এসেছে। আক্রান্ত ১৪১ জনের মধ্যে খোয়াই জেলায় ৬৩ জন, পশ্চিম জেলায় ৩৫ জনস ধলাই জেলায় ১৫ জন, গোমতী জেলায় ১০ জন, সিপাহীজলা জেলায় ১১ জন, দক্ষিণ জেলায় ৬ জন এবং উত্তর ত্রিপুরা জেলায় ১ জন রয়েছেন।

এদিকে, সারা রাজ্যেই নাইট

কঠোর করা হল নাইট কার্ফু

কার্ফু কঠোর ভাবে পালনের নির্দেশ জারি করা হয়েছে। সূত্রের খবর আজ সন্ধ্যায় মুখ্যসচিব সমস্ত জেলা শাসকদের সাথে ভিডিও কনফারেন্সে বৈঠক করেছেন। করোনা পরিস্থিতিতে মানুষ অনেকটাই সরকারী আদেশ পালনে অবহেলা করছেন। তাই সমস্ত সরকারী নিয়ম কঠোরভাবে পালন করার জন্য রাজ্য সরকার নির্দেশ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

করোনা সংকট মিটলে তবেই মন্ত্রিসভায় রদবদল

আইপিএফটিকে জোট ধর্ম পালনের পরামর্শ রাম মাধবের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ জুলাই।। ত্রিপুরায় জোট ধর্ম পালন করুক আইপিএফটি। দুই দিনের রাজ্য সফরে এসে এই বার্তা দিলেন বিজেপি সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক রাম মাধব। সাথে তিনি সাফ জানিয়েছেন, করোনা সংকট মিটলে তবেই হবে মন্ত্রিসভায় রদবদল।

শুক্রবার দুইদিনের ত্রিপুরা সফরে এসেছেন বিজেপি সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক রাম মাধব। আগরতলা বিমান বন্দরে তাঁর কোভিড-১৯ পরীক্ষার জন্য নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে। রাজ্যে এসেই তিনি মাতা ত্রিপুরেশ্বরী মন্দির দর্শনে সোজা চলে যান উদয়পুর। সেখান থেকে ফিরে দলের প্রধান কার্যালয়ে পার্টি-র শীর্ষ নেতাদের সাথে বৈঠক করেন।

রাম মাধবের কথায়, সারা করোনা সংকটের সাথে লড়াই জারি রেখেছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী-র নেতৃত্বে গোটা দেশ এবং মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব-র নেতৃত্বে ত্রিপুরা করোনা মোকাবিলায় সাফল্যের নাজির স্থাপন করেছে। তাই, এখন দলের সাংগঠনিক গতিবিধি পুনরায় চালু করার লক্ষ্যেই ত্রিপুরা সফরে এসেছি, বলেন তিনি। তাঁর দাবি, সাংগঠনিক বিষয়ে আলোচনার সাথে এডিসি নির্বাচন নিয়েও চর্চা হবে।

এদিন রাম মাধব বলেন, ত্রিপুরায় বিজেপি-আইপিএফটি জোট বেঁধে সরকার পরিচালনা করছে। তাই, জোট ধর্ম পালন করুক আইপিএফটি। তাঁর সাফ কথা, হিংসা কোনভাবেই কাম্য নয়। এ-ক্ষেত্রে বিজেপি কর্মকর্তা-রা যথেষ্ট শৃংখলাপরায়ণ। আইপিএফটি-র কর্মকর্তা-দেরও শৃঙ্খলা মেনে চলা উচিত।

তাঁর দাবি, জোট বেঁধে বিজেপি-আইপিএফটি সরকার পরিচালনায় যে সমস্যা হচ্ছে তা আলোচনার মাধ্যমে সমাধান হয়ে যাবে। তাছাড়া, এডিসি নির্বাচনে একত্রে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

শুক্রবার আগরতলায় দলীয় কর্মীদের সাথে বৈঠক করেন বিজেপির সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক রাম মাধব। ছবি নিজস্ব।

রাজধানী এক্সপ্রেসের যাত্রীদের পরীক্ষার মাধ্যমে রাজ্যে শুরু র‍্যাপিড এন্টিজেন টেস্ট

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ জুলাই।। ত্রিপুরায় র‍্যাপিড এন্টিজেন টেস্ট শুরু হয়েছে। আজ আগরতলা স্টেশনে রাজধানী এক্সপ্রেসের যাত্রীদের পরীক্ষার মাধ্যমে র‍্যাপিডএন্টিজেন টেস্টের সূচনা হয়েছে। আগামীকাল শনিবার থেকে গোমতী জেলা সদর উদয়পুর শহরে করোনা ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় রেপিড এন্টিজেন টেস্ট করা হবে। তার জন্য প্রশিক্ষণ নেওয়ার কাজ সম্পূর্ণ এবং আজকের মধ্যেই করোনা সংক্রমণের লক্ষণ রয়েছে এমন লোকেদের তালিকা তৈরি হয়ে যাবে। অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী ও আশা কর্মী-রা মিলে ওই তালিকা তৈরি করছেন।

ত্রিপুরা সরকারের সিদ্ধান্ত অনুসারে রাজ্যে করোনা মোকাবিলায় র‍্যাপিড এন্টিজেন টেস্ট শুরু হয়েছে। বহিঃরাজ্য থেকে আগত সকলের নমুনা পরীক্ষার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ত্রিপুরা সরকার। সাথে ত্রিপুরায় বসবাসকারী সাধারণ নাগরিকদেরও ওই পরীক্ষা করা হবে। সে-মোতাবেক আজ আগরতলা রেল স্টেশনে রাজধানী এক্সপ্রেস-র যাত্রীদের র‍্যাপিড এন্টিজেন টেস্ট করা হচ্ছে। প্রায় পাঁচ শতাধিক যাত্রীর নমুনা সংগ্রহ করে পরীক্ষার বন্দোবস্ত করা হয়েছে। তাদের মধ্যে যাঁদের রিপোর্ট পজিটিভ আসবে তাদের রেল স্টেশন থেকেই আইসোলেশনে নেওয়া হবে। বাকি যাত্রী-দের গৃহে একান্তবাসে পাঠানো হবে।

এদিকে, গোমতী জেলা স্বাস্থ্য আধিকারিক জানিয়েছেন, র‍্যাপিড এন্টিজেন টেস্ট-র জন্য গতকাল প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। আজকেও এক মাইক্রো বায়োলজিস্ট প্রশিক্ষণের জন্য আগরতলায় গিয়েছেন। তিনি বলেন, অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী এবং আশা কর্মী-রা তালিকা তৈরি করছেন। এক্ষেত্রে করোনা সংক্রমণ-র বিভিন্ন লক্ষণ রয়েছে এমন তালিকা তৈরি করা হচ্ছে। তাঁর কথায়, জ্বর, সর্দি, কাশি, গলা ব্যাথা, পেট খারাপ, শ্বাসকষ্ট জনিত সমস্যা রয়েছে তাদের চিহ্নিত করে তালিকা প্রস্তুত হচ্ছে। এছাড়াও, বিভিন্ন জটিল রোগে আক্রান্তদের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

তিনি বলেন, আপাতত উদয়পুর শহরে করোনা ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় ওই টেস্ট করা হবে। ৪-৫ জন করোনা আক্রান্ত রয়েছেন ওই এলাকাগুলি টেস্টের জন্য অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। তাঁর দাবি, ইতিমধ্যে ৩০০০ র‍্যাপিড এন্টিজেন কীট এসে পৌছেছে। ওই কীট হাসপাতালভিত্তিক বন্টন করা হবে। তিনি জানান, একটি কেন্দ্রে ওই টেস্ট পরিচালনার জন্য ৩ জন স্বাস্থ্য কর্মী-র প্রয়োজন রয়েছে। সমস্ত প্রস্তুতি চূড়ান্ত হয়েছে। আগামীকাল থেকেই উদয়পুর শহরে র‍্যাপিড এন্টিজেন টেস্ট শুরু হবে। তাঁর দাবি, ওই টেস্ট আধা ঘন্টার মধ্যেই রিপোর্ট পাওয়া সম্ভব হবে।

মোবাইল ফোন না পেয়ে আত্মঘাতী অষ্টম শ্রেণীর ছাত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ জুলাই।। মোবাইল ফোন কিনে না দেওয়ায় অষ্টম শ্রেণীর ছাত্রী আত্মহত্যা করেছে। সিপাহীজলা জেলায় সোনামুড়া থানাধীন ঠাকুর মোরা এলাকায় ওই ঘটনায় এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

সোনামুড়া ঠাকুর মোরা এলাকার গরিব পরিবারের পক্ষে মেয়ের আবদার অনুযায়ী মোবাইল ফোন কিনে দেওয়া কোনওভাবেই সম্ভব হচ্ছিল না। এ-নিয়ে পরিবারে গত কয়েকদিন ধরে ঝামেলা চলছিল। কিন্তু নাবালিকা কোনওভাবেই তা মেনে নিতে রাজি ছিল না। যে কোনও মূল্যে তাকে মোবাইল ফোন কিনে দিতে হবে বলে বারবার চাপ সৃষ্টি করেছিল।

কিন্তু, আবদার অনুযায়ী মোবাইল ফোন কিনে না দেওয়ায় আত্মহত্যার পথ বেছে নেয় ওই ছাত্রী। শুক্রবার সকালে তার ঝুলন্ত মৃতদেহ দেখতে পেয়ে পরিবারের লোকজনরা কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন। খবর পেয়ে ছুটে আসেন প্রতিবেশীরাও। খবর দেওয়া হয় সোনামুড়া থানায়। পুলিশ এসে ঝুলন্ত মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

উজ্জ্বলা যোজনায় আরও তিন মাস বিনামূল্যে গ্যাস

নয়াদিল্লি, ১০ জুলাই (হি.স.)।। করোনা পরিস্থিতিতে প্রধানমন্ত্রী কল্যাণ যোজনায় উজ্জ্বলা উপভোক্তাদের জন্য বাড়ানো হল বিনামূল্যে গ্যাস সিলিন্ডার প্রদানের সময়সীমা। তিন মাস বিনামূল্যে সিলিন্ডার দেবে সরকার। আগামী ৩০ সেপ্টেম্বর অবধি এই সীমা বাড়ানো হয়েছে।

উজ্জ্বলা গ্যাসের খাতাধারীদের বিনা পয়সায় সিলিন্ডার নিয়ে আরও বড় সিদ্ধান্ত নিল কেন্দ্রীয় সরকার। প্রধানমন্ত্রী কল্যাণ যোজনায় উজ্জ্বলা উপভোক্তাদের জন্য বাড়ানো হল বিনামূল্যে গ্যাস সিলিন্ডার প্রদানের সময়সীমা। প্রথমে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল, এপ্রিল থেকে পর পর তিন মাস বিনামূল্যে সিলিন্ডার দেবে সরকার। তবে নতুন সিদ্ধান্তে এই সময় ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ব্রিজ ভেঙ্গে আহত ২ শ্রমিক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ জুলাই।। দক্ষিণ জেলার বিলোনিয়ার বড় পাথরির ভালোখোলা এলাকায় বেইলি ব্রিজ ভেঙে গুরুতরভাবে আহত হয়েছে দুই শ্রমিক। সংবাদ সূত্রে জানা গেছে ওই এলাকায় একটি বেইলি ব্রিজ নির্মাণ কাজ চলছে গত বেশ কিছুদিন ধরেই। নির্মাণ কাজ চলাকালীন হঠাৎ বেইলি ব্রিজটি ভেঙে পড়ে। তাতে বিকট আওয়াজ হয়। আওয়াজ শুনে স্থানীয় লোকজন ছুটে আসেন। দুর্ঘটনায় আহত শ্রমিককে উদ্ধার করে তারা হাসপাতালে নিয়ে যান। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। ঘটনার খবর পেয়ে প্রশাসনের কর্মকর্তারা ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন। নির্মাণ কাজে নিযুক্ত শ্রমিকদের পর্যাপ্ত সুরক্ষার ব্যবস্থা ছিল না বলে অভিযোগ। সে কারণেই দুর্ঘটনায় দুই শ্রমিক গুরুতরভাবে আহত হয়েছে। ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।

দূর্ঘটনায় ঘায়েল পাঁচজন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ জুলাই।। দামছড়ার কুঞ্জনগরে পথ দুর্ঘটনায় একটি শিশু সহ পাঁচজন আহত হয়েছেন। আহতদের মধ্যে একজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক তাকে স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। অপর চারজনকে প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। সংবাদ সূত্রে জানা গেছে, একটি পণ্যবাহী গাড়ি দামছড়া থেকে পানিসাগরের দিকে আসছিল, কুঞ্জনগরে আসতে রাস্তায় একটি গবাদি পশুকে বাঁচাতে গিয়ে চালক ব্রেক কষলে গাড়িটি দুর্ঘটনাগ্রস্থ হয়। তাতে ৫ জন আহত হন। স্থানীয় লোকজনরা ছুটে এসে আহতদের উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যান। দুর্ঘটনার পরপরই এলাকার জনগণে রাস্তার পাশে গবাদি পশু চরানো ঘটনা ঘিরে তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়।

শিশুর মৃতদেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ জুলাই।। ঊনকোটি জেলার কৈলাসহরের ভগবাননগরস্থিত লক্ষীনারায়ণ বাড়ি এলাকা থেকে সদ্যোজাত এক শিশু মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। পলিথিনের ব্যাগে মোরানো অবস্থায় মৃতদেহটি ফেলে রাখা হয়েছিল। পথচারিরা সন্দেহজনক ভাবে পলিথিনের প্যাকেটে মোরানো অবস্থায় সেটি দেখতে পান। খবর পাঠানো হয় কৈলাসহর থানার পুলিশকে। পুলিশ এসে পলিথিনে মোরানো শিশুর মৃতদেহটি উদ্ধার করেছে। স্থানীয় জনগণ মনে করছেন মৃত শিশুটি পলিথিনে মুরিয়ে অন্য কোনো জায়গা থেকে এখানে এনে ফেলে দেওয়া হয়েছে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। তবে এখনো পর্যন্ত মৃত শিশুর মা কিংবা জন্মদাতার কোনো পরিচয় পায়নি।

আমবাসায় এক ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধার, চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ জুলাই।। ধলাই জেলার আমবাসার জেলা পরিষদ অফিস সংলগ্ন এলাকায় আসাম-আগরতলা জাতীয় সড়কের কাছ থেকে এক ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। তার নাম দুলাল বিশ্বাস বলে জানা গেছে। পুলিশ সেখান থেকে মৃতদেহটি উদ্ধার করেছে। কিভাবে এই ঘটনা ঘটেছে সে সম্পর্কে অবশ্য বিস্তারিত তথ্য জানা যায়নি। প্রাথমিকভাবে আশঙ্কা করা হচ্ছে দুর্ঘটনা জনিত কারণেই ঐ ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে। আমবাসা থানার পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। মৃতদেহ উদ্ধারের সংবাদে এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

মেলাঘর থানায় করোনার থাবা

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ১০ জুলাই।। মেলাঘর থানায় করোনার থাবা। আজ থেকে কয়েকদিন পূর্বে মেলাঘর থানার এএসআই বীরেন্দ্র দাস ডিউটি চলাকালীন অবস্থায় শারীরিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েন। শরীরে প্রচন্ড জ্বর ছিল। শরীরে জ্বর থাকায় মেলাঘর থানার ওসি পলোরাম দাস এএসআই বীরেন্দ্র দাসকে ছুটি দিয়ে দেন। বাড়িতে গিয়ে তিনি চিকিৎসকা করেন। চিকিৎসক তার লালা রস সংগ্রহ করেন। বুধবার রাত্রিবেলায় পরীক্ষার নমুনা পজিটিভ অর্থাৎ করোনা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

স্ব-নির্ভর ত্রিপুরা গড়ে তোলাই লক্ষ্য, বেকার মোট জনসংখ্যার ৫ শতাংশ, দাবি মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ জুলাই।। ত্রিপুরা-কে স্ব-নির্ভর করে তোলার লক্ষ্যে সরকার পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করছে। ত্রিপুরায় কর্মপ্রত্যাশী বেকার যুবক যুবতীদের স্ব-নির্ভর করে তোলাও সরকারের অন্যতম লক্ষ্য। কারণ, স্ব-নির্ভর ব্যক্তিই উন্নত রাজ্য গঠনে সক্ষম।শুক্রবার আগরতলা টাউন হলে প্রধানমন্ত্রী স্ব-নিধি এবং মুখ্যমন্ত্রী স্ব-নির্ভর যজেনার উদ্বোধন করে এ-কথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। সাথে তিনি যোগ করেন, ত্রিপুরায় মোট জনসংখ্যার মাত্র ৫ শতাংশ বেকার।

এদিন নগর উন্নয়ন দফতরের উদ্যোগে আয়োজিত অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী দাবি করেন, ত্রিপুরায় স্ব-নির্ভর ব্যক্তির সংখ্যা যত বাড়বে ততই রাজ্য উন্নয়নের পথে অগ্রসর হবে। পাশাপাশি রাজ্যের অর্থনৈতিক উন্নতিও তরান্বিত হবে। তিনি বলেন, ত্রিপুরায় শহর এলাকায় ২২,৫৫৭টি তথা ৪৪ শতাংশ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান নিজেদের দ্বারা পরিচালিত। বাকি ৫৬ শতাংশ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে ২৯,০৭৪ জন কর্মচারী নিয়োজিত রয়েছেন। তাঁর দাবি, শপ এন্ড এস্টাব্লিশমেন্ট অ্যাক্ট ১৯৭০ অনুযায়ী রাজ্যে নথিবদ্ধ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ৫১,৬২৭টি। ৮০,৬৯১টি পরিবার সরাসরি ব্যবসা বানিজ্যের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করছে। তাদের ব্যবসার সঙ্গে সাধারণ শ্রমিক পরিবহণ শ্রমিকরাও যুক্ত রয়েছেন। এছাড়াও ২০ হাজার থেকে ৩০ হাজার আরও ছোটে দোকানী বিভিন্ন বাজারে ছড়িয়ে রয়েছেন বলে তিনি উল্লেখ করেন।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যে শহরাঞ্চলে ৬০,৩৬৯টি'র বেশি দোকান রয়েছে। এরমধ্যে ২০১৯-২০ সালে ৫১,৯৭০টি ট্রেড লাইসেন্স ইস্যু করা হয়েছে। তিনি বলেন, বর্তমানে ট্রেড লাইসেন্সের সরলীকরণ করেছে রাজ্য সরকার। এদিন মুখ্যমন্ত্রী দাবি করেন, ২০১৯ সালের জুন পর্যন্ত ন্যাশনাল ক্যারিয়ার সার্ভিস এর তথ্য অনুসারে ত্রিপুরায় ১ লক্ষ ৭৩ হাজার ৫১১ জন নথিভুক্ত চাকুরী প্রত্যাশি রয়েছেন। ত্রিপুরার মটে জনসংখ্যার ৫ শতাংশ।

তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী সম্প্রতি যেসব প্যাকেজ ঘোষণা করেছেন তার মধ্যে ক্ষুদ্র, ছোটে, মাঝারি (এম এস এম ই) শিল্পগুলির জন্য ৩ লক্ষ কোটি টাকা ঋণ দেওয়ার সংস্থান রয়েছে। এই এম এস এম ই বা স্ববলম্বন প্রকল্পে ঋণ প্রদানে কোন ধরণের গ্যারান্টি না নেওয়ার জন্য ব্যংস্কগুলিকে নির্দেশিকা দেওয়া হয়েছে বলে মুখ্যমন্ত্রী উল্লেখ করেন। তিনি আরও বলেন, ট্রেড লাইসেন্সের মাধ্যমে ২০১৭-১৮ সালে ২.৪৯ কোটি, ২০১৮-১৯ সালে ২.৭২ কোটি এবং ২০১৯-২০ সালে ৩০৮ কোটি টাকা রাজস্ব আদায় হয়েছে। ট্রেড লাইসেন্স সরলীকরণের কারণেই রাজস্ব আদায় বেড়েছে বলে মুখ্যমন্ত্রী অভিমত ব্যক্ত করেন।

এদিকে ত্রিপুরায় জি এস টি নিবন্ধীকৃত ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান রয়েছে ২৮,৩৫৫টি। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ২০ লক্ষ টাকা টার্নওভার এমন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান রয়েছে ৯,৯৫৬টি। ২০ লক্ষ থেকে ৫০ লক্ষ টাকা টার্নওভার এমন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান রয়েছে ১,৪৩২টি। ৫০ লক্ষ থেকে ১ কোটি টাকা টার্নওভারের ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান রয়েছে ৯২০টি এবং ১ কোটি টাকার অধিক টার্নওভার এমন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান রয়েছে ২,০৫৭টি। তাঁর কথায়, মুদ্রা প্রকল্পে রাজ্যে ১৮৪৪.৯৭ কোটি টাকার ঋণ দেওয়া হয়েছে। নতুন ট্রেড লাইসেন্স নিয়ে যারা ব্যবসায় নামবেন তাদের বীমার আওতায় আনার জন্য সরকার প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেবে। এক্ষেত্রে বীমার প্রথম প্রিমিয়ামের টাকা সরকার বহন করবে।

CMYK

জাগরণ আগরতলা ◻ বর্ষ-৬৮ ◻ সংখ্যা ২৬৮ ◻ ১১ জুলাই ২০২০ ইং ◻ ২৭ আষাঢ় ◻ শনিবার ◻ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ

অর্থনীতি নিয়া চিন্তার ভাঁজ

দেশের অর্থনীতি নিয়া চিন্তার ভাঁজ ঘনীভূত হইতেছে। অর্থনীতিবিদের কাল ঘাম ছুটিতেছে। সংকট যে এখনই মিটিবার নহে তাহা বিভিন্ন মূল্যায়নের মধ্য দিয়া স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। আন্তর্জাতিক অর্থ ভাণ্ডারও তাহাই জানাইয়া দিয়াছে।বর্তমান অর্থবর্ষে ভারতীয় অর্থব্যবস্থার মূল উপাদানের পরিমাণ সাড়ে চার শতাংশ হ্রাস পাইবার সম্ভাবনা উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। এই কথা সকলেই মানিয়া লইয়াছেন যে ,ভারতীয় অর্থব্যবস্থার মূল সমস্যা চাহিদার। বর্তমান সংকট জনিত পরিস্থিতিতে জোগান জনিত সমস্যা রহিয়াছে।লকডাউন এর ফলে শিল্প উতাদন যেভাবে ধাক্কা খাইয়েছে এবং শ্রমিকের অভাবে যে সমস্যা এখনো চলিতেছে তাহা বাজারের পণ্যের জোগানকে স্বাভাবিক হইতে দিতেছে না।একদিকে বাজারের চাহিদা বৃদ্ধি ,আর অন্যদিকে শিল্পক্ষেত্রে নগদ এর যোগান বজায় রাখা। আর্থিক মন্দার বিরুদ্ধে দুটি অস্ত্র প্রয়োগ করিতে হইবে। চাহিদা বাড়াইবার কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপত্র হইল মানুষের হাতে টাকার যোগান দেওয়া। প্রয়োজন হইলে সরকারের কোষাগার হইতে টাকা খরচ করিতে হইবে। সরকারি ব্যয় বাড়াইবার অর্থ হইল রাজকোষে ঘাটতির পরিমাণ বাড়াইয়া দেওয়া।বর্তমান পরিস্থিতিতে রাজস্ব কর আদায় এর পরিমাণ স্বাভাবিক কারণেই নিম্নমুখী হইয়া উঠিয়াছে।

রাজকোষ ঘাটতি লাগামহীন হইলেও সমস্যা বাড়িবে। তাহাতে দেশের ক্রেডিট রেটিং কমিবে, আন্তর্জাতিক লগ্নির পরিমাণও কমিয়া যাইবে। এই সমস্যা হইতে উত্তরণের জন্য রিজার্ভ ব্যাংকের স্মরণাপন্ন হইতে হইবে। সরকারকে সরাসরি রিজার্ভ ব্যাংকের নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ করিতে হইবে। রিজার্ভ ব্যাংক ঋণের যোগান দিতে নতুন মুদ্রা ছাপাইয়া নিতে বাধ্য হইবে।এই ব্যবস্থার একটি ইতিবাচক দিক হইল যেহেতু সরকার বাণিজ্যিক ব্যাংকের নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ করিবে না ,সেহেতু বেসরকারি লগ্নিকারীদের জন্য বাণিজ্যিক ঋণের আর কোন অভাব ঘটিবে না। এই পদ্ধতি গ্রহণ করিলেই নানা বিপত্তি এড়ানো সম্ভব হইবে। দেশের বর্তমান অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে এই বিষয়টি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। কেননা, ভারতে যোগানের যথেষ্ট সমস্যা রহিয়াছে।সরকার কখন ঋণ গ্রহণ করিবে এবং কতখানি করিবে তাহাও বিচক্ষণতার সঙ্গে স্থির করিতে হইবে।অর্থনীতিবিদদের একাংশের মধ্যে ভারতবর্ষে মোট ঋণের পরিমাণ যাহা রহিয়াছে বছরের প্রথমার্ধেই তাহার অধিকতর অংশটি নেওয়া শ্রেয়। এই পদ্ধতি অবলম্বন করিলে বাজারে দ্রুত চাহিদা ফিরিবে এবং পণ্যের উপর যে পরোক্ষ কর আদায় করা হইবে তাহা ঘাটতির পরিমাণ নিয়ন্ত্রণে আনিয়া দিতে যথেষ্ট সহায়ক ভূমিকা পালন করিবে।

রাজকোষ ঘাটতির মুদ্রায়ন এর সর্বাপেক্ষা বড় বিপদ হইল, তাহাতে মুদ্রাস্ফীতি অবশ্যই ঘটিবে।কারণ রিজার্ভ ব্যাংক যে নতুন টাকা মুদ্রণ করিবে তাহার সমপরিমাণ সম্পদ থাকিতে হইবে। সমপরিমাণ সম্পদ থাকিলেই নগদ এর পরিমাণ বাড়িবে। তাহাকে পণ্য ও পরিষেবার মূল্যবৃদ্ধি অবশ্যম্ভাবী হইয়া উঠিবে। তাহার প্রভাব পড়বে শিল্পায়নের উপর।তবে আশার আলো হইল যে ,ভারতবর্ষে বর্তমান পরিস্থিতিতে এই সম্ভাবনা সত্য হওয়ার আশংকা অনেকটাই কম। কারণ বর্তমানে মূল সমস্যা চাহিদার অভাবের। স্বাভাবিক কারণ এই পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্য যথেষ্ট সময় থাকিবে রিজার্ভ ব্যাংকের হাতে। দেশের বর্তমান অর্থনৈতিক অবস্থা থেকে দেশকে উত্তরণের পথে অগ্রসর করিতে হইলে বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ অনুসারে চলিবার অভ্যাস গঠন করিতে হইবে। অন্যথায় দেশের অর্থনীতির হাল যে তলানীতে আসিয়াছে তাহা পুনরায় ফিরিয়ে পাওয়া কষ্টকর হইয়া উঠিবে।দেশকে সঠিক অর্থনীতির পথে অগ্রসর করিবার দায়-দায়িত্ব যাহাদের উপর ন্যস্ত রহিয়াছে তাদেরকে সঠিক পথ অনুসরণ করাই কাম্য।

বাংলার লজ্জা মমতা সিরিজে বাবুল সুপ্রিয়, মুকুল রায়, সুকান্ত-সুভাষ-জ্যোতির্ময়

কলকাতা, ১০ জুলাই (হি. স.) : মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে ফের সম্মিলিত টুইট-অভিযোগে নেমেছেন বিজেপির নেতারা। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বাবুল সুপ্রিয়, মুকুল রায়, সাংসদ সুকান্ত মজুমদার, জ্যোতির্ময় সিংদেও ও সুভাষ সরকার।

কেন্দ্রীয় সরকারের প্রধানমন্ত্রী কিষাণ প্রকল্প রূপায়িত করলে বাংলার ৭০ লক্ষ চাষি উপকৃত হত। এই মন্তব্য করে বাবুলবাবু টুইটে লিখেছেন, “নিজের ভাবনা ওপরে চাপিয়ে দেওয়াই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রশাসনের কৌশল। িবাংলারলজ্জামমতা।“ গত ৮ জুলাই একটি নামী ইংরেজি দৈনিকে লেখা হয়েছে, লকডাউনে প্রধানমন্ত্রী কিষাণ প্রকল্পে সাড়ে ন’কোটি কৃষক

১৯,৪৫৭ কোটি টাকা পেয়েছেন। সেই তথ্য ও প্রধানমন্ত্রীর হাত থেকে শংসাপত্র নেওয়া কৃষকের ছবিও বাবুলবাবু যুক্ত করে দিয়েছেন টুইটের সঙ্গে।মুকুল রায় টুইট করেছেন অনেকটা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের রিপোর্ট কার্ডের আদলে। তাতে স্বাস্থ্য, মহিলা সুরক্ষা, শিক্ষা, শিল্প, উন্নয়ন এই সব বিষয়ে ঢ্যাঁরা। সিন্ডিকেট, দুর্নীতি আর রাজনৈতিক হিংসা ই তিনটিতে পাশ।একেবারে একই ঘরানায় টুইট করেছেন অপর সাংসদ সুকান্ত মজুমদার ও জ্যোতির্ময় সিংদেও। সঙ্গে ক্যাচমার্ক িবাংলারলজ্জামমতা।“ আর এক সাংসদ সুভাষ সরকার বলেন, “করোনায় স্বাস্থ্য দপ্তরের বেহাল দশা প্রকট, তার ওপর তৃণমূলের রেশন কেলেঙ্কারি প্রকাশ্যে আসার পর উপযুক্ত বন্দোবস্ত নেওয়ার পরিবর্তে সচিব বদল করে দায় ঝেড়ে ফেলার চেষ্টা। িবাংলারলজ্জামমতা।“ হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

ইস্টবেঙ্গল-কোয়েস গাঁটছড়া নিয়ে প্রশ্ন এখনও

কলকাতা, ১০ জুলাই (হি. স.) : তলে তলে ইস্টবেঙ্গল কোম্পানী তৈরি করে নিয়েছে কোয়েসকে না জানিয়ে। এতে কোয়েস ভীষণ চটেছে। একটা সংস্থার সঙ্গে বিচ্ছেদ না হওয়ার আগে কীভাবে ইস্টবেঙ্গল নিজেদের কম্পানী খুলে ফেলল? কোয়েস চেয়ারম্যান অজিত আইজ্যাক চরম বিরক্ত হয়ে পড়ছেন ইস্টবেঙ্গলের উপর।

প্রতিদিনই ইস্টবেঙ্গলে নতুন নতুন সমীকরণ তৈরি হয়। কখনও ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের কোর্টে বল তো কখনও আবার কোয়েসের কোর্টে বল। এ বলে আমায় দেখ, ও বলে আমায় দেখ। সমস্যা মেটার জায়গা তৈরি হয়েও তৈরি হচ্ছে না। অনেকটা রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পের মতো, শেষ হয়েও হইল না শেষ।

এখনও এনওসি পায়নি ইস্টবেঙ্গল। কোয়েস এখন দিতে রাজি। কিন্তু ইস্টবেঙ্গল নিচ্ছে না। কোয়েস এবার কঠোর সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হবে। অর্থাৎ অন্য সংস্থাকে নিজেদের ৭০ শতাংশ শেয়ার বিক্রি করে দেবে। মিনার্ভা মালিক রঞ্জিৎ বাজাজ ইস্টবেঙ্গলের শেয়ার কিনতে আগ্রহী। ইতিমধ্যে কোয়েস কর্তারা রঞ্জিতের সঙ্গে কথাও বলেছেন। রঞ্জিৎ বলেছেন, ‘ইস্টবেঙ্গলের শেয়ার নিয়ে বার্সিলোনা মডেল করতে চাই।’ এরআগে ইস্টবেঙ্গল, মেহনবাগানের বিরুদ্ধে বোমা ফাটিয়েছিলেন রঞ্জিৎ। কিন্তু ইস্টবেঙ্গলের অন্দরে সবচেয়ে বড় প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছে, এখন যখন কোয়েস এনওসি দিতে চাইছে, লাল—হলুদ অর্থাৎ ইস্টবেঙ্গল নিচ্ছে না কেন? তাহলে কি কোয়েসকে নিয়েই চলতে চাইছে ইস্টবেঙ্গল? কারণ, এখনও পর্যন্ত বিকল্প বিনিয়োগকারী চূড়ান্ত হয়নি। হর্ষ নেওটিয়ার সংস্থার সঙ্গে কথা চলছে ইস্টবেঙ্গলের। সেই সংস্থা চূড়ান্ত না হওয়া পর্যন্ত কোয়েসের থেকে এনওসি নেবে না লাল—হলুদ। রঞ্জিৎ বাজাজের প্রসঙ্গে ইস্টবেঙ্গল শীর্ষকর্তা দেবব্রত সরকারের প্রতিক্রিয়া, ‘এ প্রসঙ্গে আমি কিছু বলব না।’ কোয়েসের থেকে এনওসি কবে নেবেন? দেবব্রত বলেন, ‘খুব শীঘ্রই সমস্যা মিটবে।’ এ দিকে ক্লাব লাইসেন্সিংয়ের সময় এগিয়ে আসছে। এনওসি না পাওয়া পর্যন্ত ক্লাব লাইসেন্সিংয়ের কাজ শুরু করতে পারবে না ইস্টবেঙ্গল।হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

দেশেই বিশ্বমানের শিক্ষা দেওয়া হোক ভারতীয় পড়ুয়াদের

আর কে সিনহা

এ বিষয়টি কখনও খেয়াল করেছেন, প্রতিবছর ভারত থেকে লক্ষ লক্ষ পড়ুয়ারা শিক্ষালাভের জন্য আমেরিকা, ব্রিটেন, অস্ট্রেলিয়া, কানাডা প্রভৃতি দেশে চলে যাচ্ছেন? এই প্রশ্ন উঠে আসার প্রধান কারণ হল - আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে অধ্যয়নরত বিদেশি পড়ুয়াদের বড়সড় ধাক্কা দিয়েছেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। এই বিদেশি পড়ুয়াদের মধ্যে ভারতীয় পড়ুয়াদের সংখ্যা অনেকটাই বেশি। বিদেশি পড়ুয়াদের উদ্দেশে আমেরিকা জানিয়ে দিয়েছে, যদি তাঁদের কলেজ অথবা বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়াশোনা সম্পূর্ণ অনলাইনে হয়, সেক্ষেত্রে তাঁদের অন্য কোনও প্রতিষ্ঠান অথবা কোর্সে ভর্তি হতে হবে যেখানে প্রত্যক্ষ উপস্থিতির মাধ্যমে পড়াশোনা চলছে, অথবা আমেরিকা ছেড়ে নিজেদের দেশে ফিরে যেতে হবে তাঁদের। কারণ অনলাইন পড়াশোনার জন্য তাঁদের ভিসা দেওয়া হবে না। আসলে করোনা-প্রকোপের কারণে আমেরিকার অধিকাংশ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে অনলাইনে ক্লাস নেওয়া হচ্ছে। আমেরিকায় পাঠরত এই বিদেশি পড়ুয়াদের মধ্যে লক্ষ লক্ষ ভারতীয় পড়ুয়া রয়েছে। করোনা-প্রকোপের কারণে ট্রাম্প প্রশাসনের এই সিদ্ধান্ত লক্ষ লক্ষ ভারতীয় পড়ুয়ার ঘুম কেড়ে নিয়েছে। মূল বিষয় হল, আমাদের দেশের শিক্ষাস্তর আরও বেশি করে প্রগতি কেন করছে না? আর তাই প্রতিবছর লক্ষ লক্ষ ভারতীয় পড়ুয়াকে উচ্চশিক্ষার জন্য দেশের বাইরে যেতে হচ্ছে। আমরা কী আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে ভালো ফ্যাকাল্টি এবং অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা দিতে পারছি না? মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রক থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, ২০১৮-১৮ সালে ৬.২০ লক্ষ ভারতীয় পড়ুয়া পড়াশোনা করার জন্য দেশের বাইরে গিয়েছেন। যদিও ২০১৭-১৮ সালে ৭.৮৬ লক্ষ পড়ুয়া দেশের বাইরে পড়াশোনা করতে গিয়েছিলেন।

অধিকাংশই স্নাতক স্তরের ডিগ্রিলাভের জন্য বিদেশে যান। স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভের জন্য বিদেশে যাওয়ার সংখ্যা তুলনামূলক কম। গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, প্রতিবছর লক্ষ লক্ষ পড়ুয়া বিদেশে চলে যাওয়ার কারণে দেশের কোটি কোটি টাকা বিদেশে দিতে হয়। ৮ লক্ষ পড়ুয়া প্রতিবছর যদি ৫০-৬০ হাজার ডলার পর্যন্ত বিদেশে নিয়ে যায়, তাহলে ভাবুন দেশের কত হাজার কোটি টাকা বিদেশে যাচ্ছে। ভেবে দেখুন আমাদের পড়ুয়ারা কানাডা, আয়ারল্যান্ড, মালয়েশিয়া, ইউক্রেন এমনকি চিন পর্যন্ত চলে যাচ্ছেন। কোনও পড়ুয়া যদি গবেষণা প্রভৃতির জন্য আমেরিকার এমআইটি অথবা কলোরাডোর মতো বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন, সেটা মোটেও খারাপ নয়। আমেরিকার কিছু কিছু বিশ্ববিদ্যালয় দুর্দান্ত ফ্যাকাল্টি এবং অন্যান্য সুবিধার কারণে সত্যিই অনেক বেশি উন্নত। ব্রিটেনের অক্সফোর্ড এবং কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কেও একথা বলা যেতে পারে। এই সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের বহু অধ্যাপক নোবেল পুরস্কার বিজেতাও। তাই এই সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হলে কোনও সমস্যাই নেই। কিন্তু আমাদের দেশের পড়ুয়ারা হোটেল ম্যানেজমেন্ট, এমবিএ অথবা সামান্য স্নাতক ডিগ্রির জন্য যদি আমেরিকা, ব্রিটেন, কানাডা, ইউক্রেন প্রভৃতি দেশে যায়, এই বিষয়টি মোটেও বোধগম্য হচ্ছে না। এই তথ্যও প্রকাশ্যে এসেছে যে, বিদেশে পড়াশোনা করতে যাওয়া আমাদের সন্তানদের অনেক সময় কষ্ট সহ্য করতে হয়। আমাদের পড়ুয়ারা বিদেশি তিক্ত অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হন। ততক্ষনে অবশ্য অনেক দেরিও হয়ে যায়। শিক্ষা লোনের নামে তাঁদের অভিভাবকরাও মোটা অঙ্কের লোন নিয়ে থাকেন।

যাইহোক, কাউকে শিক্ষালাভের জন্য বিদেশে যাওয়া থেকে আমরা তখনই বাধা দিতে পারব যখন আমাদের দেশের শিক্ষাস্তর উন্নত হবে। তা তো মোটেও নয়। আইআইটি দিল্লি, মুম্বই, মাদ্রাজ, কলকাতা ও বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো কিছু বিশ্ববিদ্যালয়কে বাদ দিলে দেশের অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয়ের হাল কার্যত বেহাল। কোথাও পর্যাপ্ত শিক্ষক নেই, কোথাও রাজনীতি সবকিছু নষ্ট করে দিচ্ছে।

এবার বিহার, পূর্ব উত্তর প্রদেশ, ওড়িশা এবং ঝাড়খণ্ডের কথা বলা যাক। প্রতিবছর এখান থেকে হাজার হাজার যুবক দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত সেন্ট স্টিফেন্স, হিন্দু মিরান্ডা হাউস, লেডি শ্রীরাম, শ্রীরাম কলেজ ও কমার্স, রামজস হংসরাজ প্রভৃতি কলেজে পড়াশোনা করতে আসেন। বিহারি পড়ুয়ারা কয়েক দশক ধরে দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে আসছেন। যদিও কয়েকজনই ভর্তি হতে পারেন। তাঁরা নিজেদের রাজ্য অথবা শহরের কলেজগুলিতে পড়াশোনা করতে চান না, কারণ সেখানে সবকিছু রামের ভরসায় চলে। প্রতিবছর দিল্লিতে আসা ১০ শতাংশ পড়ুয়ারাও কলেজের ভিতরে হোস্টেল পান না। রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় খারাপভাবে জীবনযাপন করেন তাঁরা, একটি ঘরে ৮-১০ জন পড়ুয়া থাকে। এটা সঠিক যে তাঁদের নিজ নিজ শহরে যদি কলেজ খুলে যায়, তাহলে দিল্লি, পুণে, বেঙ্গালুরু অথবা দেশের কোথাও যেতে হবে না তাঁদের। কেউ কী এবিষয়ে ভাবছেন? মনে তো হচ্ছে না।

কিছু মনে করবেন না, নিজেদের সন্তানদের বিদেশে পাঠানোর জন্য আমরা যত টাকা খরচ করি, সেই টাকার অর্ধেকও যদি দেশের শিক্ষার মান উন্নয়নে ব্যায় করতাম, তাহলে আমাদের সন্তানদের দেশের বাইরে যেতেই হত না। একটি উদাহরণ রাখতে চাই, মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রক প্রতিবছর দেশের কলেজগুলির র‍্যাঙ্কিং প্রকাশ করে। দেশের সেরা কলেজগুলি তাতে স্থান পায়। দেখা যাচ্ছে প্রতিবছর দেশের কয়েকটি কলেজই এই তালিকায় স্থান করে নিচ্ছে। ২০২০ সালের কলেজ ক্যাটাগরিতে দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেজগুলির রমরমা ছিল। সেরা দশের মধ্যে পাঁচটি দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের এবং সেরা ২০-র মধ্যে ১২টি কলেজ ছিল। দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের মিরান্ডা হাউস প্রথমে এবং হিন্দু কলেজ তৃতীয় নম্বরে ছিল। চতুর্থ স্থানে ছিল সেন্ট স্টিফেন কলেজ। এই তালিকার মধ্যে ছিল মাদ্রাসা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসিডেন্সি কলেজ, লোপালা কলেজ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ। বিভিন্ন মানদণ্ডের ভিত্তিতে কলেজগুলিকে র‍্যাঙ্কিং দেওয়া হয়। এখন ভাবুন দেশের বাকি হাজার হাজার কলেজগুলিতে কী হচ্ছে? ওই সমস্ত কলেজগুলিকে উন্নত করতে হবে, যাতে শিক্ষা স্তরের দিক দিয়ে হিন্দু কলেজ অথবা মিরান্ডা হাউসের মতো হয়ে ওঠে এবং তা সম্ভবও। দৃঢ়, ইতিবাচক পরিকল্পনা এবং প্রচেষ্টার প্রয়োজন।

(লেখক প্রবীণ সম্পাদক, কলামিস্ট এবং প্রাক্তন সাংসদ)

স্বাস্থ্য, খাদ্য আর জীবিকার বন্দোবস্তা না হয় হল, কিন্তু পড়াশোনা?

শোভনলাল চক্রবর্তী

শিক্ষাঙ্গনে ঝাঁপ পড়েছে লকডাউনের অনেক আগেই। সময়ের যা দাবি তাতে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা শুরু হওয়াটা চটজলদি খুব বেশি গুরুত্ব পাবে বলে মনে হয় না। একথা অনস্বীকারর্য যে পড়াশোনার প্রচলতি ধারা এখন কঠিন চ্যালেঞ্জের মুখে। করোনা আবহে কিন্তু বসে নেই কেন্দ্রীয় সরকার। ঘোষণা জলে মাছ ধরতে মেনে পড়েছে মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রক। কাস্তুরীরঙ্কন কমিটির জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১৯ এর অন্যান্য সুপারিশের মধ্যে একটি ছিল,টেকনোলজি টু এডুকেশন। সেটিকে শিখণ্ডি খাড়া করে দেশজুড়ে ভার্চুয়াল ক্লাসের পক্ষে জোরালো সওয়াল করছেন শিক্ষামন্ত্রী। ইতিমধ্যেই লকডাউনে চালু হয়েছে শিক্ষাপ্রদানের বিভিন্ন পদ্ধতি। অনলাড় ক্লাস, ভিডিও লেকচার, টিভি বা রেডিওতে সম্প্রচার ইত্যাদি একথা সকলেই মানবেন যে প্রচলিত শিক্ষাদানের কয়েকদিনের বিকল্প হিসেবে এগুলি চলতে পারে। তবে সাধারণভাবে এই সমস্ত পদ্ধতির কার্যকারিতা নিয়ে প্রচুর প্রশ্নচিহ্ন বর্তমান। একটা সোজা কথা বোঝার চেষ্টা করুন, ইন্টারনেট বা টেলিভিশন তো আজকের নয়। তবু শিক্ষাদানে এগুলির ব্যবহার এতদিন ধরে এত কম কেন? এমনকী উচ্চশিক্ষার একেবারে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রেও উন্নত দেশগুলিতে এই ব্যবস্থা সেইভাবে লাগু হয়নি। ফলে ভারতের মতো রাষ্ট্রে সাধারণ স্কুলশিক্ষায় ভার্চুয়াল ক্লাসের কার্যকারিতা নিয়ে চিন্তা, নেহাতই বাতুলতা। এক্ষেত্রে ইউনেস্কো অনেক আগে থেকেই সাবধানবাণী শুনিয়েছে। বিশেষ করে সর্বশিক্ষা অভিযানের মৌলিক দিকগলি মাথায় রেখে। যে দেশে অসংখ্য নিম্নবিত্ত পড়ুয়া বিদ্যালয়মুখী হওয়ার একটা মূল কারণ দুপুরের খাবার, সেই দেশের অর্থমন্ত্রী কোন আক্কেলে বিধান দেন যে করোনার উত্তরকালেও অনলাইনে ক্লাস চালু রাখতে হবে। অনেকেই হয়ত ভাবছেন এ নিশ্চয়ই পরিহাস, আদতে গল্প। কিন্তু ব্যাপারটা তেমন নয়, আর সেই জন্যই গভীর চিন্তার। শিক্ষার সমস্ত স্তরে ই-লানিং এবং উন্মুক্ত দূরসিক্ষা নিয়ে অনেক পাতা লেখা হয়েছে খসড়া জাতীয় শিক্ষানীতিতে। এক ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম ও এক চ্যানেল প্রকল্পের মাধ্যমে সরকার আসলে চাইছেন শিক্ষার কেন্দ্রীকরড়। পুরো দেশের শিক্ষাকে এক ছাঁচে ঢালতে না পারলে রাজনৈতিক ও সামাজিক কেন্দ্রীকরণ রয়ে যাবে অসম্পূর্ণ। শিক্ষার বৈচিত্র্য, স্বাধীনতা ও স্বাধিকারকে বিলীন করতে না পারলে, আমলাতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণের পথে ফ্যাসিবাদের জমি প্রস্তুত হবে কী করে? তাই লকডাউনের এই সুর্বণ সুযোগ হারাতে নারাজ কেন্দ্রীয় সরকার। ধরা যাক রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় অনলাইন ক্লাস শুরু হল। সেক্ষেত্রে প্রথমেই যেখানে প্রশ্ন উঠবে তা হল দেশজুড়ে সব ছাত্রছাত্রী সেই সুবিধা পাবে কি? বিদ্যুৎ সংযোগ হয়েছে ভারতের সমস্ত প্রান্তের প্রত্যন্ত অঞ্চলে? সমস্ত ছাত্রছাত্রীকে ডিজিটাল দুনিয়ার সঙ্গে পরিচিত হতে গেলে প্রয়োজন উচ্চগতিসম্পন্ন ইন্টারনেট পরিষেবা। যেখান কিছু ব্যবস্থা করোনার পরবর্তী ক্ষেত্রে সব সমস্যার সমাধান করতে পারবে না। অনলাইনে ক্লাস টেনেটুনে চলালেও নিয়মিতভাবে পরীক্ষা এবং বিজ্ঞান শাখার প্র্যাকটিক্যাল ক্লাস চালানো সম্ভব হবে না। বর্তমানে যেমন বোর্ডের অসমাপ্ত পরীক্ষা করাতে কালঘাম ছুটে যাচ্ছে। সামাজিক দূরত্ব মেনে পরীক্ষা নিতে গেলে প্রচুর কাঠখড় পোড়াতে হবে। অনলাইনে শিক্ষার বাজিমাত হবে এমন একটা ভ্রান্ত ধারণার শিকার শিক্ষকদের একাংশ। তাঁরা বুলে যাচ্ছেন, ক্লাসে দাঁড়িয়ে যখন কোনো শিক্ষক পড়াচ্ছেন তখন ছাত্রচাত্রীদের প্রতিইক্রয়া দেখে শিক্ষক বুঝতে পারেন কার মাথায় কতটা ঢুকছে। আমাদের কলেজ জীবনে একটা সময়ে অল্প কিছুদিনের জন্য ইলেরট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের শিক্ষক হিসেবে পেয়েছিলাম এস এস কে , শঙ্কর সেন। যিনি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ছিলেন, শিবপুর বি ই কলেজ ছাড়াও আর বহু কলেজের ছিলেন গেস্ট লেকচারার, সর্বোপরি একা হাতে পশ্চিমবেঙ্গর ভেঙে পড়া বিদ্যাৎ ব্যবস্থাকে দাঁ করিয়েছিলেন বিদ্যুমন্ত্রী হিসেবে। সেষে যখন দল, সিপিআই, গোয়েস্কাদের হাতে বিদ্যুৎ ব্যবস্থা তুলে দিলেন, তখন তিনি পদত্যাগ করেন। আমৃত্যু (৮ ফেব্রুয়ারি, ২০২০) আপসহীন এই মানুষটি ছিলেন আমাদের অনেকের কাছে আদর্শ। অমন প্রবাদপ্রতিম শিক্ষক আমাদের প্রায়ই বলতেন, যা শিখেছি তার বারো আনাই শিখেছি ছাত্রদের কাছ থেকে। তাদের বুদ্ধিদীপ্ত প্রশ্নের কাছে হেরে গিয়ে প্রভুত আনন্দ লাভ করেছি। আমার হৃদয়ে তাদের উজ্জ্বল উপস্থিত আমাকে জীবনে চলতে উদ্বুদ্ধ করে । হায়ারে, কোথায় গেলেন সেইসব শিক্ষকেরা আর ছাত্রের দল। এখন সবাই সবজান্তা, কী শিক্ষক কী ছাত্র। কতজন শিক্ষক নিয়মিত পড়াশোন করেন? সেই তাঁরাই কিন্তু আজ অনলাইন ক্লাসের বড় সমর্থক। ইন্টারটেন থেকে মেটেরিয়াল ডাউনলোড করে, পি ডি এফ করে কাজ শেষ। এতে ছাত্রছাত্রীরা কতটা উপকৃত হচ্ক্সে তার হিসাব কে রাখে। অনলাইন ক্লাসের প্রবক্তারা ব্যবসার দিকটায় বেশি জোর দিচ্ছেন। ইতিমধ্যেই অনেক নতুন অনলাইনের ক্লাসের টিউটর স্টোর গজিয়ে উঠেছে। এতে বিনিয়োগ অনেক কম, নিত্য নতুন শিক্ষকের নিয়োগের বালাই নেই। একই লোক পিডিএফ থেকে শুধু রিডিং পড়ে যাচ্ছেন। শিক্ষাদানের এই পদ্ধতি লাভজনক ঠিকই, কিন্তু এর সঙ্গে আর যাই থাক শিক্ষার কোনো সম্পর্ক নেই। ছাত্রছাত্রীদের নিজেদের মধ্যে সামাজিক মনন গড়ে ওঠা সম্ভব হচ্ছে না। চরিত্র গঠন, যা যে কোনও শিক্ষাব্যবস্থার প্রাথমিক উদ্দেশ্য, তার কোনো বালাই এখানে নেই। জ্ঞানের সঙ্গে প্রয়োজন থাকবে না নীতিনৈতিকতা ও মূলবোধের। আমরা কি মেনে নেব আমাদের সন্তানদের জন্য এরকম অসম্পূর্ণ একটি শিক্ষাব্যবস্থা? উত্তর দেবে সময়। অনেকে বলছেন, কেন বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে তো সমস্ত ক্লাসের রেকর্ডিং বহুদিন ধরেই ছাত্রছাত্রীরা পাচ্ছেন। নিশ্চয়ই পাচ্ছেন, কিন্তু সেটা পরিপূরক হিসাবে, কেউ ক্লাসের পড়া বুঝতে না পারলে দ্বিতীয়বার শোনার জন্য বা ক্লাসে অনুপস্থিত থাকলে শোনার জন্য। ক্লাস বন্ধ করে শুধু রেকর্ডিং পাটালে পড়া এগোবে? ই-মেলের মাধ্যমে প্রশ্নপত্র, নোট প্রভৃতির আদানপ্রদান চলতে পারে, কিন্তু সেটাই যদি একমাত্র ব্যবস্থা হয়, তবে সমূহ বিপদ। উচ্চশিক্ষায় আমাদের দেশের সব থেকে মেধাবী পড়ুয়াদের বিদেশে গিয়ে পড়াটাই দস্তুর। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, কানাডা, ইউরোপ এবং অস্ট্রেলিয়ায়। মধ্যবিত্ত ঘরের অনেক ছেলেমেয়েরাই এখন গবেষণা কাজে বিদেশে। বর্তমান সমস্যা তাদের দেশে ফেরা নিয়ে। একবার ফিরে এলে তাঁরা পুনরায় বিদেশে যেতে পারবেন কিনা সেই নিয়েও রয়েছে প্রশ্ন। এদের বিদেশযাত্রা আটকে গেলে দেশের স্নাতকোত্তর স্তরে প্রতিযোগিতা বাড়বে সাংঘাতিক। চাকরির বাজারে এর সুদূরপ্রসারী ফলের কথা ভাবতে গেলে শিউরে উঠতে হয় সব মিলিয়ে প্রচুর প্রশ্ন, কিন্তু উত্তর দেওয়া লোক নেই। রাষ্ট্র তার হিডেন এজেন্ডা বাস্তবায়নে ব্যস্ত। এরই মধ্যে হু’র পরামর্শদাতা ডেভিড নাবারোর পরামর্শ প্রণিধানযোগ্য। নাবোরো চিকিৎসক, তাই তিনি বুঝতে পেরেছেন যে বিজ্ঞানে করোনার সমাধান পেতে বেশ কিছুটা দেরি হবে। তাই তিনি বলেছেন আমাদের সমাজকে তৈরি থাকতে। সেই সমাজের একটা বড় অংশ আমাদের ছাত্রছাত্রীরা। নাবারো ডাক দিয়েছেন ছাত্রছাত্রীরা। নাবারো ডাক দিয়েছেন ছাত্রছাত্রীদের পথ দেখাতে। বলেছেন শিক্ষাক্ষেত্রে কোনো অবস্থাতেই বন্ধ হলে চলবে না। আজকের বিজ্ঞান যেখানে কূল পাচ্ছে না সেখানেই আগামীর ছাত্রছাত্রীরা খুঁজে আনবে করোনার মোকাবিলার পথ। ফলে খাদ্য এবং স্বাস্থ্যের সুরক্ষার সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষা এবং গবেষণার কাজ এগিয়ে নিয়ে যেতেই হবে। খুব তাড়াহুড়ো না করলেও আজ কিংবা কাল পড়াশোনা শুরু করতেই হবে আমাদের। দাঁত দাঁত চেপে, সময় যতই অস্থির হোক না কেন। করোনা মুক্তির পথে অচেতন হলে চলবে না, জানাচ্ছেন নাবারো। অবচেতনের তাই খাদ্য, স্বাস্থ্য এবং জীবিকার সঙ্গে শিক্ষা ও ভীষণ জরুরি অতিমারির এই সময়ে। আমাদের দেশের বিদ্যালয়ের দরজা খুলছে পরিযায়ী শ্রমিকদের বাসস্থান হিসাবে। অতি উত্তম। কিন্তু এ এক অদ্ভুত ট্র্যাডিশন। বন্যা, ঝড় বা অন্য যে কোনো বিপর্যয়ে আশ্রয়হীন মানুষকে তোলা হয়, লেখাপড়া শিকেয়ে তুলে বিদ্যালয়। কেন এমন হবে? এতো তো দেশের বা রাজ্যের উন্নয়নের জোয়ার। তা এতদিনে দিকে দিকে ত্রাণ শিবির গড়ে তোলা গেল না? রাতারাতি দেশের বিভিন্ন স্থানে ডিটেনশন ক্যাম্প তৈরি করা যায়, আত ত্রাণশিবির স্থায়ীভাবে তৈরি করা যায় না, এ কি বিশ্বাসযোগ্য? তাহলে তো স্কুলের পড়াশোনা এমন বারবার ব্যাহত হয় না। আসলে সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি না বদলালে এমনটাই চলতে থাকবে। সরকারের কাছে পড়াশোনাটা গৌণ, কারণ তাঁরা বিশ্বস করেন সেই আপ্তবাক্য---‘এরা যত বেশ জানে, তত কম মানে’। তাই তো জেএনইউ, জামিয়া, যাবদপুর ঘিরে এত তোলপাড়। পড়াশোনা শিকেয় তুলে দেওয়ার এক অভাবনীয় সুযোগ সরকারের সামনে এনে দিয়েছে করোনার। বহু বিশিষ্ট শিক্ষাবিদকে দিয়ে সরকার পক্ষ বলাবার চেষ্টা চালাচ্ছেন। যে অনলাইন ক্লাসেই রয়েছে মোক্ষ। কেতাবি শিক্ষাব্যবস্থা ধরে রাখতে গেলে এগিয়ে আসতে হবে শিক্ষকদের। প্রশ্ন করুন, কেন স্কুল হয়ে উঠবে ত্রাণশিবির? সরকার বিকল্প ব্যবস্থা নিয়ে স্কুলের দরজা খুলে দিন পড়াশোনার জন্য। যত তাড়াতাড়ি তা হবে, তত তাড়াতাড়ি আমরা আগামী দিনের করোনা সমাজের জন্য প্রস্তুত হয়ে উঠতে পারব।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

শুক্রবার রাজ্য সফরে এসে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবের সাথে সাক্ষাৎ করে বিজেপির সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক রাম মাধব।

বকেয়া কর আদায়ে ৩০ শতাংশ ছাড় সংবলিত নয়া প্রকল্পে অনুমোদন মেঘালয় মন্ত্রিসভার

শিলং, ১০ জুলাই (হি.স.) : কর সংগ্রহে জোর দিয়েছে মেঘালয়। তাই কর ছাড়ে নতুন প্রকল্পে মন্ত্রিসভা অনুমোদন দিয়েছে। ১৫২ কোটি টাকা কর সংগ্রহে ৩০ শতাংশ ছাড় দেবে রাজ্য সরকার।

দেশের মধ্যে এই প্রথম কর ছাড়ে প্রকল্প এনে চমক দিয়েছে বলে দাবি রাজ্য সরকারের। মেঘালয় ট্যাক্স অ্যামেনেস্টি স্কিম-এর অনুমোদন দিয়েছে মন্ত্রিসভা। রাজ্যে ৮০৫ জন করদাতা দীর্ঘ দিন ধরে কর দিচ্ছেন না। তাতে প্রায় ১৫২ কোটি টাকা কর আদায় বকেয়া রয়েছে। ওই প্রকল্প অনুযায়ী ৬ মাস সময়ের মধ্যে বকেয়া কর মিটিয়ে দেওয়া হলে ৩০ শতাংশ ছাড় মিলবে।

মেঘালয়ের মুখ্যমন্ত্রী কনরাড কে সাংমা সতর্ক করে বলেন, করদাতারা ছয় মাসের মধ্যে বকেয়া কর মিটিয়ে না দিলে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে। তাঁর সাফ কথা, করদাতাদের একবারই এই সুযোগ দেওয়া হবে। রাজ্যের ট্যাক্স কমিশনার অরুণ কেম্ভাবি দাবি করেন, এ-ধরনের প্রকল্প দেশের মধ্যে প্রথম মেঘালয় সরকার এনেছে। তাঁর কথায়, এই প্রকল্প বিভিন্ন কর আইনের অধীনে সমস্ত অপ্রত্যক্ষ করের জন্য আনা হয়েছে। তিনি বলেন, এই প্রকল্প আনার পেছনে অন্যতম কারণ কর দাতাদের কাছ থেকে সহজে বকেয়া আদায়। কারণ, এমন অনেক করদাতা রয়েছেন, তাঁদের কাছ থেকে বকেয়া আদায় দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন। তাই, ছাড় দিয়ে বকেয়া আদায়ে দ্রুত এবং সহজ হবে। তাতে করদাতারা সমস্ত দেনা মিটিয়ে ২০২১ সাল নতুন করে শুরু করতে পারবেন।

দক্ষিণ শালমারা-মানকাচরের অসম ভূখণ্ডে মেঘালয়ের দুষ্কৃতীদের তাণ্ডব, তদন্তে পুলিশ

দক্ষিণ শালমারা (অসম), ১০ জুলাই (হি.স.) : দক্ষিণ শালমারা-মানকাচর জেলার আন্তঃ রাজ্য সীমান্তবর্তী এলাকায় মেঘালয় পুলিশের দাদাগিরি এবং সীমা সংক্রান্ত সংঘাতের অভিযোগ দীর্ঘদিনের। বৃহস্পতিবার রাতেও দক্ষিণ শালমারা থানার নাগারবাঁধ এলাকায় একাংশ দুস্কৃতকারী ডাকঘর, গ্রামপ্রধানের কার্যালয়, জামে মসজিদ এবং একটি স্কুলের ব্যানার ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে গেছে। এ ঘটনায় গোটা এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

ঘটনাকে সম্পর্কে দক্ষিণ শালমারা থানায় একটি এজাহারও দাখিল করা হয়েছে। অভিযোগে প্রকাশ, দিন চারেক আগে অসম-মেঘালয় সীমান্তের নাগারবাঁধ এলাকায় মেঘালয় পুলিশের এক দল অসমিয়া ব্যবসায়ীকে হুমকি দিয়ে গেছে বলে অভিযোগ উঠেছে। ওই অভিযোগের ভিত্তিতেই মেঘালয় পুলিশের বিরুদ্ধে দক্ষিণ শালমারা থানায় এজাহার দাখিল করা হয়েছিল। তার পরই থানার নিকটবর্তী ডাকঘর, গ্রামপ্রধানের কার্যালয়, জামে মসজিদ এবং একটি স্কুলের ব্যানার ছিঁড়ে ফেলে দুষ্কৃতকারীরা এজাহারের ভিত্তিতে এক মামলা নিয়ে তদন্তে নেমেছে পুলিশ।

লকডাউনের ডিমা হাসাওয়ে কিছুটা শিথিলতা

হাফলং (অসম), ১০ জুলাই (হি.স.) : করোনার গণ সংক্রমন রুখতে ডিমা হাসাও জেলায় ১৪ দিনের সম্পূর্ণ লকডাউন চলছে। লকডাউনে ডিমা হাসাওয়ে ব্যাঙ্ক, সরকারি বেসরকারি অফিস থেকে শুরু করে সবই বন্ধ করে দিয়েছে জেলা প্রশাসন। এতে সমস্যায় পড়েছেন সাধারণ মানুষ। তবে শুক্রবার লকডাউনের পূর্ববর্তী নির্দেশে কিছুটা রদবদল করে জেলা প্রশাসন সপ্তাহে তিন দিন ব্যাঙ্ক পোস্ট অফিস খোলা রাখার নির্দেশ দিয়েছে। সে অনুযায়ী সপ্তাহের প্রতি সোম, বুধ এবং শুক্রবার, এই তিন দিন ৫০ শতাংশ কর্মী নিয়ে জেলার সব ব্যাঙ্ক খোলা রাখার নির্দেশ দিয়েছে জেলা প্রশাসন। তবে ব্যাঙ্কে আগত গ্রাহকদের পরিধান করতে হবে মাস্ক এবং সামাজিক দূরত্ব কঠোর ভাবে মেনে চলতে হবে গ্রাহকদের। না হলে নেওয়া হবে কঠোর ব্যবস্থা, জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে জারিকৃতি নির্দেশে উল্লেখ করা হয়েছে। এদিকে লকডাউনের পঞ্চম দিনেও হাফলং বাজারে মাত্র সাতটি পণ্য সামগ্রীর দোকান খোলা রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যার দরুন সামাজিক দূরত্ব বজায় না রেখে এই দোকানগুলিতে প্রচুর মানুষ ভিড় করেন। এছাড়া সম্পূর্ণ লকডাউন ঘোষণা করার পরও দেখা যাচ্ছে জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে হাফলং শহরে কিছু কিছু দোকান খোলার অনুমতি দেওয়া হচ্ছে। শুক্রবার হাফলং শহরে দেখা গেছে, লোকনাথ অটোমবাইলসনামের মোটর পার্টসের দোকান খোলা রয়েছে। দোকানের স্বত্বাধিকারীকে এ প্রসঙ্গে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, জেলা প্রশাসনের কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে দোকান খুলেছেন। এ সব দোকানেই কোনও ধরনের সামাজিক দূরত্ব মানা হয় না বলে শুক্রবার অনেকেই অভিযোগ করেছেন। জেলা প্রশাসন সম্পূর্ণ লকডাউন ঘোষণার পর প্রশাসনের পক্ষ থেকে বেছে বেছে কিছু কিছু দোকান খোলা রাখার নির্দেশ কে দিচ্ছেন এ নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। তাছাড়া এমনও অভিযোগ উঠতে শুরু করেছে যে ব্যক্তিগত যানবাহন নিয়ে চলাফেরা করার জন্য জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে অবাধে পাস দেওয়া হচ্ছে। তাতে সমস্যা দেখা দিয়েছে। জেলার সচেতন মহলের মতে, জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে ডিমা হাসাও জেলায় জারিকৃত এই ১৪ দিনের লকডাউনের কোনও মানেই নেই।

দিল্লির তবলিঘি জামাতে যোগ দেওয়া ৮২ বাংলাদেশির জামিন

নয়াদিল্লি, ১০ জুলাই (হি.স.) : দিল্লি আদালত জামিন দিল ৮২ জন বাংলাদেশি নাগরিককে। দিল্লির নিজামুদ্দিনে তবলিঘি জামাতে যোগ দেওয়া এই ৮২ জন বাংলাদেশি নাগরিককে শুক্রবার জামিন দিল চিফ মেট্রোপলিটন। ভিসার নিয়ম ভাঙা-সহ করোনা বিধি উপেক্ষা করে দিল্লির নিজামুদ্দিনে তবলিঘি জামাতে যোগ দেওয়ার অভিযোগে ধৃত ৮২ জন বাংলাদেশি নাগরিককের জামিনের আবেদনের শুনানি হ চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট গুরমোহিনা কাউর ---এর এজলাসে। এদিনের ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমেই এই মামলার শুনানি হয়। শুনানিতে বিচারক প্রত্যেককে ১০ হাজার টাকার ব্যক্তিগত বন্ডে জামিন দিয়েছেন। এদিকে, এই বাংলাদেশি নাগরিকদের দুই আইনজীবী অসীমা মান্ডলা এবং মন্দাকিনী সিং তাঁদের শাস্তি কমানোর আবেদন জানিয়েছেন আদালতে। ৮২ জন বাংলাদেশের নাগরিকের পক্ষে আইনজীবীরা শাস্তি কমানোর জন্য যে পিটিশন দাখিল করেছেন তা আদালত গ্রহণ করেছে। শাস্তি কমানোর আবেদনের ভিত্তিতে আগামী বুধবার ফের শুনানি হবে মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেটের এজলাসে।

মার্চের শেষ দিক থেকে ভারতে যখন করোনা প্রকোপ বাড়তে শুরু করে, তখন ট্যাবলিঘি জামাত হয়ে উঠেছিল অন্যতম উৎসক্ষেত্র। সেখানেই যোগ দিয়েছিল এই ৮২ জন বাংলাদেশের নাগরিক। এদের বিরুদ্ধে ভিসার নিয়ম ভাঙা-সহ করোনা বিধি উপেক্ষা করার অভিযোগ রয়েছে। এবিষয়ে দিল্লি পুলিশ যে চার্জশিট তৈরি করেছে, তাতেও নাম রয়েছে এই ৮২ জনের। অভিযোগ প্রমাণ হলে সাত বছর পর্যন্ত জেল হতে পারে।

করোনা আক্রান্ত কোয়েল মল্লিক

কলকাতা, ১০ জুলাই (হি স): এবার করোনা থাবা টলি পাড়াতেও। করোনা আক্রান্ত অভিনেত্রী কোয়েল মল্লিক। শুক্রবার টুইট করে নিজেই এই কথা জানিয়েছেন অভিনেত্রী। সম্প্রতি পুত্র সন্তানের জন্ম দিয়েছেন অভিনেত্রী কোয়েল।বাংলা কমার্শিয়াল হোক কিংবা আর্ট ফিল্ম সব জায়গাতেই দাপিয়ে অভিনয় করেছেন টলি পাড়ার অতিপরিচিত মুখ কোয়েল মল্লিক। কিন্তু করোনা এবার কাবু করল অভিনেত্রীকেও। করোনা কামড় বসালো মল্লিক পরিবারে। করোনা আক্রান্ত হলেন অভিনেত্রী কোয়েল মল্লিক। শুধু অভিনেত্রীই নয় করোনা আক্রান্ত অভিনেত্রী কোয়েল এর স্বামী নিশপাল সিং রানে এবং অভিনেত্রী বাবা রঞ্জিত মল্লিক এবং মা। টুইট করে অভিনেত্রী লিখেছেন,বাবা মা রানে এবং আমি কোভিড -১৯ পজিটিভ। সকলেই সেল্ফ কোয়ারেন্টাইনড”।

বার্তালাপ করে শান্তিনিকেতনে দোলের দিন বসন্ত উৎসব না করার পক্ষে যুক্তি দিলেন উপাচার্য

শান্তিনিকেতন, ১০ জুলাই (হি. স.) : দোলের দিন বসন্ত উৎসব না করার সিদ্ধান্ত আগেই নিয়েছে বিশ্বভারতীর কর্মসমিতি।এবার তার সপক্ষে যুক্তি দিয়ে বার্তালাপ করলেন খোদ উপাচার্য। একই সঙ্গে পৌষমেলা করতে বিশ্বভারতী যে অপারগ তাও জানিয়ে দেওয়া হয়েছে।

বিশ্বভারতীর সর্বোচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন ”কর্ম সমিতি” গত ৪ জুলাই বৈঠক করে সিদ্ধান্ত নিয়েছে আগামী বছর দোলের দিন আর বিশ্বভারতী বসন্ত উৎসব আয়োজন করবে না। একই সঙ্গে আগামী ২০২০ সালের ডিসেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত পৌষমেলা আয়োজন করবে না বিশ্বভারতী। এই সিদ্ধান্ত ঘোষণার পর শুক্রবার বিশ্বভারতীর উপাচার্য বিদ্যুৎ চক্রবর্তী 'বার্তালাপ' নাম দিয়ে একটি চার পাতার চিঠি বিশ্বভারতীর ওয়েবসাইটে আপলোড করে। যেখানে স্পষ্ট করে দোলের দিন কেন বিশ্বভারতী বসন্ত উৎসব করবে না তার ব্যাখা দিয়েছেন খোদ উপাচার্য। তিনি তার চিঠিতে ১৯৮২ সালে অম্লান দত্ত উপাচার্য থাকাকালীন আমরকুঞ্জে বসন্ত উৎসবের সময় যে বিশৃঙ্খলা হয়। এবং তার পরের বছর সর্ব সম্মতি ক্রমে সংক্ষিপ্ত বসন্ত উৎসব হয়েছিল বলে উল্লেখ করেন।

এছাড়াও গত বছর বসন্ত উৎসবে যে বিপুল জনসমাগমের ফলে চূড়ান্ত বিশৃঙ্খলা তৈরি হয় তার কথাও উল্লেখ করেন উপাচার্য। এই প্রসঙ্গে উপাচার্য লিখেছেন, 'আমি ২০১৯ ‘বসন্তোৎসব ” - এর প্রসঙ্গ বিশেষ করে উল্লেখ করব যা বিশৃঙ্খলার কারণে সংবাদমাধ্যমের প্রচারের আলোয়ে চলে আসে। অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী এবং দর্শনার্থী আমাদের ছাত্রীদেরও শারীরিকভাবে উৎপীড়ন ও হেনস্থার শিকার হতে হয় ।' চিঠিতে রবীন্দ্রনাথের সময়ের বসন্ত উৎসব প্রসঙ্গ ও উথ্যাপন করা হয়।

এখানেই শেষ নয় উৎসবের পর দিন উপাচার্যের নেতৃত্বে আশ্রম মাঠ পরিস্কার করতে গিয়ে ৩৫ বস্তা মদের বোতল, মাংসের হার, খাবারের প্যাটেক উদ্ধার হয়। যার কথা উল্লেখ করে উপাচার্য বোঝাতে চেয়েছেন রবীন্দ্র অনুরাগে বসন্ত উৎসব দেখতে নয় আমোদ করতে আসা পর্যটক দের বিশ্বভারতীর উৎসব নয়। বিপুল আয়তন উৎসব করার সংস্থা নয় বিশ্বভারতী।

এবিষয়ে বিশ্বভারতীর জনসংযোগ আধিকারিক অনির্বাণ সরকার বলেন, 'দোলের দিন বসন্ত উৎসব করবে না বিশ্বভারতী। প্রয়োজনে একান্ত ঘরোয়া ভাবে বসন্ত উৎসব করবে অন্যদিনে। একই সঙ্গে পৌষ মেলা করতে অপারক। কারন সুষ্ঠ ভাবে পৌষ মেলা করতে গিয়ে যেভাবে বিশ্বভারতীর উপাচার্য সহ আধিকারিক দের শ্লীলতাহানির মিথ্যা মামলায় অভিযুক্ত করা হয়েছে তাতে কর্ম সমিতি এমনই সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

বাড়ছে সংক্রমণ পুণে-তে ১১ দিন টোটাল লকডাউন

পুণে, ১০ জুলাই (হি.স.) : ক্রমশ বাড়ছে করোনা সংক্রমণ। তার জেরে পুণে-তে ১১ দিনের সম্পূর্ণ লকডাউনের ঘোষণা মহারাষ্ট্র সরকার। আগামী ১৩ জুলাই থেকে ২৩ জুলাই পুণেতে কড়া লকডাউন জারি করা হল। একইসঙ্গে পার্শবর্তী পিম্পরি-ছিনছোড়-এও লকডাউন করা হয়েছে। এই সময় খোলা থাকাবে শুধু মাত্র অত্যাবশ্যকীয় পরিষেবার দোকান খোলা থাকবে। পুণের ডিভিশনাল কমিশনার দীপক হাইসেকর জানান, পুণে, পিম্পরি-ছিনছোড় এবং গ্রামীণ পুণের একাংশে ১১ দিনের লকডাউনের ঘোষণা করা হয়েছে। সেই সময় শুধুমাত্র দুধ, ওষুধের মত জরুরি পরিষেবার দোকান এবং হাসপাতাল খোলা থাকবে। পুণের জেলাশাসক জনিয়েছেন, লকডাউনের জন্য ২২ টি গ্রাম চিহ্নিত করা হয়েছে। সংক্রমণের শৃঙ্খল আটকানোর জন্য এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন জেলাশাসক।

বিকাশ দুবের এনকাউন্টার নিয়ে প্রশ্ন তুলল কংগ্রেস

নয়াদিল্লি, ১০ জুলাই (হি.স.) : উত্তর প্রদেশের কুখ্যাত দুষ্কৃতী বিকাশ দুবের ‘এনকাউন্টারে’ মৃত্যু নিয়ে সরব জাতীয় কংগ্রেস। শুক্রবার বিকাশ দুবের এনকাউন্টার পরে সরব হন কংগ্রেস নেতা রণদীপ সিং সুরজেওয়ালা। তিনি বলেন, উত্তরপ্রদেশ এখন বিজেপির শাসনে অপরাধীদের স্বর্গ রাজ্যে পরিণত হয়েছে। ইউপিতে সংগঠিত অপরাধ, হত্যা, ধর্ষণ, অপহরণ, মহিলাদের সাথে অপরাধের মত ঘটনা বেড়েছে। পরিস্থিতি এমন যে আইন-শৃঙ্খলা অপরাধীদের হাতে বন্দি হয়েছে। অপরাধের ক্ষেত্রে উত্তরপ্রদেশের অবস্থান প্রথম।

কংগ্রেসের মুখপাত্র রণদীপ সিং সুরজেওয়ালা শুক্রবার ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে সাংবাদিকদের উদ্দেশে বলেন, যোগী আদিত্যনাথ রাজ গুন্ডরাজকে বাড়িয়ে দিয়েছেন। ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ডস ব্যুরো (এনসিআরবি) অনুসারে, অপরাধের প্রায় সব ক্ষেত্রে ইউপি প্রথম অবস্থানে রয়েছে। তিনি বলেন, যোগী রাজে যেভাবে অপরাধ প্রসার লাভ করেছে তার উদাহরণ ৩ জুলাই পুলিশের উপরের হামলা ঘটনা। যাতে পুলিশের ডিএসপি সহ আটজন পুলিশকর্মী শহীদ হয়েছেন। একই সঙ্গে, বিকাশ দুবের এনকাউন্টার নাটকীয়। এই লড়াইয়ের পরে জনগণের মনে অনেক প্রশ্ন উঠেছে, যার উত্তর দিতে হবে রাজ্য সরকারকে।

কংগ্রেস নেতা বলেছিলেন যে বিকাশ দুবে ছিলেন সংগঠিত অপরাধের এক মহিমা। কে এই সংগঠিত অপরাধের নেতা? এনকাউন্টার নিয়ে প্রশ্ন তুলে তিনি জানতে চান, ক্ষমতায় থাকা লোকজনেরা কি বিকাশকে সুরক্ষা দিত ? সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হ”ল কেন বিকাশ দুবের নাম ২৫ জন মোস্ট ওয়ান্টেড অপরাধীর তালিকায় অন্তর্ভুক্ত ছিল না? তিনি বলেন এখানে অনেক প্রশ্ন আছে যার উত্তর সরকারের দেওয়া উচিত।

কালাইন-কাটিগড়ায় ভয়ঙ্কর করোনা ! ফের ১৪ জন পজিটিভ, শঙ্কিত এলাকাবাসী

কালাইন (অসম), ১০ জুলাই (হি.স.) : কাছাড় জেলার কাটিগড়ায় করোনা আক্রান্তের সংখ্যা লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে। গোটা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাবার আতঙ্কে কাতরাচ্ছেন এলাকাবাসী। এক ভয়ঙ্কর পরিণতির দিকে এগোচ্ছে অসমের কাছাড় জেলার ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী কালাইন-কাটিগড়া অঞ্চল। কালাইন- কাটিগড়ায় ফের ১৪ জন করোনায় আক্রান্ত হওয়ার খবরে সীমান্তবর্তী গোটা এলাকাজুড়ে তীব্র আতঙ্ক বিরাজ করছে। শুক্রবার রাতেই আক্রান্ত ১৪ জনকে শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

গত ৭ জুলাই কালাইন ও কাটিগড়ায় তাদের সোয়াব সংগ্রহ করা হয়েছিল। কালাইন সিএইচসি হাসপাতালের মোট ৫৭ জনের সোয়াব সংগ্রহ করা হয় ওইদিন। আজ ১০ জুলাই শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ সোয়াব টেস্টের ফলাফল প্রকাশ করেছে। তাতে দেখা গেছে, কালাইন সিএইচসি হাসপাতালের নার্স শিউলি দেব (৫০) ও তাঁর স্বামী সজল কান্তি দেব (৫৯) করোনা পজিটিভ। তার আগে গত ২ জুলাই একই হাসপাতালের নার্স শুক্লা মাহাতোর সোয়াব টেস্টের রিপোর্টে করোনা পজিটিভ এসেছিল। এ পর্যন্ত কালাইন সিএইচসি হাসপাতাল চত্বরের মোট তিনজন করোনা পজিটিভ রোগী খবর আসায় তীব্র আতঙ্কের পরিস্থিতি দেখা দিয়েছে কালাইন এলাকায়।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে নার্স শিউলি দেবের স্বামী সজল কান্তি দেব স্থানীয় বিজেপি নেতা হিসেবে প্রতিদিন বিধায়ক অমরচাঁদ জৈনের সান্নিধ্যে যাওয়া আসা করছেন। এছাড়া কালাইনের ব্যবসায়ী তথা বিজেপি নেতা অসিতবরণ দে, দক্ষিণ কাটিগড়া জেলা পরিষদ সদস্য অসীম দত্ত, বিক্রম পাল, কাটিগড়া মণ্ডল বিজেপি সভাপতি বিশালাক্ষ দেব-দের সঙ্গে সবচেয়ে বেশি মেলামেশা করে থাকেন সজলবাবু। বর্তমান এই স্পর্শকাতর সময়ে সজলবাবুর করোনা পজিটিভের রিপোর্ট সামনে আসার সাথে সাথে তাঁর সংস্পৃষ্ট ওই সকল নেতাদের স্বাস্থ্যের বিষয়ে জনমনে উৎকণ্ঠা ও দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

অনেকের ধারণা, যেহেতু সজলবাবু বিধায়ক অমরচাঁদ জৈন, বাবলা দেব, অসিত বরণ দে ও অসীম দত্তের প্রিয় মানুষ এবং প্রায়শই তিনি তাঁদের সঙ্গে তুলনামূলকভাবে বেশি মেলামেশা করতেন, তাই সজলবাবুর করোনা পজিটিভ রেজাল্টে শেষমেষ সামাজিক সংক্রমণের কারণ হয়ে দাঁড়ায় কিনা সেটা অত্যন্ত চিন্তনীয় বিষয়।

এদিকে শুক্রবারের করোনা পজিটিভ রোগী কাটিগড়ার তালিকায় রয়েছেন এসএসবির ৬৮ নম্বর ব্যাটালিয়ন ক্যাম্পের আরও ১২ জন। এঁরা হলেন বাসুদেব মালাকার (২৭), দিপুল রাভা (২৭) , মনোজিৎ নার্জারি (২৭), বিনয় বিশ্বাস (২৯), সুনীল কুমার (২৯), শ্রাবণ কুমার (৩৮), মোহাম্মদ হাসরত কামাল (৩৩), নন্দলাল দাস (৬১), গোকুল বর্মন (২৭), প্রজল রায় (৩০), রাহুল সিং (২৭) ও রাধেশ্যাম মণ্ডল (৩০)। সবকিছু মিলে কালাইন-কাটিগড়ায় হু হু করে বাড়ছে অতিমারি করোনা পজিটিভের সংখ্যা। ফলে গোটা এলাকার জনমনে তীব্র আতঙ্ক ঘণীভূত হচ্ছে। উল্লেখ্য আসাম টার্গেটেট সার্ভেইলেন্স প্রোগ্রামের (এটিএসপি) আওতাধীন গত ৩০ জুন সংগৃহীত সোয়াব পরীক্ষার পর ২ জুলাই কালাইন সিএইচসি-র নার্স শুক্লা মাহাতোর করোনা পজিটিভ ধরা পড়ার পর প্রশাসনের পক্ষে শুধুমাত্র সংশ্লিষ্ট নার্সের কোয়ার্টার চত্বর কন্টেনমেন্ট জোন ঘোষণা করা হয়েছিল। কিন্তু করোনা সংক্রমণ নিয়ন্ত্রিত হয়নি। এবার হাসপাতালের ভেতরে অপর নার্সের কোয়ার্টারে আরও দুজন আক্রান্ত হয়েছেন। এবারের আক্রান্ত নার্স শিউলি দেবের কোয়ার্টারটি হাসপাতালের প্রবেশপথের সংলগ্ন হওয়ার জন্য জনগণের উদ্বেগের মাত্রা বাড়িয়েছে। একাংশের মতে প্রশাসনের পক্ষে এবার সম্পূর্ণ হাসপাতাল এলাকাকে কন্টেনমেন্ট জোনের অধীনে প্রোটেক্টেড করাটা বাঞ্ছনীয়।

কোভিদ-১৯-এর করাল গ্রাস থেকে রক্ষা পেতে সামাজিক দূরত্ব, হ্যান্ড স্যানিটাইজেশন ও মাস্ক ব্যবহার তথা সচেতনার বিকল্প নেই।

ফলে জনগণকে অত্যন্ত সাবধানতার সঙ্গে এই নিয়মগুলো মেনে চলে অতিমারি করোনার ভয়াবহতা থেকে রক্ষা পেতে সকলের প্রতি অনুরোধ জানিয়েছেন কালাইন সিএইচসির ডেপুটি সুপারিনটেনডেন্ট ডা. মৈত্রেয়ী সুর ভৌমিক। বর্তমান কঠিন পরিস্থিতিতে দৈনন্দিন জীবনযাত্রার প্রণালী ও একমাত্র সচেতনতাই অতিমারু করোনা ভাইরাসের আক্রমণ থেকে রক্ষা করা সম্ভব বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন এলাকার অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা।

সব রেকর্ড ভেঙে একদিনে করোনা আক্রান্ত ১,১৯৮

কলকাতা, ১০ জুলাই (হি স): ক্রমাগত লাফিয়ে বাড়ছে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা। সব রেকর্ড ভেঙে গত ২৪ ঘন্টায় করেনা আক্রান্ত ১,১৯৮। শুক্রবার স্বাস্থ্য দফতরের তরফে প্রকাশিত বুলেটিনে এমনটাই জানানো হয়েছে।

স্বাস্থ্য দফতরের বুলেটিনের মাধ্যমে আরও জানা যাচ্ছে ,গত ২৪ ঘন্টায় রাজ্যে নতুন করে করোনা আক্রান্ত হলেন ১,১৯৮ জন। ফলে রাজ্যে সংক্রমিতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল ২৭ হাজার ১০৯ জন। ২৪ ঘণ্টায় রাজ্যে সুস্থ হয়েছেন ৫২২ জন। মোট সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন মোট ১৭, ৩৪৮ জন।সংক্রমিতের নিরিখে এখনও পর্যন্ত ৬৩.৯৯ শতাংশ মানুষ করোনাকে হারিয়ে সুস্থভাবে বাড়ি ফিরেছেন। নতুন করে মৃত্যু হয়েছে ২৬ জনের। রাজ্যে মোট মৃত্যুর সংখ্যা বেড়ে ৮৮০। এই মুহূর্তে বাংলায় কোভিড-১৯ সক্রিয় রয়েছে ৮,৮৮১ জনের শরীরে। রাজ্যে মোট ৫,৯৩,৯৬৭ টি করোনা ভাইরাসের পরীক্ষা করা হয়েছে। গত ২৪ ঘণ্টায় ১০,৬৩৯টি স্যাম্পেল পরীক্ষা করা হয়েছে করোনার।

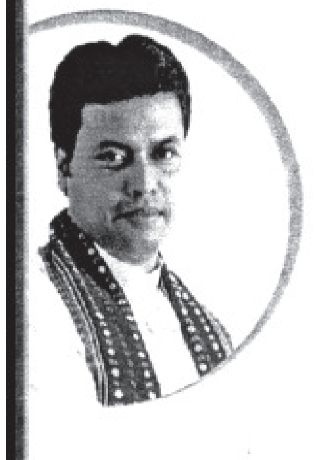

ত্রিপুরা সরকার
গ্রামোন্নয়ন দপ্তর

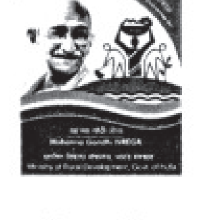

বিজ্ঞপ্তি

রাজ্যের ৮টি ব্লক তথা বামুটিয়া, লেফুঙ্গা, চড়িলাম, মহোনভোগ, মাতাবাড়ী, বোকাফা, খোয়াই ও দুর্গাচৌমুহনীর অন্তর্গত সবগুলো ভিলেজ কমিটি/ গ্রামপঞ্চায়েতে মহাত্মা গান্ধী এন রেগা প্রকল্পের কাজের সাইট পরিচালনার সুবিধার্থে ‘মেইট’ রাখার সিদ্ধান্ত অগ্রণী প্রকল্প হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছে।

উল্লেখিত ব্লকের অধীনে বসবাসকারী এম জি এন রেগার জবকার্ড রয়েছে এমন পরিবারের মহিলা সদস্যারা মেইট এর কাজের জন্য আবেদন করতে পারবেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা ন্যূনতম মাধ্যমিক পাশ, বয়স ১৮-৪৫ বছরের মধ্যে এবং টি আর এল এম/ এন ই আর এল পি’ র স্ব-সহায়ক দলের সক্রিয় সদস্যা হতে হবে। ইচ্ছুক আবেদনকারীকে নিজ নিজ ভিলেজ কমিটি/ গ্রামপঞ্চায়েত অফিসে যোগাযোগ করে সাদা কাগজে উক্ত কাজের জন্য আবেদন পত্র আগামী ২০ শে জুলাই ২০২০ ইং তারিখের মধ্যে জমা করতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

ধন্যবাদান্তে
অতিরিক্ত সচিব
গ্রামোন্নয়ন দপ্তর

ICA-D-260/20

আমার গ্রাম, আমার এম জি এন রেগা

হরেকরকম
হরেকরকম হরেকরকম

সন্তানকে শেখাতে হবে ইন্টারনেটের নিরাপদ ব্যবহার

ইন্টারনেট শিশু-কিশোরদের অবাধ বিচরণ কখনই নিরাপদ নয়। আবার দুই বছর বয়সের শিশুও যেখানে ইউটিউবের ভিডিও না দেখলে কেঁদে পাড়া মাথায় তোলে সেখানে শিশু-কিশোরদের ইন্টারনেট থেকে দূরে রাখাও প্রায় অসম্ভব।তাই প্রযুক্তিনির্ভর এই যুগে বিভিন্ন দুর্ঘটনা বা বিব্রতকর পরিস্থিতি থেকে সন্তান ও নিজেকে বাঁচাতে প্রতিটি অভিভাবককেই কিছু বিষয় জানতে হবে এবং জানাতে হবে সন্তানদেব।অনলাইন নিরাপত্তা-বিষয়ক একটি ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদনের আলোকে জানানো হল সেই বিষয়গুলো সম্পর্কে।নির্ধারিত সময়: সন্তানের ইন্টারনেট ব্যবহারের সময়সীমা নির্ধারণ করে দেওয়ার মাধ্যমে তার দৈনিক 'স্ক্রিন টাইম' নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারবেন, পাশাপাশি সে কী ধরনের 'কনটেন্ট'য়ের সংস্পর্শে আসছে সেদিকেও নজর রাখতে পারবেন।অসংখ্য 'অ্যাপ', 'ব্রাউজার'য়ে এখন বিভিন্ন নামে অপ্রাপ্তবয়স্কদের বিশেষ 'মোড' থাকে। এই 'মোড' আপনার সন্তানকে অযাচিত 'কনটেন্ট'য়ের সংস্পর্শে আসা থেকে বিরত রাখবে। এমনকি তারা ইন্টারনেটে কোন ধরনের 'কনটেন্ট' দেখছে সেটাও আপনি পর্যবেক্ষণ করার সুযোগ পাবেন।সন্তানের কাছে স্মার্টফোন থাকলে কিংবা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে তার 'অ্যাকাউন্ট' থাকলে ইন্টারনেট ব্যবহারের সময় নির্ধারণ ও শিশুবান্ধব 'মোড' ব্যবহার সবার জন্যই উপকারী হবে।সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের গোপনীয়তা পরীক্ষা: আপনার 'টিনএইজ' সন্তানকে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করা থেকে বিরত রাখা এখন আর সম্ভব নয়। যা সম্ভব তা হল, এই মাধ্যমগুলোতে তারা নিজের সম্পর্কে কী তথ্য প্রকাশ করছে এবং তা কতটুকু নিরাপদ সেটা নিজের হাতে যাচাই করা।তবে তা সন্তানকে না জানিয়ে করা ভিন্ন বিপত্তি ডেকে আনতে পারে। তাই সন্তানকে সঙ্গে নিয়েই তার সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের 'প্রাইভেসি সেটিংস' যাচাই করতে হবে। পাশাপাশি এই গোপনীয়তা কীভাবে রক্ষা করতে হয় এবং তা কেনো জরুরি সেটাও সন্তানকে শেখাতে হবে।স্পর্শকাতর তথ্যে নিষেধাজ্ঞা: প্রযুক্তিগত উন্নয়নের সঙ্গে তাল মিলিয়ে বাড়ছে 'হ্যাকিং'য়ের ঝুঁকি। তাই ব্যক্তিগত ও স্পর্শকাতর কোনো কিছুই অনলাইনে প্রকাশ করা নিরাপদ নয়। একজন প্রাপ্তবয়স্ক সেটা জানলেও শিশু-কিশোরদের তা বুঝতে না পারাই স্বাভাবিক। আর একারণেই অনেক কুচক্রি মহল স্পর্শকাতর তথ্য হাতিয়ে নেওয়ার জন্য শিশু-কিশোরদের ব্যবহার করার পায়তারা করে। তাই সন্তানকে এসব ব্যাপারে সাবধান করতে হবে। বাড়ির ঠিকানা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম, বিশেষ কোনো ব্যক্তিগত তথ্য অনলাইনে প্রকাশ করার ঝুঁকি তাদের বোঝাতে হবে।পাসওয়ার্ড: বর্তমান যুগে প্রায় প্রতিটি মানুষের সামাজিক ও পারিবারিক মান-সম্মান, অর্থ-সম্পদ, ব্যক্তিগত জীবন ইত্যাদির একমাত্র নিরাপত্তা হল এক বা একাধিক পাসওয়ার্ড।এক পাসওয়ার্ড বিভ্রাট একজন মানুষের জীবনকে দুর্বিসহ করে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট। তবে আপনার সন্তান এই পাসওয়ার্ডের গোপনীয়তার গুরুত্ব পুরোপুরি অনুধাবন করতে নাও পারে। বিশেষ সতর্ক থাকতে হবে ব্যাংকের 'ডেবিট' কিংবা 'ক্রেটিড' কার্ডের পাসওয়ার্ডের ক্ষেত্রে।অনলাইন গেইমস খেলতে গিয়ে 'ইন-অ্যাপ-পারচেজ'য়ের মাধ্যমে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থেকে মোটা অংকের অর্থ খরচ করে ফেলার ঘটনা অহরহ ঘটছে। অনলাইনে কেনাকাটার ওয়েবসাইটগুলোর তাদের একা ব্যবহার করতে দেওয়া যাবে না। অভিভাবকরা এসব ক্ষেত্রে 'টু ফ্যাক্টর অথেনটিফিকেইশন' ব্যবহার করতে পারেন।ওয়াইফাই'য়ের নিরাপত্তা: বাসার ওয়াইফাই'তে অবশ্যই শক্ত পাসওয়ার্ড ব্যবহার করা উচিত। সন্তানদের শেখাতে হবে নিরাপদ 'নেটওয়ার্ক'য়ের আওতাভুক্ত ইন্টারনেট ব্যবহার করার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে। পাশাপাশি 'অ্যাপ ডাউনলোড' ও বিভিন্ন ওয়েবসাইট দেখার আগে ইন্টারনেটের উৎসটি নির্ভরযোগ্য কি-না সেটা নিজে যেমন যাচাই করবেন, সন্তানদেরও তা করার শিক্ষা দিতে হবে।দিনশেষে সবচাইতে জরুরি বিষয় হল পরিবারের ছোটদের ইন্টারনেট ব্যবহারে দায়িত্বশীল করে তোলা। অন্যথায় যতই নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হোক না কেনো বিপদের আশঙ্কা থেকেই যাবে।'সাইবারবুলিইং' কী তা আপনার সন্তানকে বোঝাতে হবে। কারও সঙ্গে 'সাইবারবুলিইং' না করার শিক্ষা দিতে হবে। পাশাপাশি এর শিকার হলে তা সামলানোর পথও দেখাতে হবে।

উজ্জ্বল ত্বকের জন্য কফি

ক্লান্তি যেমন কাটায় তেমনি ত্বকের মলিনভাব দূর করতেও কফি ব্যবহার করা যায়।রূপচর্চা-বিষয়ক একটি ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদন থেকে ত্বক সুস্থ রাখাতে কফির নানাবিধ ব্যবহার সম্পর্কে জানানো হল।উজ্জ্বল ও ব্রণ মুক্ত ত্বকের জন্য কফির মাস্ক-ত্বক পরিষ্কার রাখতে এই প্যাক জরুরি। এটা ত্বককে ব্রেকআউট থেকে রক্ষা করে, দাগ হালকা করে ও ত্বক মসৃণ করে উজ্জ্বল খাতে সহায়তা করে।উপকরণ: এক টেবিল-চামচ কফির গুঁড়া। এক চা-চামচ হলুদের গুঁড়া। এক টেবিল-চামচ দই।পদ্ধতি: সকল উপাদান মিশিয়ে মিহি পেস্ট তৈরি করুন। সারা মুখে প্যাকটি মেখে ২০ মিনিট অপেক্ষা করুন। শুকিয়ে আসলে ঠাণ্ডা পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলুন। বয়সের ছাপ কমাতে কফি-ত্বক প্রাকৃতিকভাবে আর্দ্র রাখতে কফি কার্যকর। এটা বয়সের ছাপ, বলিরেখা, শুষ্কতা ও দাগছোপ কমাতে সহায়তা করে।উপকরণ: এক টেবিল-চামচ কফি গুঁড়া। এক টেবিল-চামচ মধু।পদ্ধতি: দুইটি উপকরণ একসঙ্গে মিশিয়ে মুখে ব্যবহার করুন। আলতো করে গোলাকারভাবে ত্বক মালিশ করুন এবং ২০ মিনিট অপেক্ষা করুন। এরপর মৃদু ফোমিং ফেইস ওয়াশ ব্যবহার করে ঠাণ্ডা পানি দিয়ে মুখ ধুয়ে ফেলুন।উজ্জ্বল ত্বকের জন্য কফি-কফির গুঁড়া ত্বকের জন্য উপকারী। এটা ত্বক মসৃণ, টানটান, আর্দ্র ও উজ্জ্বল করতে সহায়তা করে। এটা ত্বকের লোম, শরীরের সেলুলাইট এমনকি ত্বকের মৃত কোষ ও ব্ল্যাক হেডস দূর করতে সাহায্য করে।উপকরণ: তিন টেবিল-চামচ বাদামি চিনি। তিন টেবিল-চামচ কফির গুঁড়া। তিন টেবিল-চামচ নারিকেল তেল।উপকরণ: সব উপকরণ মিশিয়ে মিশ্রণ তৈরি করুন এবং গোসলের সময় ব্যবহার করুন। শরীর ভেজা অবস্থায় এই প্যাক দিয়ে সারা শরীর স্ক্রাব করে নিন। স্ক্রাবার দিয়ে গোলাকারভাবে ত্বক মালিশ করুন। চাইলে গোসলের সময় সাবান ব্যবহারের আগে বা পরে যে কোনো সময়েই এই স্ক্রাব ব্যবহার করতে পারেন।

লকডাউনে শিশুর অ্যালার্জি সামলাতে

ঘরে থাকলেও নানান কারণে অ্যালার্জি হতে পারে।পরিবারের শিশুরা সবার চোখের মনি, তাদের সুস্থতা নিয়ে সবাই চিন্তিত থাকেন, বিশেষ করে বাবা-মা। বাইরের খাবার খাওয়া, খেলতে গিয়ে ব্যথা পাওয়া, অন্য অসুস্থ শিশুর সংস্পর্শে এসে রোগাক্রান্ত হওয়া ইত্যাদি নানান দুশ্চিন্তা ভোগায় প্রতিনিয়ত।তবে বর্তমান সময়ে ঘরের বাইরে যাওয়া যখন বন্ধ তখন অনেক দুশ্চিন্তাই হয়ত কমেছে, তাই বলে ঘর কি পুরোপুরি নিরাপদ?সব বয়সের মানুষের সাধারণ একটি সমস্যা অ্যালার্জি, যা শিশুদের জন্য একটু বেশিই জটিল। অ্যালার্জির কারণগুলো ঘরের বাইরেই বেশি। তবে ঘরে যে একেবারে নেই তা কিন্তু নয়।স্বাস্থ্যবিষয়ক একটি ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদনে ভারতের ফোর্টিস মেমোরিয়াল রিসার্চ ইনস্টিটিউট'য়ের 'পেডিয়াট্রিকস অ্যান্ড পিআইসিইউ' বিভাগের পরিচালক ও বিভাগীয় প্রধান ডা. ক্রিশান চাগ বলেন, "সবাই ঘরে থাকার কারণে রান্নার পরিমাণ যেমন বেড়েছে তেমনি দরজা-জানালা বন্ধ রাখার প্রবণতার সামান্য ঊর্ধ্বমুখী। ঘর পরিচারিকাদের আসা-যাওয়া কমায় ঝাড় দেওয়া, মোছা ইত্যাদি কমেছে। এই সামান্য বিষয়গুলোও আপনার সন্তানের অ্যালার্জির কারণ হতে পারে।"তিনি আরও বলেন, "অ্যালার্জির সাধারণ উপসর্গ হল হাঁচি, নাক দিয়ে পানি আসা, চুলকানি। এসময় শিশুদের মুখ, নাক ইত্যাদি স্পর্শ করতে বাধা দেওয়া হয় যা তাদের বিরক্তি বাড়ায়। আর শিশুদের অ্যালার্জি হলে চিকিৎসকের পরামর্শ মাফিক দ্রুত ওষুধ দেওয়া বেশি জরুরি। অন্যথায় পরিস্থিতি আরও জটিল হবে, প্রয়োজন হবে কড়া ওষুধের, নিতে হতে পারে হাসপাতাল কিংবা ক্লিনিকে। এই মহামারির সময়ে যার সবগুলোই অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ। অনেকেই মনে করেন বছরে একবার টিকা দিলে অ্যালার্জির সমস্যা থেকে নিশ্চিন্ত হওয়া যায়, তবে তা পুরোপুরি সঠিক নয়।"সন্তানের অ্যালার্জির কারণ সম্পর্কে সুনিশ্চিত জ্ঞান থাকার ওপর জোর দিয়েছেন এই চিকিৎসক। আর এখন বর্ষাকাল, বৃষ্টিতে স্যাঁতসেঁতে পরিবেশ সৃষ্টি হবে ছত্রাক, মশা অন্যান্য পোকার উপদ্রব বাড়বে। তাই এসময় বাড়তি সতর্ক থাকা জরুরি।আবার ঘরে পর্যাপ্ত বাতাস চলাচলের সুবিধা না থাকলে অ্যালার্জি সৃষ্টিকারী উপাদান ঘরেই ভেসে বেড়াবে লম্বা সময়। তাই সবসময় দরজা-জানালা বন্ধ করে রাখাও অনুচিত।স্বাস্থ্যবিধি মেনে বাসার ছাদে কিংবা উঠানে শিশুদের খোলা বাতাসে কিছুক্ষণ ঘোরাফেরা করানো উচিত নিয়মিত, পরামর্শ দেন ডা. চাগ। খাবারে অ্যালার্জির ক্ষেত্রে পরিবারের প্রতিটি সদস্যের জানা উচিত শিশুদের কোনো খাবারে অ্যালার্জি আছে কি-না। ওষুধ দেওয়া অ্যালার্জির সাধারণ ওষুধ সম্পর্কে অনেকে অবগত।তবে ডা. চাগ বলেন, "সঠিক ওষুধ জানা থাকলেও কতটুকু ওষুধ খাওয়াতে হবে সেখানে বেশিরভাগ মানুষই গোলমাল বাঁধিয়ে বসেন। আবার কতটুকু সময়ের ব্যবধানে ওষুধ দিতে হবে সেখানেও ভুল হয় হরহামেশাই। এই দুটো বিষয় অবহেলা করলে বড় সমস্যা দেখা দিতে পারে।"তাই নিজের ডাক্তারি না করে বরং বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিয়েই ওষুধ প্রয়োগ করতে হবে।

অতিরিক্ত পরিষ্কার থাকা কি রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমায়?

অনেকেই মনে করেন পরিবেশের ওপর রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা নির্ভর করে।করোনাভাইরাস পরিস্থিতি মোকাবেলায় বর্তমানে সবাই সর্বোচ্চ চেষ্টা করছেন নিজেকে এবং আশপাশের পরিবেশ পরিষ্কার রাখতে। বিশেষত, জীবাণুমুক্ত রাখতে।হাত ধোয়া কিংবা স্যানিটাইজার ব্যবহার করা, মাস্ক, পিপিই, সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা ইত্যাদিতে কমবেশি সবাই ব্যতিব্যস্ত।এদের মধ্যে কিছু মানুষ করোনাভাইরাস নিয়ে একটু বেশিই আতঙ্কিত। বাড়তি এই আতঙ্ক শরীর ও মনের ওপর ধকল ফেলে, যার ফলাফল হিসেবে শরীরে তৈরি হয় 'কর্টিসল' হরমোন।এই হরমোনটাই আবার শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাকে দুর্বল বানাতে পারে, বাড়াতে পারে সংক্রমণের আশঙ্কা, দাবি বিশেষজ্ঞদের।স্বাস্থ্যবিষয়ক একটি ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদনে যুক্তরাষ্ট্রের মিশিগানে অবস্থিত বিউমন্ট হাসপাতালের 'অ্যালার্জি অ্যান্ড ইমিউনোলজি' ও সংক্রমক রোগ বিশেষজ্ঞ ডা. কার্ল বি লুথার বলেন, "যদিও আমরা বিশ্বাস করি জন্মের সময় কিংবা শিশুকাল থেকেই পরিবেশ এবং সংক্রমক রোগের সংস্পর্শে আসার ওপর আমাদের রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থায় প্রভাব রাখে।""বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থাও বৃদ্ধি পায় আর পরিবেশের প্রভাব কমতে থাকে।"রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাকে শক্তিশালী রাখতে চাই স্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস, নিয়মিত শরীরচর্চা, ধূমপান ও মদ্যপান বর্জন এবং প্রতিদিন সাত থেকে আট ঘণ্টার নির্ভেজাল ঘুম।এই বিষয়গুলোর কোনো একটায় ঘাটতি থাকলে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার পাশাপাশি সার্বিক স্বাস্থ্যহানী হবেই।স্বাস্থ্যবিধির প্রচলিত ধারণা-শৈশবে প্রতিটি শিশু প্রচুর রোগজীবাণুর সংস্পর্শে আসার কারণে পরে তাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা শক্তিশালী হয়। প্রচলিত এই ধারণা মানেন অনেকেই।এই ধারণা প্রতিষ্ঠা পায় ১৯৮০ সালের এক গবেষণায়। যেখানে দেখানো হয় যেসব শিশু অতিরিক্ত পরিচ্ছন্ন পরিবেশে থাকে তাদের জ্বর, অ্যাজমাসহ অন্যান্য রোগ হওয়ার সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়।ডা. লুথার বলেন, "যদিও বৈজ্ঞানিক তথ্য দেখায় যে, শিশুকালে আমাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতায় পরিবেশ দারুণভাবে প্রভাব রাখে। যার ফলে বড় বেলায় সেটা নিয়ে চিন্তার কিছু থাকে না।""তবে এই ধারণা থাকলে সেটা ত্যাগ করুন। মাস্ক পরা এবং হাত ধোয়ার কোনো বিকল্প হতে পারে না।"তিনি আরও বলেন, "আপনার যদি শিশু সন্তান থাকে আর তার রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা নিয়ে চিন্তিত হন তবে এখন তাকে বের হতে দিয়েন না। বর্তমানে সন্তানকে নিরাপদ রাখার সবচেয়ে ভালো পন্থা হল বাইরে বের না হওয়া।""সাধারণভাবে ধারণা করা হয় অতিরিক্ত পরিষ্কার থাকার বিষয়টা একটা দোষের। তাই শিশুদের বাইরে নিয়ে গেলে পরিবেশের প্রভাব থেকে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়বে- এই ধারণাটা বর্তমান পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খায় না। পুরো বিষয়টাই 'কমনসেন্স'য়ের ব্যাপার।"পাশাপাশি অতিরিক্ত পরিচ্ছন্নতা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার জন্য ক্ষতিকর হতে পারে এমন ধারণার পক্ষেও কোনো বৈজ্ঞানিক তথ্য নেই।অনেক বিশেষজ্ঞ বলেন, 'অতিরিক্ত পরিচ্ছন্নতা'র ধারণা কারও মাথায় থাকা হতে পারে বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হওয়া পরোক্ষ কারণ।আসল বিষয় হল -শরীরচর্চা, পর্যাপ্ত ঘুম, পুষ্টিকর খাবার খাওয়া রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়। ডা. লুথার পরামর্শ দেন, "যদি রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে চান তবে নিরাশ হওয়া যাবে না।" তিনি আরও বলেন, "চিকিৎসকের পরামর্শে 'সাপ্লিমেন্ট' গ্রহণ করা বা বিশেষ খাদ্যাভ্যাসে অভ্যস্ত হওয়া অন্য বিষয়।" "তবে কোনো বিজ্ঞাপনে যদি দেখেন কোনো বিশেষ জিনিস রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করবে তবে বুঝে নেবেন অবশ্যই সেটা মিথ্যা। কোনো একটা বা দুটো জিনিস সার্বিক রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায় না।"এই চিকিৎসকের পরামর্শ হল, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার ওপর পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা প্রভাব নিয়ে দুঃশ্চিন্তা করা বন্ধ করে বরং কীভাবে সুস্থ থাকা যায় সেদিকে বেশি নজর দিতে হবে।তাই সাধারণ নিরাপত্তার বিষয়গুলো অবশ্যই মানতে হবে।বায়ুদূষণের মাত্রা ও তার ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে জানার পরও কজনই বা মুখে মাস্ক পরতেন? গণপরিবহনের প্রতিটি অংশই যে নোংরা সেটা খালি চোখেই দেখা যেত, তবে কখনও কি আমরা সেই ময়লা থেকে বাঁচতে গ্লাভস পরেছি?ডা. লুথার বলেন, "তারপরও আমরা বেঁচে আছি কারণ আমাদের শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা ওই রোগজীবাণুকে পরাস্ত করতে জানে।""তবে করোনাভাইরাস তার কাছে অপরিচিত। তাই 'অতিরিক্ত পরিচ্ছন্নতা'র বলে কিছু নেই, অন্তত করোনাভাইরাসের জন্য।"তাই মাস্ক ব্যবহার, নিজের পরিচ্ছন্নতা রক্ষা, জীবাণুমুক্ত থাকার অভ্যাস গড়ে তোলা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার জন্য ক্ষতিকর নয়। বর্তমান মহামারীর সময়ে প্রতিরক্ষার জন্য এগুলোই সবচেয়ে ভালো পন্থা।

ধূমপান ত্যাগে বাধা নিঃসঙ্গতা

ধূমপানের অভ্যাস ত্যাগ করার পথে বড় ধরনের বাধা হয়ে দাঁড়ায় একাকিত্ব।নতুন এক গবেষণায় পাওয়া ধূমপান আর নিঃসঙ্গতার মধ্যকার সম্পর্কের ভিত্তিতে এই দাবি করছেন গবেষকরা।এই গবেষণার জন্য নয়া এক পদ্ধতি বেছে নেন গবেষকরা, যার নাম 'মেন্ডেলিয়ান র‌্যান্ডমাইজেশন'।এই পদ্ধতি কয়েক হাজার অংশগ্রহণকারীর জীনগত বৈশিষ্ট্য ও তার পরিসংখ্যান পর্যালোচনা করে। আর তাতে দেখা যায় নিঃসঙ্গতা ধূমপানের প্রধান কারণগুলোর মধ্যে শীর্ষস্থানীয়।গবেষণার সহ-লেখক, যুক্তরাজ্যের ইউনিভার্সিটি অফ ব্রিস্টল'য়ের রবিন উটন বলেন, "একাকিত্ব যে ধূমপানের মাত্রা বাড়ায় তার প্রমাণ আমরা পেয়েছি। শুধু তাই নয়, ধূমপান শুরু করা এবং তা ছাড়া আরও কঠিন করে তোলার পেছনেও এই নিঃসঙ্গতার ভূমিকা বড় মাপের। অর্থাৎ, এক নিঃসঙ্গতার কারণে একজন অধূমপায়ীর ধূমপানে আসক্ত হওয়া, ধূমপানের মাত্রা বেড়ে যাওয়া এবং তা কমানো বা ছেড়ে দেওয়া সবকিছুই হয়ে ওঠে দুঃসাধ্য, আর এর সবগুলোর পক্ষেই প্রমাণ আছে।"বর্তমান লকডাউনেও এই প্রভাব বিদ্যমান। বিশেষজ্ঞদের করা পরিসংখ্যান মতে, পুরো যুক্তরাজ্য জুড়ে প্রায় ২২ লাখ মানুষ লকডাউনের আগে যে পরিমাণ ধূমপান করত, এখন তার থেকে অনেক বেশিমাত্রায় ধূমপান করছে। পাশাপাশি একই কারণে নতুন ধূমপায়ীর সংখ্যা বেড়েছে।গবেষণার জ্যেষ্ঠ লেখক ডা. জোরিয়েন ট্রিউর বলেন, "আমরা গবেষণায় জেনেছি, ধূমপানের কারণে নিঃসঙ্গতা আরও বাড়ায়, যা আরও ভয়ানক। সাম্প্রতিক সময়ের আরেক গবেষণায় আমরা দেখেছিলাম ধূমপান মানসিক স্বাস্থ্যের অবনতির উল্লেখযোগ্য একটি কারণ। সেই হিসেবে ধূমপান নিঃসঙ্গতা বাড়ানোর ব্যাপারটা মেলে।"যুক্তরাজ্যের 'অফিস ফর ন্যাশনাল স্ট্যাটিসটিকস (ওএনএস)'য়ের প্রতিবেদন অনুযায়ী, যুক্তরাজ্যে লকডাউনের প্রথম মাসেই প্রায় ৭৪ লাখ মানুষ জানিয়েছে তাদের ভালো থাকার ওপর গুরুতর ক্ষতির শিকার হয়েছে একাকিত্বের কারণে।এই নিঃসঙ্গ মানুষগুলোকে নিজেকে সামলানোর উপায় খুঁজতে ব্যাপক সংগ্রামের মধ্য দিয়ে যেতে হয়। আর বিপদের সময় কারও আশ্রয় পাওয়া যাবে এমন ভাবনাও তাদের কম।উটন বলেন, "করোনাভাইরাসের প্রভাবে চলা লকডাউনের কারণে ধূমপান ও মদ্যপানের ক্ষতিকারক দিকের অনেক কিছুই আমাদের দেখা এখনো বাকি রয়ে গেছে।"যেসব ধূমপায়ী নিঃসঙ্গতায় ভুগছেন তাদের প্রতি সহমর্মী হয়ে ধূমপান ছাড়ার পাশাপাশি তাদের একাকিত্ব দূর করার আহ্বান জানায় এই গবেষণা।

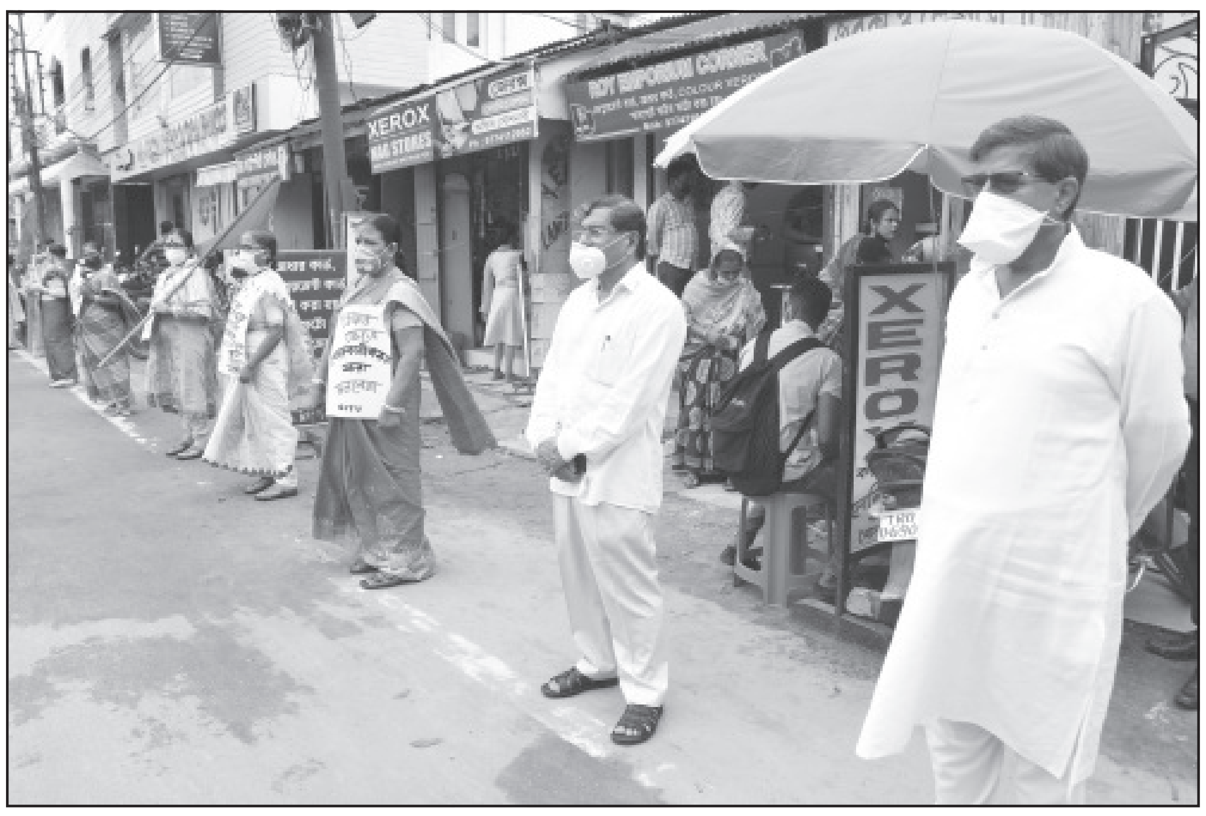

শুক্রবার বিভিন্ন দাবিতে আগরতলায় টিআইটিইউ প্রতিবাদ কর্মসূচি। ছবি- নিজস্ব।

২৪ ঘন্টায় মৃত্যু ৪৭৫ জনের, ভারতে করোনা-মুক্ত ৪,৯৫,৫১৩ : স্বাস্থ্য মন্ত্রক

নয়াদিল্লি, ১০ জুলাই (হি.স.): সময় যত যাচ্ছে, পরিস্থিতি ক্রমশই খারাপ হয়ে উঠছে। কোনও ভাবেই সংক্রমণ ও মৃত্যুতে রাশ টানাই যাচ্ছে না। ভারতে বিগত ২৪ ঘন্টায় (বৃহস্পতিবার সারাদিনে) নতুন করে কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে ৪৭৫ জনের মৃত্যু হয়েছে। এই সময়ে ভারতে নতুন করে সংক্রমিত হয়েছেন ২৬,৫০৬ জন। শুক্রবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ২১,৬০৪ জন এবং সংক্রমিত ৭,৯৩,৮০২ জন। এখনও পর্যন্ত করোনা-মুক্ত হয়েছেন ৪,৯৫, ৫১৩ জন। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের রিপোর্ট অনুযায়ী, শুক্রবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা ৭,৯৩,৮০২ জন (সক্রিয় করোনা রোগী ২,৭৬, ৬৮৫)। এখনও পর্যন্ত গোটা দেশে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ২১,৬০৪। এর মধ্যেই চিকিৎসায় সুস্থ হয়ে উঠেছেন ৪,৯৫,৫১৩ জন। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক বুলেটিনে জানিয়েছে, ২১,৬০৪ জনের মধ্যে অন্ধ্রপ্রদেশে ২৭৭ জনের মৃত্যু হয়েছে, অরুণাচল প্রদেশে দু"জন, অসমে ২২ জন, বিহারে ১১৫ জনের, চন্ডীগড়ে ৭ জন, ছত্তিশগড়ে ১৫ জন, দিল্লিতে ৩, ২৫৮ জনের, গোয়া ৯ জন, গুজরাটে ২০০৮ জনের, হরিয়ানায় ২৮৭ জনের, হিমাচল প্রদেশে ১১ জনের, জম্মু-কাশ্মীরে ১৫৪ জনের, ঝাড়খণ্ডে ২৩ জনের, কর্ণাটকে ৪৮৬ জন প্রাণ হারিয়েছেন, কেরলে ২৭ জন, লাদাখে একজন, মধ্যপ্রদেশে ৬২৩৪ জন, মহারাষ্ট্রে ৯,৬৬৭ জনের মৃত্যু হয়েছে, মেঘালয়ে দু"জন, ওড়িশায় ৫২ জনের, পুদুচেরিতে ১৪ জন, পঞ্জাবে ১৮৩ জন, রাজস্থানে ৪৯১ জনের, তামিলনাড়ুতে ১,৭৬৫ জন, তেলেঙ্গানায় ৩৩১ জন, ত্রিপুরায় একজন, উত্তরাখণ্ডে ৪৬ জন, উত্তর প্রদেশে ৮৬২ জন এবং পশ্চিমবঙ্গে ৮৫৪ জন প্রাণ হারিয়েছেন। মহারাষ্ট্র, দিল্লি, তামিলনাড়ু, পশ্চিমবঙ্গ-এই সমস্ত রাজ্যগুলিতে করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা সর্বাধিক এবং প্রতিদিনই লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে। মহারাষ্ট্রে আক্রান্তের সংখ্যা ২,৩০,৫৯৯-এ পৌঁছেছে। দিল্লিতে আক্রান্ত ১০,৭০, ৫১, গুজরাটে ৩৯,১৯৪, পশ্চিমবঙ্গে আক্রান্তের সংখ্যা ২৫,৯১১, উত্তর প্রদেশে ৩২,৩৬২ এবং তামিলনাড়ুতে মোট করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা ১২,৬৫,৮১।

করোনাভাইরাসে আক্রান্ত বলিভিয়ার প্রেসিডেন্ট

ব্রাসোলিয়া, ১০ জুলাই (হি. স.): ব্রাজিলের প্রেসিডেন্ট জাইর বোলসোনারোর পরে আরও এক রাষ্ট্রপ্রধানের শরীরে থাবা বসাল করোনাভাইরাস। বলিভিয়ার অন্তর্বর্তীকালীন প্রেসিডেন্ট জিনাইন আনেজ নিজেই টুইটারে করোনা পজিটিভ হওয়ার কথা জানিয়েছেন।

টুইটারে তিনি লিখেছেন, 'কোভিড-১৯ পরীক্ষায় আমার ফল পজিটিভ এসেছে, আমি ভাল আছি। আইসোলেশনে থেকে আমি কাজ করে যাবো।' লাতিন আমেরিকার অন্যতম দেশ বলিভিয়ায় এখনও পর্যন্ত মারণ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ৪৪ হাজার ১১৩ জন। মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছেন এক হাজার ৬৩৮ জন। সুস্থ হয়েছেন ১৩ হাজার ৩৫৪ জন আর দেশে সক্রিয় করোনা রোগীর সংখ্যা ২৯ হাজার ১২১ জন। সম্প্রতি দেশের চার মন্ত্রীর শরীরে করোনাভাইরাস শনাক্ত হয়। তার মধ্যে অন্যতম হলেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী মারিয়া ইডি রোকা। সতীর্থ চার মন্ত্রী করোনায় আক্রান্ত হওয়ার পরেই নিজের করোনার নমুনা পরীক্ষা করান বলিভিয়ার প্রেসিডেন্ট জিনাইন আনেজ। বৃহস্পতিবারই সেই নমুনা পরীক্ষার রিপোর্টে তাঁর শরীরে করোনা পজিটিভ ধরা পড়েছে।

দেশে সাধারণ নির্বাচন হতে আর দুই মাসও বাকি নেই। তার মধ্যেই দেশের অন্তর্বর্তীকালীন প্রেসিডেন্টের করোনায় আক্রান্ত হওয়া বড় ধাক্কা বলে মনে করছেন রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকরা। করোনা আবহের মধ্যে সেপ্টেম্বরে দেশে ভোট করানোর সিদ্ধান্ত নিয়ে আপত্তি জানিয়েছিলেন জিনাইন আনেজ। হিন্দুস্থান সমাচার / সোনালি

নেপালে প্রবল বর্ষণে ভূমিধস, গণ্ডকী অঞ্চলে মৃত্যু ১০ জনের

কাঠমাণ্ডু, ১০ জুলাই (হি.স.): সারারাত প্রবল বর্ষণের জেরে একাধিক ভূমিধসে নেপালের গণ্ডকী অঞ্চলের কাসকি ও লামজুং জেলায় মৃত্যু হয়েছে ১০ জনের। কাসকি পুলিশের বিএসপি সুবাস হামাল জানিয়েছেন, শুক্রবার ভোররাত ২.৩০ মিনিট নাগাদ পোখারা মেট্রোপলিটন সিটির সারাংকোট গোথাডিতে ভূমিধসের জেরে একটি বাড়িতে ধস নামে, এই ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে তিনটি শিশু-সহ পাঁচজনের। এছাড়াও ১০ জন আহত হয়েছেন। জন্মদিন উপলক্ষ্যে ওই বাড়িতে সকলে উপস্থিত ছিলেন, ভোররাতে আচমকাই বাড়িটিতে ধস নামে।

এছাড়াও পোখারা-২৫-এর হেমজায় একজনের মৃত্যু হয়েছে এবং পোখারা-২৬-এর পৈইতেদগুতে ভূমিধসে একজনের মৃত্যু হয়েছে। লামজুংয়ে প্রবল বৃষ্টির জেরে ভূমিধসে মৃত্যু হয়েছে একই পরিবারের তিনজন সদস্যের। বৃহস্পতিবার রাত দশটা নাগাদ লামজুংয়ের বেসিসহর মিউনিসিপ্যালিটিতে এই মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটেছে।

বিকাশ দুবের এনকাউন্টার নিয়ে মুখ খুললেন অনুব্রত মণ্ডল

বোলপুর, ১০ জুলাই (হি. স.) : উত্তরপ্রদেশে কয়েক দশক ধরে নানান কুখ্যাত দুষ্কৃতীদের কার্যকলাপ বারংবার সংবাদ শিরোনামে উঠে এসেছে। আর এবারও উত্তরপ্রদেশ দেশের সংবাদ শিরোনামে স্থান পেয়েছে কুখ্যাত ডন বিকাশ দুবের এনকাউন্টারকে কেন্দ্র করে। দিন কয়েক আগেই এই বিকাশ দুবে মাওবাদী অপারেশনের ধাঁচে ডেপুটি সুপারিন্টেন্ডেড সহ আট পুলিশকর্মীকে খুন করে। তারপর থেকেই চলছিল তার তল্লাশি। দুদিন আগে তার ছায়াসঙ্গী অমরকে পুলিশ এনকাউন্টার করে। তারপর গতকাল কুখ্যাত এই ডন বিকাশ পুলিশের হাতে আসে। হাতে আসার ২৪ ঘন্টা পেরোতে না পেরোতেই খবর আসে এনকাউন্টারে মারা গেছেন বিকাশ দুবে। আর এই বিকাশ দুবের এনকাউন্টার নিয়ে এবার মুখ খুলতে দেখা গেল বীরভূম জেলা তৃণমূল সভাপতি অনুব্রত মণ্ডলকে।

শুক্রবার বোলপুরে তৃণমূলের আলোচনা সভা শেষে অনুব্রত মণ্ডল জানান, "ও গতকাল যখন সকাল ৬ টায় ধরা পরে তখনই আমি বিদ্যুৎকে বলছিলাম আগামীকাল ৮ টা পেরোবে না। ওকে এনকাউন্টার করে দেবে। না হলে বিজেপির অনেক মহারথী জড়িয়ে যেত। যখন ৯০ সালে বিজেপির সরকার ছিল, যখন ও বিজেপির একটা মন্ত্রীকে মারলো তখনই যদি ওর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতো তাহলে বিকাশ দুবে আজ বিকাশ দুবে হতো না। সম্পূর্ণটাই বিজেপি প্রশ্রয়ে হয়েছে। বিজেপির অনেক বড় বড় নেতার নাম বেরিয়ে যেত যারা বুথ দখল করতে বলতো, মারতে বলতো। ওকে যদি বাঁচিয়ে রাখতো উত্তর প্রদেশের সরকার পড়ে যেত। আর বিকাশ দুবেও বোকা লোক। ও কিনা পুলিশের কাছে স্যারেন্ডার করতে গেল। স্যারেন্ডার করতে হলে আদালতে করতে হতো। কোর্টে স্যারেন্ডার করলে ওকে তো জানে মারতে পারত না।" প্রসঙ্গত, উত্তরপ্রদেশের কানপুরের এই কুখ্যাত ডন বিকাশ দুবের হাতে উত্তরপ্রদেশের হেভিওয়েট বিজেপি নেতা সন্তোষ শুক্ল খুন হন ২০০১ সালে। এই খুনের পিছনে রাজনৈতিক রোষ, মত রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদের। কারন ৯৬-এর ভোটেও সন্তোষের বাহিনীর কাছে জোর ধাক্কা খেতে হয়েছিল বিকাশকে। ফলে পুরনো আক্রোশের জেরেই সন্তোষ শুক্লকে খুন হতে হয়েছিল বলে মনে করা হয়েছিল।

করোনা আক্রান্ত গাজোল ব্লক দফতরের এক আধিকারিক

গাজোল, ১০ জুলাই (হি. স.) : মালদার গাজোল ব্লক দফতরের এক আধিকারিক করোনা আক্রান্ত। শুক্রবার এখবর আসতেই চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে গোটা গাজোলে। খবর ছড়িয়ে পড়তেই শুনসান হয়ে যায় বিডিও অফিস চত্বর। যদিও বিডিও সহ অন্যান্য আধিকারিক এবং কর্মীরা যথারীতি উপস্থিত ছিলেন দফতরে।

সমস্ত রকম সাবধানতা অবলম্বন করে এদিন তাঁরা কাজ করেছেন। বিডিও উষ্ণতা মোক্তান বলেন, এদিন আমার দপ্তরের এক কর্মীর করোনা আক্রান্ত হওয়ার খবর এসেছে। তবে বেশ কিছুদিন ধরেই তিনি ছুটিতে রয়েছেন। আমরা আমাদের দপ্তরের কর্মীদের জন্য সমস্ত ধরনের সাবধানতা অবলম্বন করেছি। এবার থেকে নতুন করে আরও কিছু বিধিনিষেধ আরোপ করা হবে। গাজোল ব্লক দপ্তরের যিনি আক্রান্ত হয়েছেন, তার বাড়ি দক্ষিণ দিনাজপুরের কুমারগঞ্জ থানা এলাকার গোপালগঞ্জ বালুপাড়া এলাকায়। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, ২৬ জুন থেকে ছুটিতে ছিলেন তিনি। গত শুক্রবার দাঁতের সমস্যা থাকায় তার দাঁত তোলা হয়। এরপর থেকেই অসুস্থ হয়ে পড়েন তিনি। জ্বরে ভুগতে থাকেন তিনি। পরিবারের পক্ষ থেকে মঙ্গলবার স্থানীয় কিষাণ মান্ডিতে তাঁর লালা পরীক্ষা করার জন্য দেওয়া হয়। রিপোর্ট পজিটিভ আসায় গতকালই তাঁকে বালুরঘাটের কোভিড হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। তবে গতকাল থেকে অনেকটাই সুস্থ রয়েছেন তিনি। জ্বর প্রায় কমেই গিয়েছে। খাওয়া-দাওয়াও করছেন। এদিন পরিবারের অন্যান্যদের লালা সংগ্রহ করা হবে। বিডিও আরও বলেন, প্রতিদিন বহু রকম সমস্যা নিয়ে সাধারণ মানুষ এখানে আসছেন। তাঁদের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ হচ্ছে আমাদের। যদিও ব্লক দপ্তরের প্রবেশ পথে বসানো হয়েছে স্যানিটাইজার চ্যানেল মেশিন, তবুও আমরা আরও বেশকিছু সুরক্ষার উপর জোর দিচ্ছি। যে সমস্ত মানুষ ব্লক দপ্তরে আসছেন, তাঁদের মাস্ক পরা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

ব্লক অফিস সূত্রে জানা গিয়েছে, মাস্ক ছাড়া গেট দিয়ে কেউ প্রবেশ করতে পারবে না। একসঙ্গে বেশি জমায়েত করা যাবে না। এরকম বেশ কিছু পদক্ষেপ করা হয়েছে। বিডিও বলেন, সাধারণ মানুষকে আমরা বলছি আতঙ্কে নয়, সতর্ক থাকুন। আমাদের দপ্তরের যিনি আক্রান্ত হয়েছেন, আশা করছি দ্রুত সুস্থ হয়ে তিনি আবার কাজে যোগ দেবেন। আধিকারিকের করোনা আক্রান্তের খবর ছড়িয়ে পড়তেই এদিন বিডিও অফিসের চেনা ভিড়টা উধাও হয়ে যায়। গোটা বিডিও অফিস চত্বর শুনসান হয়ে যায়। গুটিকয়েক মানুষকে চ্যানেলের ভেতর ভালোভাবে স্যানিটাইজ করে ভেতরে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হয়। মাস্ক ছাড়া কাউকেই ভেতরে প্রবেশ করতে দেওয়া হচ্ছে না। তবে যেহেতু ওই আধিকারিক বেশ কিছুদিন ধরে বাড়িতেই ছিলেন, তাই ব্লক দপ্তরের অন্যান্য কর্মীরা ততটা আতঙ্কিত নয়। তাঁরা সকলেই চাইছেন, দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠুক তাঁদের সহকর্মী।

শুক্রবার জৈন উদ্যোগে কর্মীদের বিক্ষোভ সহকর্মীদের ছাটাইয়ের প্রতিবাদে। ছবি ঃ নিজস্ব

উত্তরপূর্বে প্রথম, কেন্দ্রের উদ্যোগে অসমের ডিমা হাসাওয়ে তৈরি হচ্ছে ব্যাম্বু ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক

গুয়াহাটি, ১০ জুলাই (হি.স.) : অসমের অন্যতম পাহাড়ি জেলা ডিমা হাসাওয়ে স্থাপন হচ্ছে ব্যাম্বু ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নির্দেশে উত্তরপূর্ব উন্নয়ন (ডোনার) মন্ত্রকের উদ্যোগে অসম সরকারের প্রস্তাব অনুযায়ী পার্কটি স্থাপন করার পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। প্রসঙ্গত, এ ধরনের ব্যাম্বু ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক উত্তর-পূর্বাঞ্চলের প্রথম। কেন্দ্রের এই পদক্ষেপকে স্বাগত জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী মোদীর প্রতি কৃতজ্ঞতা ব্যক্ত করেছেন মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়াল। শুক্রবার এক প্রেস বিবৃতি জারি করে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়াল এই খবর দিয়ে জানান, ব্যাম্বু অ্যান্ড ক্যান নীতি অবলম্বনে এই উদ্যোগের ফলে অসমের বাঁশ চাষিরা বিশেষভাবে লাভবান হবেন। রাজ্যের গ্রামীণ অর্থনীতির উন্নয়ন হবে এতে। ভবিষ্যতে অসমের বাঁশশিল্পের উন্নতির লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ তৎপরতায় নুমলিগড় শোধনাগারে ১,৫০০ কোটি টাকা ব্যায়সাপেক্ষে বাঁশ থেকে ইথানল প্রস্তুত করার কাজও চলছে। মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়াল ব্যাম্বু ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক নির্মাণে এগিয়ে আসার জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং উত্তরপূর্ব উন্নয়ন দফতরের মন্ত্রী ড় জিতেন্দ্র সিংকে বিশেষ ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন।

এবার একই ফ্রেমে নুসরাত, মিমি শুরু শুটিং

কলকাতা,১০ জুন (হি স): এবার একই ফ্রেমে তারকা সাংসদ নুসরাত ও তারকা সাংসদ মিমি। "এসওএস কলকাতা" ছবির হাত ধরে একই ফ্রেমে দুই সাংসদ। করোনা আবহে শুরু হল ছবির শুটিং।পরিচালক অংশুমান প্রত্যুষের এই ছবিতে মিমি, নুসরতের বিপরীতে দেখা যাবে যশ দাশগুপ্তকে। শ্যুটিংয়ে একেবারে অন্যরকম লুকে ধরা দিয়েছেন মিমি চক্রবর্তী। সাদা শাড়ি, সিঁথিতে সিঁদুর,কপালে টিপ, আর হালকা লিপস্টিকে।জানা যাচ্ছে, ছবিতে অ্যান্টি টেররিজম স্কোয়াডের এক কর্মীর ভূমিকায় দেখা যাবে নুসরতকে। ছবিতে অ্যান্টি টেররিজম স্কোয়াডের অফিসারের ভূমিকায় যশ দাশগুপ্তকে দেখা যাবে বলে জানা যাচ্ছে।

রায়গঞ্জে বাজ পড়ে মৃত তিন

রায়গঞ্জ, ১০ জুলাই (হি. স.) : উত্তর দিনাজপুরের রায়গঞ্জ থানার জগদীশপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের নুনিয়া গ্রামে। বাজ পড়ে মৃত্যু হল তিনজনের। ঘটনায় গুরুতর জখম হয়েছেন সাতজন। ঘটনাটি ঘটেছে শুক্রবার বিকেলে।জানা গেছে, এদিন বিকেল ৪টা নাগাদ ওই গ্রামে জমিতে কাজ করছিলেন বেশ কয়েকজন দিনমজুর। সেই সময় বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টি নামে। তখন আচমকাই বাজ পড়লে দুর্ঘটনাটি ঘটে। ঘটনাস্থলে মৃত্যু হয় তিনজনের। গুরুতর জখম সাতজনকে রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। গোটা ঘটনাটি খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

কাছাড় জেলায় নতুন করোনা পজিটিভের সংখ্যা ২৬

শিলচর (অসম), ১০ জুলাই (হি.স.) : কাছাড় জেলায় বৃহস্পতিবার রেকর্ড সংখ্যক করোনা পজিটিভ আসার পর শুক্রবার আক্রান্তের হার কিছুটা কমেছে। বৃহস্পতিবার ধরা পড়েছিল ৪০ জন, আর আজ শুক্রবার এখন পর্যন্ত ধরা পড়েছে ২৬ জনের শরীরে করোনা পজিটিভ। জেলা স্বাস্থ্য বিভাগের তরফে প্রকাশিত প্রথম তালিকায় জানানো হয়েছে ২৬ জনের নাম। এর মধ্যে ১২ জন প্যারামিলিটারি ফোর্সের। তাঁরা হলেন ৬৮ বিএন এসএসবি কাটিগড়ার দীনেশ অশোক পাওন (৩৪), তিনি সিআরপিএফ কোভিড আক্রান্তের সংস্পর্শে এসেছিলেন বলে জানা গেছে। নারায়ণ রাম (২৭), তিনিও ৬৮ বিএন এসএসবি কাটিগড়ার, অষ্টম বিএন এসএসবি কাটিগড়ার বিজেন্দ্র শর্মা (২৯), অষ্টম বিএন এসএসবি কাটিগড়ার জিন্টু বরা (২৭), একই স্থানের অনিল বসুমাতারি (২৬), অজিত কুমার নাথ (৪১), অষ্টম বিএন এসএসবি কাটিগড়ার সত্যবান দাস (৩০), একই স্থানের দিব্যজ্যোতি বরা (২৯)। অন্য দুজন হলেন ললিত কুমার (৫০) এবং শিকদার প্রসাদ (৪২), এই দুজন ধলছড়ার।

এছাড়া বাকি ১৪ জন হলেন পঞ্চগুড়ি অম্বিকাপুর দশম খণ্ডের কৃষ্ণ নমশুদ্র (২৩), অম্বিকাপুর দশম খণ্ডের বিপ্লব দাস (১১), গোপাল দত্ত (৪০), মাখন চন্দ (৬৫), সকির টিল্লার রেশমা বেগম (১৭), কলকাতা থেকে আগত সুয়েল আহমেদ মজুমদার (২৭), বড়খলার সরমজিৎ সিং (২৮) এবং দেওয়ান চা বাগান এলাকার কৈলাশ তাঁতি (৩১)। এই দুজন হায়দরাবাদ থেকে বিমানে শিলচরে এসেছিলেন। বেরাঙ্গা তৃতীয় খণ্ডের সনম বেগম লস্কর (১৮), মেহেরপুরের বদরুল হক বড়ভুইয়াঁ (২৯), তাঁর কোনও ভ্রমণ বৃত্তান্ত খুঁজে পাওয়া যায়নি, কাঁঠালের নিখিল চন্দ্র দাস (৫৫), শিঙ্গিরবন্দ প্রথম খণ্ডের কৃষ্ণমোহন সিনহা (৫২)। এদিকে শল্য চিকিৎসা বিভাগের পর এ বার করোনা থাবা বসালো শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের অস্থিরোগ বিভাগে। কলেজের উপাধ্যক্ষ ডা. ভাস্কর গুপ্ত জানান, দুই বিভাগে দুই রোগীর করোনা সংক্রমণ নিশ্চিত হয়েছে। জানা গেছে, দুটি বিভাগকে কন্টেনমেন্ট জোন হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। চিকিৎসাধীন সমস্ত রোগীকে ওইসব ওয়ার্ডেই কোয়রান্টাইন করা হয়েছে। সকলের লালারসের নমুনা পরীক্ষা করার ব্যবস্থা হাতে নেওয়া হয়েছে। দুই রোগীর সংস্পর্শে আসা মোট ২০ জন ডাক্তার ও স্বাস্থ্যকর্মীকে প্রাতিষ্ঠানিক কোয়রান্টাইনে পাঠানো হয়েছে।

রাজ্য সরকার তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব ঢাকতে বিরোধীদের নামে অভিযোগ করছে, অভিযোগ সোমেন মিত্রের

কলকাতা, ১০ জুলাই (হি. স.) : রাজ্য সরকার কায়দা করে সব জায়গাতেই তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব ঢাকতে বিরোধীদের নামে থানায় অভিযোগ জমা করছে। শুক্রবার এই অভিযোগ করলেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি সোমেন মিত্র। সোমেনবাবু এ দিন বলেন, "সারা বাংলার মতই মেটিয়াবুরুজে তৃণমূলের দুই গোষ্ঠীর মধ্যে সংঘর্ষে এলাকা উত্তপ্ত হচ্ছে। এলাকা দখলের লড়াইয়ে জড়িয়ে পড়ছে তৃণমূল কংগ্রেসের বিভিন্ন গোষ্ঠীর নেতারা। রাজ্য নেতারাও কোনও না কোনও গোষ্ঠীকে মদত দিচ্ছে। এর ফলেই এলাকার শান্তি বিনষ্ট হচ্ছে।রাজ্য সরকার যখন করোনা মোকাবিলায় ব্যর্থ হচ্ছে , যখন আমফান ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণের টাকা নিয়ে চূড়ান্ত দুর্নীতি হচ্ছে, তখন তৃণমূলের এইরকম দশায় রাজ্য সরকারের দিশাহীনতাই প্রকাশ পাচ্ছে।"

করিমগঞ্জে মন্দিরের শিবমূর্তি ভেঙে চূরমার, উত্তেজনা

করিমগঞ্জ (অসম), ১০ জুলাই (হি.স.) : করোনা অতিমারির আতঙ্কের মধ্যেও সমাজবিরোধীদের ক্রিয়াকলাপ অব্যাহত রয়েছে। এমন এক আতঙ্কময় পরিবেশের মধ্যেই মন্দিরের শিবমূর্তি ভেঙে চূরমার করে দিয়েছে দুষ্কৃতকারীরা। ঘটনাটি সংগঠিত হয়েছে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত জেলা সদর করিমগঞ্জের ২ নম্বর ওয়ার্ড জাহানপুরে। অত্যন্ত স্পর্শকাতর এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে সীমান্ত শহরে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়েছে।

জানা গেছে, বৃহস্পতিবার রাত প্রায় নয়টা নাগাদ মন্দির কমিটির সম্পাদক মন্দিরে প্রণাম করে ঘরে যান। তখন মন্দিরে শিবমূর্তি ছিল। ঘণ্টা দেড়েক পর পাড়ার আরেকজন ভক্ত মন্দিরে প্রণাম করতে এসে দেখেন শিবমূর্তি ভেঙে মাটিতে পড়ে। তিনি সঙ্গে সঙ্গে বিষয়টি পাড়ার নাগরিকদের অবগত করেন। জেলা বিজেপি সভাপতি সুব্রত ভট্টাচার্য, প্রাক্তন ওয়ার্ড কমিশনার তথা বিজেপি নেতা রথীন্দ্র ভট্টাচার্য প্রমুখ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন। সুব্রত ভট্টাচার্য লঙ্গাই পুলিশ পেট্রোল ও সদর থানায় খবর দেন। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়। ততক্ষণে পাড়ার লোকজনের ভিড় জমে যায়।

শুক্রবার সকাল থেকে দফায় দফায় রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব ও বিভিন্ন সংগঠনের কর্মকর্তারা ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন। পুলিশ প্রশাসনের বিরুদ্ধে রাস্তা অবরোধ করে ধরনা প্রদর্শন করে রাষ্ট্রীয় বজরং দল। জেলাশাসক আনবামুথান এমপি, জেলা পুলিশ সুপার কুমার সঞ্জিত কৃষ্ণ, সদর ওসি বোলারাম তেরন সহ পুলিশের এক বিশাল টিম গোয়েন্দা কুকুর নিয়ে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন। তবে গোয়েন্দা কুকুর অনেকক্ষণ এদিক ওদিক ঘোরাঘুরি করেও কোনও ক্লু বের করতে পারেনি।

এদিকে বিধায়ক কমলাক্ষ দে পুরকায়স্থ, এআইডিসির চেয়ারম্যান মিশন রঞ্জন দাস, জেলা বিজেপি সভাপতি সুব্রত ভট্টাচার্য, বজরং দলের জেলা কর্মকর্তা বিশ্বজিৎ বণিক প্রমুখ এই অপকর্মে জড়িত দুষ্কৃতীদের গ্রেফতারের জোড়ালো দাবি জানান।

পরীক্ষা না দিয়ে পাশ-সহ বিভিন্ন দাবিতে ছাত্র পরিষদের বিক্ষোভ-সমাবেশ

কলকাতা, ১০ জুলাই (হি. স.) : করোনার এই সংকটের আবহে কোন পরীক্ষা না নিয়ে সারা বছরের সেমিস্টারের ফলাফলের ভিত্তিতে অবিলম্বে শিক্ষার্থীদের উত্তীর্ণ ঘোষণা করতে হবে। এই দাবিসহ বিভিন্ন দাবিতে ছাত্র পরিষদের বিক্ষোভ-সমাবেশ করল কলকাতা জেলা ছাত্র পরিষদ।

বাকি যে দাবিগুলোর ভিত্তিতে এ দিনের বিক্ষোভ হয়, সেগুলোর মধ্যে আছে করোনার এই সংকটের মধ্যে অভিভাবকরা আর্থিক কষ্টে ভুগছে। তাই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে ৬ মাসের ফি মুকুব করতে হবে। সি বি এস সি দশম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর সিলেবাসের ছোটো করতে গিয়ে যে ভাবে ভারতীয় সংবিধানের মূল নির্যাসগুলি সিলেবাস থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে এই সিদ্ধান্ত অবিলম্বে প্রত্যাহার করতে হবে।

এক বিবৃতিতে বিক্ষোভকারীদের তরফে জানানো হয়, দেশব্যাপী করোনা সংক্রমণ শুধুমাত্র মানুষের মধ্যে ভয়ের আবহ তৈরী করেনি, মানুষ কে একপ্রকার সংকটের মধ্যে ফেলে দিয়েছ। দেশের বিভিন্ন রাজ্যের স্কুল,কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষা জীবনেও এর প্রভাব পড়েছে। এই সংকটের মধ্যে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যেও তীব্র আশঙ্কা দেখা দিয়েছে তাদের শিক্ষা জীবনকে কেন্দ্র করে, কেবলমাত্র কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের হঠকারী একতরফা সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য।

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন থেকে সিবিএসই বোর্ডের ছাত্র-ছাত্রীর পরীক্ষা ও পাঠ্যক্রম অব্যবস্থাপনা ও অসঙ্গতিপূর্ণ সিদ্ধান্তে শিক্ষাজগৎ হতবাক। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কংগ্রেস এবং ন্যাশনাল স্টুডেন্টসইউনিয়ন অব ইন্ডিয়ার নির্দেশে, কেন্দ্র ও রাজ্যের নির্দেশিকার বিরুদ্ধে এদিন কলকাতা জেলা ছাত্র পরিষদ জমায়েতের ডাক দিয়েছিল ছাত্রছাত্রীদের স্বার্থে কলেজ স্কোয়ারে, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিপরীতে বিদ্যাসাগর মূর্তির পাদদেশে।

সেপ্টেম্বরের মধ্যে চূড়ান্ত পরীক্ষা, ইউজিসি-র নির্দেশে আপত্তি 'আবুটা'-র

কলকাতা, ১০ জুলাই (হি. স.) : ইউজিসি এক নির্দেশিকা জারি করে আগামী সেপ্টেম্বরের মধ্যে চূড়ান্ত সেমিস্টারের কলেজ/ বিশ্ববিদ্যালয়ের সব পরীক্ষা সম্পন্ন করতে বলেছে। এর প্রতিবাদ করল সারা বাংলা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি (আবুটা)। এই নির্দেশিকা অবিলম্বে প্রত্যাহারের দাবি জানিয়েছে তারা।

'আবুটা'-র সাধারণ সম্পাদক গৌতম মাইতি বলেন, ইউজিসি বলেছে নভেল করোনা জনিত উদ্বেগজনক পরিস্থিতি দ্রুত স্বাভাবিক না হলে ইন্টারনাল এসেসমেন্ট ও পূর্ববর্তী সেমিস্টারের নম্বরের ভিত্তিতে ছাত্রদের রেজাল্ট বের করে দিতে। পরিস্থিতি ইতিমধ্যে যে স্বাভাবিক হয়নি, বরং পরিস্থিতি যে আরো উদ্বেগজনক হোয়েছে তা বলার অপেক্ষা রাখেনা। ভবিষ্যতে পরিস্থিতি যে আরও উদ্বেগজনক হবে তা বুঝতেও বিশেষ বুদ্ধির দরকার পড়ে না। কিন্তু ইউজিসির মত একটি কেন্দ্রীয় সংস্থা যার উপর সারা দেশের উচ্চ শিক্ষার ভার ন্যস্ত, তার এমন তুঘলকি সিদ্ধান্তে সারা দেশের উচ্চ শিক্ষার ত্রাহি ত্রাহি অবস্থা! কেন্দ্রীয় সরকার, ইউজিসি একদিকে বলছে করোনা জনিত কারণে পরবর্তী শিক্ষা বর্ষ পেছবে। পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে পরবর্তী শিক্ষাবর্ষ কবে থেকে শুরু হবে তা তারা জানাবে। এরপরও তারা বলছে সেপ্টেম্বরের মধ্যে পরীক্ষা সম্পন্ন করতে। অথচ এই ইউজিসির এপ্রিলের গাইডলাইন অনুসরণ করে সারা দেশের উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি দীর্ঘকালীন উদ্বেগজনক পরিস্থিতিতে ইতিমধ্যে ছাত্রদের রেজাল্ট বের করে দিয়েছে, অথবা তার প্রস্তুতি নিচ্ছে। আমরা ইউজিসির এই নির্দেশিকা অবিলম্বে প্রত্যাহারের দাবি জানাচ্ছি।

দক্ষিণ দিনাজপুরে বিডিও সহ করোনা আক্রান্ত ১৫

বালুরঘাট, ১০ জুলাই (হি. স.) : দক্ষিণ দিনাজপুরের গঙ্গারামপুরের বিডিওর শরীরে করোনা সংক্রমণ ধরা পড়েছে। এর আগে বিডিও অফিসের ছয়জন কর্মী ও জনপ্রতিনিধি সংক্রামিত হয়েছিলেন। যদিও তাঁরা প্রত্যেকে ইতিমধ্যেই সুস্থ হয়েছেন। এদিন রাতে মালদা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের ভিআরডিএল থেকে বেশকিছু নমুনার রিপোর্ট দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় এসে পৌঁছোয়। রিপোর্টে দেখা গিয়েছে, ১৫ জন করোনা পজিটিভ। জেলায় নতুন করে সংক্রামিত ১৫ জনের মধ্যে গঙ্গারামপুরের বিডিও সহ ৬, কুমারগঞ্জের ৭ ও বালুরঘাট ব্লকের দু'জন রয়েছেন।স্বাস্থ্য দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, ৭ জুলাই আক্রান্তদের সোয়াব সংগ্রহ করে পরীক্ষার জন্য মালদা ভিআরডিএলে পাঠানো হয়েছিল। বৃহস্পতিবার গভীর রাতে ১৫ জনের রিপোর্ট পজিটিভ এসেছে।

বালুরঘাট ব্লকের চকভৃগুতে দু'জনের সংক্রমণ ধরা পড়েছে। কুমারগঞ্জের বেলতারা, গোপালগঞ্জ বালুপাড়া, নেত্রডাঙ্গায় একজন করে এবং শ্যামনগরে ৪ জন আক্রান্ত হয়েছেন। অন্যদিকে, গঙ্গারামপুরের পঞ্চগ্রামে ৩, দত্তপাড়ায় এক, মহারাজপুরে একজন সংক্রামিত হয়েছেন। এছাড়া গঙ্গারামপুরের বিডিওর শরীরে করোনা সংক্রমণ ধরা পড়েছে। এদিনের ১৫ জন নিয়ে জেলায় মোট আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ২৯২। জেলার মোট আক্রান্তদের মধ্যে ২২৩ জন ইতিমধ্যেই সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরে গিয়েছেন। এদিনই সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন ১৩ জন।

কারা ত্রাণের টাকা পেয়েছেন, তাঁদের নাম ওয়েবসাইটে প্রকাশ করুন

কলকাতা, ১০ জুলাই (হি স): করোনা আবহের মাঝে রাজনৈতিক তরজা অব্যাহত। ফের আমফানের ত্রাণ নিয়ে সরব বিজেপি নেতা রাহুল সিনহা। শুক্রবার সাংবাদিক সম্মেলন করে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে তোপ দাগিয়ে "কারা ত্রাণের টাকা পেয়েছেন, তাঁদের নাম ওয়েবসাইটে প্রকাশ করুন" বলে দাবি জানালেন রাহুল সিনহা। এই প্রসঙ্গে রাহুলবাবু আরও বলেন, " আপনি বলেছিলেন যারা ত্রাণ পেয়েছেন, তাঁদের নামের তালিকা প্রকাশ করবেন। কোথায় তালিকা ! কারা কারা ত্রাণের টাকা পেয়েছেন, তাঁদের নাম ওয়েবসাইটে প্রকাশ করুন"। এরপরেই আমফানে ক্ষতিগ্রস্ত গাছ কাটার প্রসঙ্গ টেনে রাহুল সিনহা বলেন, " প্রচুর গাছ কাটা হয়েছে। ভালো ভালো মূল্যবান গাছ কেটে ফেলেছে।

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **রিলিভার্স :** ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস :** টি আর টি সি বিল্ডিং : ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

সিউড়িতে নিজের বাড়িতেই আগলে রেখেই সাপের ডিম ফোটালেন শিক্ষক

সিউড়ি, ১৯ জুলাই (হি. স.) : উদ্ধার করা সাপের ডিম, নিজের বাড়িতেই আগলে রেখেই ডিম ফোটালেন শিক্ষক। ক্লাব ঘরে বাসা বেঁধেছে জাত গোখরো। ডিম আগলে বসে আছে সে। আতঙ্কিত গ্রামবাসীরা বন দপ্তর কে খবর দিলেও সাপ ধরতে অপারক সকলেই। অগত্যা রাতের অন্ধকারে ডাক পরল মাস্টার মশাই এর। সাপ ধরে ডিম কুড়িয়ে আনলেন মাস্টার মশাই।নিজের বাড়িতেই উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি করে, একমাস ধরে ডিম আগলে রেখে বাচ্ছা ফোটালেন তিনি। শুক্রবার ১৭ টি ডিম ফুটে বাচ্চা বের হল। বন দফতরের সহযোগিতায় উপযুক্ত পরিবেশে সাপের বাচ্ছা গুলিকে পুনর্বাসন দেবেন তিনি।

গত ১৪ জুন রাতে হঠাৎ ডাক পরল সিউড়ির সেহাডাপাড়ার বাসিন্দা মাস্টার মশাই দীনবন্ধু বিশ্বাসের। তখন প্রচন্ড বৃষ্টি পরছে। যেতে হবে ৪০ কিলো মিটার দুরে শ্রীনিকেতন ব্লকের নুরপুর গ্রামে।

কারন ওই গ্রামেরই একটি ক্লাব ঘরে বাসা বেঁধেছে গোখরো সাপ। রীতিমত ডিম পেড়ে বসে আছে। আতঙ্কে ক্লাব ঘরে ঢুকতে পারছে না কেউ। দুপুর বেলায় বোলপুরের বন দফতরে খবর দেয় ক্লাব কর্তারা। বন দফতরের লোক এসে বহু চেষ্টা করলেও ক্লাবের মেঝে তে মাটির গর্তে ঢুকে পড়ে সাপ টি। শেষমেষ বনদপ্তরের পক্ষ থেকে ডাক পরে দীনবন্ধু বাবু কে।

ঝড় জলের রাতেই সিউড়ি থেকে রওনা দিয়ে সাপ উদ্ধার করেন অজয় পুর হাই স্কুলের জীবন বিজ্ঞানের শিক্ষক দীনবন্ধু বিশ্বাস। সাপ ধরতে গিয়ে দেখেন মাটির গর্তে রয়েছে সাপের ডিম। ডিম দেখেই গ্রামের বাসিন্দারা নষ্ট করে দেবার জন্য উঠে পড়ে লাগে। কিন্তু তাদের বুঝিয়ে সব ডিম উদ্ধার করে নিজের বাড়িতে নিয়ে আসেন মাস্টার মশাই। ডিম নিয়ে আসার সময় যেখানে ডিম গুলি ছিল সেখানকার মাটি ও থলিতে করে নিয়ে আসেন দীনবন্ধু বাবু।

মা সাপটিকে ওই রাতে নিজের বাড়িতে রেখে পরদিন বন দফতরের সহযোগিতায় উপযুক্ত পরিবেশে ছেড়ে দেওয়া হয়। কিন্তু উদ্ধার করা সাপের ডিম গুলি কে সযত্নে রক্ষা করতে শুরু করেন তিনি। একটি মাটির পাত্রে ক্লাব ঘর থেকে আনা স্যাত স্যাতে মাটি বিছিয়ে দেন। সঙ্গে খড বিছিয়ে ডিম সাজিয়ে দেন। যাতে পাত্রের তাপ মাত্রা ও আদ্রতা বজায় থাকে তারজন্য ঘরের মধ্যেই অন্ধকার জায়গায় সযত্নে রেখে দেন। যাতে পিঁপড়ে বা পোকামাকড না লাগে তার জন্য পাত্রে বাইরে গ্যামাসিন পাউডার, ছত্রাক নাশক পাউডার একদিন অন্তর দিতে থাকেন। গত ২৬ দিন ধরে পর্যবেক্ষণে রেখে শুক্রবার সকাল থেকেই একে একে সাপের ডিম ফুটে বাচ্ছা বের হতে থাকে।

হেপাটাইটিস ক্লিনিকের উদ্বোধন হল মালদা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে

মালদা, ১০ জুলাই (হি. স.) : মালদা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতা উদ্বোধন হলো ভাইরাল হেপাটাইটিস ক্লিনিকের। শুক্রবার ক্লিনিকের উদ্বোধন করেন মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ পার্থপ্রতিম মুখোপাধ্যায়। উপস্থিত ছিলেন জেলার উপ মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ২ ডাঃ অমিতাভ মণ্ডল, হেপাটাইটিস কন্টোল প্রোগ্রামের নোডাল অফিসার ডাঃ পীযুষকান্তি মণ্ডল, পেডিয়াট্রিক বিভাগের প্রধান ডাঃ সুষমা সাহু প্রমুখ।

একজন পেডিয়াট্রিক ও একজন মেডিসিন বিভাগের চিকিৎসকের তত্বাবধানে ক্লিনিকে পরিষেবা চালু হবে। প্রাথমিক ভাবে সপ্তাহে দু'দিন হেপাটাইটিস ক্লিনিক খোলা থাকবে। বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার রোগীদের চিকিৎসা হবে ক্লিনিকে। নিখরচায় রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসা হবে রোগীদের। ভারত তথা বিশ্বজুড়ে হেপাটাইটিসে প্রতিবছর মৃত্যু হয় বহু মানুষের। অথচ সব জেলায় হেপাটাইটিসের চিকিৎসার সঠিক পরিকাঠামো না থাকায় সমস্যায় পড়তে হয় রোগীদের। সঠিক সময়ে রোগনির্ণয় ও চিকিৎসার জন্য জেলার রোগীদের নির্ভর করতে হত কলকাতার চিকিৎসা পরিকাঠামোর ওপর। করোনা আবহে হেপাটাইটিস, ডেঙ্গু, টিবির মতো রোগের চিকিৎসা অনেকটাই উপেক্ষিত থেকে যাচ্ছে। মালদায় হেপাটাইটিস ক্লিনিক চালু হওয়ায় সেই সমস্যা অনেকটাই মিটবে বলে আশা করা হচ্ছে। এই প্রসঙ্গে ন্যাশনাল ভাইরাল হেপাটাইটিস কন্টোল প্রোগ্রামের নোডাল অফিসার ডাঃ পীযুষকান্তি মণ্ডল বলেন, 'ভাইরাল হেপাটাইটিস একটি ক্রনিক রোগ। এতদিন ভাইরাল হেপাটাইটিসের চিকিৎসার জন্য কলকাতা অথবা শিলিগুড়িতে ছুটতে হত রোগীদের। এবার থেকে মালদার ক্লিনিকেই নিখরচায় রোগনির্ণয় ও চিকিৎসার সুযোগ মিলবে। জেলার চিকিৎসা পরিষেবার ক্ষেত্রে এটা নিঃসন্দেহে নতুন দিগন্ত।' হিন্দুস্থান সমাচার / সোনালি

অর্জুন সঙ্গীকে গ্রেফতার করা নিয়ে উত্তেজনা বারাকপুরে

কলকাতা, ১০ জুলাই (হি. স.) : বাংলায় আইন আর শাসন চলছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পিসি-ভাইপো প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানির নামে। শুক্রবার এই মন্তব্য করেন বারাকপুরের সাংসদ অর্জুন সিং।

অর্জুনবাবুর অন্যতম সঙ্গী বিট্টু জয়সওয়ালকে পুলিশ এদিন গ্রেফতার করলে এলাকায় উত্তেজনা দেখা দেয়। অর্জুনবাবুর অভিযোগ, রাজনৈতিক প্রতিহিংসাপরায়নতার জন্য বিনা কারণে এই গ্রেফতার করা হয়েছে। প্রতিবাদে ঘটনাস্থলে অর্জুনবাবু ও তাঁর সঙ্গীরা দীর্ঘ সময় বিক্ষোভ দেখান। অর্জুনবাবু পরে সাংবাদিকদের বলেন, "কারও বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট অভিযোগ থাকলে এই লোকের নামে মামলা হয়েছে, তা পুলিশের ওয়েবসাইটে তা তুলে দিতে হয়। সেটা না করে বলপূর্বক, হেনস্থা করার জন্য, টেনে-হিঁচড়ে কনভয় থেকে ধরা হয়েছে। বারাকপুরের সাংসদকে হেনস্থা করার জন্য এখানে সাদা পোষাকের পুলিশ এই কাজ করেছে। মেমো অফ অ্যারেস্ট, কী মামলায় আছে সে সব দেওয়া হয়নি। কোনও সিজার লিস্টও দেওয়া হয়নি।

অর্জুনবাবু বলেন, "আমাদের কনভয়ে ছিল আমাদের স্থানীয় যথেষ্ঠ শক্তিশালী নেতা। তাঁর বাড়িতেও সেদিন রাতে হামলা হয়েছিল। আর আজ এভাবে ওঁকে ধরা হল।" এই রাজ্যে বিজেপি নেতাদের অবাধ যাতায়ত বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। ভিন রাজ্য থেকে আসা নেতাদের হেলিকপ্টার নামতে দেওয়া হয় না। যে ভাবে বারাকপুর পুলিশ কমিনারেট হেনস্থা করছে, আগামী দিনে তা দেখা হবে। হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

কঠিন সময় দুঃস্থদের খাদ্য বিলি কলকাতা পুলিশের

কলকাতা, ১০ জুলাই (হি স): করোনা কাঁটায় শহরের কনটেনমেন্ট জোন গুলিতে ফের শুরু হয়েছে লকডাউন। তবে, কঠিন সময়ে ফের মানবিক রূপ নিয়ে শহরবাসীর কাছে হাজির কলকাতা পুলিশ। করোনা কবলিত কঠিন পরিস্থিতিতে চরম সমস্যায় অসহায়-দুঃস্থ মানুষগুলো। তবে, মানুষের সমস্যার কথা মাথায় রেখে শুক্রবার মেটিয়াবুরুজ এলাকায় দুঃস্থ অসহায়দের খাদ্যবিলি কলকাতা পুলিশের।

দমকা হাওয়ার মত উড়ে এসে শহরে রাজ করছে করোনা।করোনা আতঙ্কে গৃহবন্দী শহরতলী। কিন্তু কঠিন সমস্যায় শহরবাসী দিকে সাহায্যের হাত বাড়াচ্ছে কলকাতা পুলিশ। কখনও শাসন করে আবার কখনও মানবিক রূপ নিয়ে। মানুষের পাশে দাঁড়াচ্ছে কলকাতা পুলিশ। কখনও শহরবাসীকে গৃহবন্দী থাকার জন্য পুলিশকর্তারা বার্তা দিচ্ছেন আবার কখনও অভুক্ত মানুষের মুখে খাবার তুলে খিদের জ্বালা মেটাচ্ছে কলকাতা পুলিশ। ফের মানবিকতার নজির গড়লো কলকাতা পুলিশ।এদিন সেফ ড্রাইভ, সেভ লাইফ " বার্তাবহনকারী ট্যাবলো পৌঁছায় মেটিয়াবুরুজ ট্রাফিক গার্ডে।পথচলতি মানুষকে "সেফ ড্রাইভ,সেভ লাইফ" কর্মসূচি সম্বন্ধে সচেতন করার পাশাপাশি এলাকার দুস্থ মানুষদের খাদ্য বিলি করে কলকাতা পুলিশ।

আদিবাসী যুবকদের মারধর ও আক্রমনের প্রতিবাদে পানাগড়ে জাতীয় সড়ক অবরোধ

দুর্গাপুর, ১০ জুলাই (হি. স.) : পশ্চিম বর্ধমানের কাঁকসার গোপালপুরের ঘটনার জের। অভিযুক্তদের সকলকে গ্রেফতারের দাবীতে ও আদিবাসীদের ওপর আক্রমনের প্রতিবাদে ফের উত্তপ্ত হয়ে উঠল কাঁকসা। শুক্রবার কাঁকসার দু-দুটি সড়ক অবরোধ করল আদিবাসীরা। দুপুর থেকে অবরোধে অবরুদ্ধ হয়ে পড়ল ২ নং জাতীয় সড়ক ও পানাগড়- মোরগ্রাম রাজ্য সড়ক। শেষপর্যন্ত জেলার উচ্চ পদস্ত আধিকারিকদের আশ্বাসে বিকাল নাগাদ অবরোধ ওঠে।

উল্লেখ্য, গত ৬ জুলাই কাঁকসার গোপালপুর পঞ্চায়েতে বেহাল রাস্তা সংস্কারের দাবী জানাতে গিয়েছিল এলাকার কয়েকজন অদিবাসী যুবক। অভিযোগ ওই সময় পঞ্চায়েত প্রধান ও আধিকারিকদের সঙ্গে আদিবাসী যুবকদের বচসা হয়। সেখানে পঞ্চায়েতের গেট বন্ধ করে আদিবাসী যুবকদের মারধর করা হয় বলে অভিযোগ। যদিও পঞ্চায়েতে প্রধান, আধিকারিককে মারধর ও ভাঙচুর করা হয় বলে পাল্টা অভিযযোগ করে গোপালপুর পঞ্চায়েতের প্রধান। ঘটনায় ওই দিন আদিবাসীদের বিক্ষোভকে ঘিরে তুমুল উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। পুলিশ অভিযুক্তদের মধ্যে একজনকে গ্রেফতার করলে ওইদিন রাত্রে বিক্ষোভ তুলে নেয় আদিবাসীরা। এবং বাকি অভিযুক্তদের গ্রেফতারের চরম হুঁশিয়ারী দেয়। এদিকে ওই ঘটনায় আদিবাসীদের মারধরে একটি ভিডিও ছবি ভাইরাল হয়ে যায়। ভিডিওতে অভিযুক্তদের মধ্যে রমেন মন্ডল নামে পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য এক যুবককে কাঠ দিয়ে মারধর করছেন। যদিও পুলিশ গত ৮ জুলাই রমেন মন্ডল সহ তিনজনকে গ্রেফতার করে। এদিকে বাকি অভিযুক্তদের মধ্যে গোপালপুর পঞ্চায়েত প্রধান ও আরও একজন গ্রেফতার না হওয়ায় আবারও প্রতিবাদে সরব হয় আদিবাসীরা। শুক্রবার কাঁকসায় বিশাল প্রতিবাদ মিছিল ও দুদুটি সড়ক অবরোধ করে। এদিন দুপুরে কাঁকসার ডাকবাংলো মোড় থেকে তাদের মিছিল বের হয়। মিছিলের নেতৃত্বে ছিল আদিবাসী গাঁওতা সংগঠন। প্রায় হাজারখানেক আদিবাসী লোকজন পানাগড় বাজার দিয়ে বুদবুদের রেল ওভারব্রীজ এলাকায় ২ নং জাতীয় সড়কে ওঠে। সেখান থেকে জাতীয় সড়কের একটি লেন ধরে কাঁকসার দিকে রওনা দেয়। জাতীয় সড়কের কাঁকসার শেরপুর এলাকায় ও পানাগড়-মোরগ্রাম রাজ্য সড়কের ওপর অবরোধ করে বিক্ষোভ শুরু করে। ফলে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। আদিবাসী গাঁওতা সংগঠনের সুনীল সোরেন প্রশ্ন তুলে বলেন,' বারবার মাস চারেক আগে দুর্গাপুরের কমলপুরে আমাদের একটি পরিবারের ওপর আক্রমন হয়। তাতেও রাজ্যের শাসকদলের তৃণমূলের নেতাকর্মীরা হামলা করে। তারও আগে কাঁকসার বিডিও অফিস এলাকায় আদিবাসীদের ওপর আক্রমন হয়। সম্প্রতি গোপালপুরের ঘটনায় আরও একবার প্রমান করল। রাজ্যে গনতন্ত্র নেই। বার বার আদিবাসীদের ওপর আক্রমন কেন? গোপালপুরের ঘটনায় সব অভিযুক্তদের পুলিশ গ্রেফতার না করা পর্যন্ত আন্দোলন চলবে। আগামীদিনে রাজ্যব্যপী এই আন্দোলন হবে।' এদিন বিকাল নাগাদ পশ্চিম বর্ধমান জেলার উচ্চপদস্থ কর্তাদের আশ্বাসে অবরোধ তুলে নেয় আদিবাসীরা। এসিপি (কাঁকসা) শ্বাশতী শ্বেতা সামন্ত বলেন,' ঘটনার তদন্ত চলছে।'

মোবাইল

● **প্রথম পাতার পর**

জন্য হাসপাতাল মর্গে পাঠায়।

প্রসঙ্গত, মোবাইল ফোনের জন্য এর আগেও একাধিক ছাত্র ছাত্রীর আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছে। পরপর এসব ঘটনা ঘিরে অভিভাবক মহলে উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা দিন দিন বেড়ে চলেছে। মোবাইল ফোনের অনলাইনে ছাত্র-ছাত্রীদের আত্মহত্যার ঘটনাই নয়, সমাজে নানা ব্যভিচারের ঘটনাও দিন দিন বেড়ে চলেছে।

গ্যাংস্টার বিকাশ দুবের

আটের পাতার পর

এনকাউন্টার নিয়ে প্রশ্ন তুললেন সমাজবাদী পার্টির সুপ্রিমো তথা প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী অখিলেশ যাদব। যোগী আদিত্যনাথ সরকারকে খোঁচা দিয়ে অখিলেশ টুইট করে জানিয়েছেন, 'আসলে গাড়ি পাল্টি খায়নি, এটা সরকারকে বাঁচানোর চেষ্টা..সত্যি প্রকাশ্যে আসলে সরকার উল্টে যেত।" অখিলেশের মতে, বিকাশ মুখ খুললে বেকায়দায় পড়তেন উত্তরপ্রদেশের শাসকদলের বেশ কিছু নেতা। প্রকাশ হওয়া থেকে বাঁচল রাজ্য সরকারের বেশ কিছু গোপন তথ্যও।

শুক্রবার সকালে কানপুরের কাছে উত্তর প্রদেশ পুলিশের স্পেশাল টাস্ক ফোর্স (এসটিএফ)-এর গুলিতে মৃত্যু হয়েছে কুখ্যাত গ্যাংস্টার, কানপুরের বিকারু গ্রামে ৮ জন পুলিশ কর্মীকে হত্যা-মামলার অন্যতম অভিযুক্ত বিকাশ দুবের। কুখ্যাত গ্যাংস্টার বিকাশ দুবেকে মধ্যপ্রদেশের উজ্জয়িনী থেকে উত্তর প্রদেশের কানপুরে নিয়ে আসা হচ্ছিল, কিন্তু শুক্রবার সকালে কানপুরের কাছেই উত্তর প্রদেশ এসটিএফ-এর কনভয়ের একটি গাড়ি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে যায়। সূত্রের খবর, ওই গাড়িতেই ছিল বিকাশ, গাড়ি উল্টে যাওয়ার পরই একজন পুলিশ কর্মীর পিস্তল ছিনিয়ে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে হিস্ট্রি-শিটার বিকাশ দুবে। বাধ্য হয়েই গুলি চালায় পুলিশ। বিকাশকে উদ্ধার করে কানপুরের লালা লাজপত রায় (এলএলআর) হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়, পরে পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ৮ জন পুলিশ কর্মীকে হত্যা-মামলার অভিযুক্ত বিকাশের মৃত্যু হয়েছে।

সরকার কাজ করছে ঃ মুখ্যমন্ত্রী

আটের পাতার পর

হবে বলে মুখ্যমন্ত্রী অভিমত ব্যক্ত করেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্য সরকার গণবন্টন ব্যবস্থায় স্বচ্ছতা আনার লক্ষ্যে ই-পিডিএস ব্যবস্থা চালু করেছে। এছাড়াও রেশনকার্ডের সঙ্গে আধারকার্ড সংযুক্তিকরণ ১০০ শতাংশ করা হয়েছে। ফলে এখন প্রকৃত ভোক্তারাই তাদের রেশন সামগ্রী সংগ্রহ করতে পারছেন। তিনি বলেন, রাজ্য সরকারের আরও একটি উল্লেখযোগ্য সাফল্য হল কৃষকদের কাছ থেকে সরাসরি ধান ক্রয় করা। এ বছর রাজ্য সরকার কৃষকদের কাছ থেকে নূন্যতম সহায়কমূল্যে ১৮ টাকা ১৫ পয়সা দরে ৩০ হাজার মেট্রিকটন ধানক্রয় করার লক্ষ্যমাত্রা নিয়েছে। রাজ্যে দুধ, ডিম, মাংস উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যেও বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করে কাজ করছে রাজ্য সরকার।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যে ডেয়ারি শিল্প উন্নয়নে গাভী পালনের উপর জোর দিয়েছে রাজ্য সরকার। রাজ্যে দুধ উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে কামধেনু যোজনা হাতে নেওয়া হয়েছে। রাজ্যের বৈদ্যুতিক ব্যবস্থা আধুনিকীকরণের লক্ষ্যে এডিবি'র অর্থানুকূল্যে ১৯০০ কোটি টাকা ব্যয় করে আধুনিক ট্রান্সফরমার বসানো সহ বিভিন্ন কাজ করা হবে। তিনি আরও বলেন, সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা দপ্তরের মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রী মাত্রু পুষ্টি উপহার নামে নতুন একটি প্রকল্প চালু করেছে। এরজন্য প্রতিবছর রাজ্য সরকারের ৮ কোটি টাকা ব্যয় হবে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্য সরকার রাজ্যের প্রতিটি বাড়িতে বিনামূল্যে পানীয় জলের সংযোগ প্রদানের লক্ষ্যে অটল জলধারা মিশন নামে একটি প্রকল্প হাতে নিয়েছে। আগামী ২০২২ সালের ১৫ আগষ্টের মধ্যে এই প্রকল্পের মাধ্যমে পানীয় জলের সংযোগ প্রদানের লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে আধিকারিকদের কাজ করার আহ্বান জানান মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, বর্তমান রাজ্য সরকার গত আড়াই বছরে মন্ত্রিসভায় যতগুলি সিদ্ধান্ত নিয়েছে তার ৯০ শতাংশ কার্যকর করার উদ্যোগ নিয়েছে। এক্ষেত্রে রাজ্যের সিভিল সার্ভিস আধিকারিকগণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছেন। অনুষ্ঠানে ভাষণ রাখতে গিয়ে মুখ্যসচিব মনোজ কুমার বলেন, রাজ্য সরকারের পরিকল্পনাকে সফল রূপায়ণের ক্ষেত্রে সিভিল সার্ভিস আধিকারিকগণ একটা টিম হিসেবে কাজ করছেন। অনুষ্ঠানে বিভিন্ন সরকারী প্রকল্প রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় সফলভাবে রূপায়ণে উল্লেখযোগ্য ভূমিকার জন্য জেলাগুলিকে চীফ মিনিষ্টারস সিভিল সার্ভিস অ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠানে এছাড়াও বক্তব্য রাখেন অতিরিক্ত মুখ্যসচিব এস কে রাকেশ, প্রধান মুখ্য বন সংরক্ষক ড. অলিন্দ রস্তোগী এবং পর্যটন দপ্তরের অধিকর্তা বিশ্বশ্রী বি।

আমফান দুর্নীতিতে হাওড়ায় সাসপেন্ড ৩ তৃণমূল নেতা

কলকাতা, ১০ জুলাই (হি. স.) : আমফানে দুর্নীতির অভিযোগে দলের ৩ নেতাকে সাসপেন্ড করার পাশাপাশি আরও ২ নেতাকে শোকজ করল তৃণমূল।শুক্রবার সকাল এমনই পদক্ষেপ করার কথা ঘোষণা করলেন রাজ্যের সমবায় মন্ত্রী তথা হাওড়া জেলা সদরের তৃণমূল সভাপতি অরূপ রায়।আমফান দুর্নীতি কাণ্ডে যে দল কাউকে রেয়াত করবে না সেটা আগেই পরিস্কার করে দিয়েছিলেন তৃণমূলনেত্রী। সেই মতো দলের যাদের যাদের বিরুদ্ধে এ ব্যাপারে দুর্নীতি কাণ্ডে অভিযোগ উঠছে সঙ্গে সঙ্গে তা খতিয়ে দেখেই তাঁদের হাতে ধরানো হচ্ছে দলের তরফে শোকজ নোটিস। সেই সব নোটিস প্রাপ্তির ৪৮ ঘন্টার মধ্যে যথাযথ উত্তর ওই সব নেতা-কর্মী বা সদস্যদের থেকে না পেলে তাঁদের সাসপেন্ড পর্যন্ত করে দেওয়া হচ্ছে দল থেকে।জানা গিয়েছে, যে ৩জন তৃণমূল নেতাকে সাসপেন্ড করা হয়েছে তাঁরা হলেন সাঁকরাইল পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি জয়ন্ত ঘোষ, জগৎবল্লভপুরের পাতিহাল গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান বেচারাম বোস এবং উত্তর ঝাপড়দহ গ্রাম পঞ্চায়েতের উপ-প্রধানের স্বামী সুমন ঘোষাল। এছাড়া এদিন অরূপবাবু এটাও জানান যে, বড়গাছিয়া ২ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান সবনম সুলতানা ও জগৎবল্লভপুর ১ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান শেখ নূর হোসেনকে শোকজ করা হয়েছে দলের তরফে তাঁদের বিরুদ্ধে আম্ফানের দুর্নীতিতে অভিযোগ ওঠায়।

তৃণমূল সূত্রে খবর, সাসপেন্ড হওয়া তৃণমূল নেতাদের অবিলম্বে তাদের নিজ নিজ পদ থেকে পদত্যাগ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যে দুইজনকে এদিন শোকজ করা হয়েছে তাঁদের আগামী ৪৮ ঘন্টার মধ্যে উত্তর দিতে বলা হয়েছে। সেই উত্তরে দল সন্তুষ্ট না হলেই তাঁদেরও সাসপেন্ড করা হবে বলে জানানো হয়েছে।

আইসিএসই , আইএসসি-র পরীক্ষার্থীদের শুভেচ্ছাবার্তা মুখ্যমন্ত্রীর

কলকাতা,১০ জুলাই (হি স): প্রকাশিত হল আইসিএসই , আইএসসি-র ফল। শুক্রবার ফল প্রকাশের পরই টুইট করে পরীক্ষার্থীদের শুভেচ্ছা বার্তা জানালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। টুইট করে মুখ্যমন্ত্রী লিখেছেন, " এই বছর সফল ২০২০ ব্যাচের আইসিএসই এবং আইএসসি পরীক্ষার্থীদের অভিনন্দন। বর্তমানে এই কঠিন সময় সকলের জীবনে আরও সাফল্যের জন্য একটি শিক্ষা হিসাবে কাজ করে। শিক্ষক এবং পিতামাতার প্রতি শ্রদ্ধা কঠিন পরিস্থিতিতেও সফলতার জন্য। ভালো হোক সবার। সকলের স্বপ্ন সত্যি হোক"।শুক্রবার দুপুর তিনটেয় ওয়েবসাইটে ফলপ্রকাশ করল কাউন্সিল ফর ইন্ডিয়ান স্কুল সার্টিফিকেট এক্সামিনেশন। এই বছর আইএসসি (দ্বাদশে)-র সাফল্যের হার ৯৬.৮৪ শতাংশ এবং আইসিএসই (দশম)- র পাশের হার ৯৯.৩৩ শতাংশ। এই বছর রাজ্যে আইসিএসই পরীক্ষার্থীর সংখ্যাছিল ৩৭ হাজার ২৫৮। এর মধ্যে উত্তীর্ণ ৩৬ হাজার ৯২০। অন্যদিকে এই বছর রাজ্যে আইএসসি পরীক্ষার্থীর সংখ্যাছিল ২৫ হাজার ৫৮। এর মধ্যে উত্তীর্ণ ২৪ হাজার ৪৫৩।

১৪১ জন

● **প্রথম পাতার পর**

জারি করেছে।

নির্দেশ মোতাবেক রাতেই এক জেলা থেকে অন্য জেলায় যাতায়াতে কঠোর নজরদারী পালন করা হচ্ছে। বিশেষ করে জেলা স্তরে সীমান্ত কার্য্যত সীল করে দেওয়া হয়েছে। আজ রাতে তপোবন আশ্রম সংলগ্ন উত্তম চৌমুহনীতে পুলিশ ব্যারিকেট দিয়েছে। তাতে কিছু মানুষ সেখানে আটকা পড়েছিলেন। কর্তব্যরত জনৈক পুলিশ আধিকারীক জানিয়েছেন, নাইট কার্ফুর আদেশ কঠোরভাবে পালনের জন্যই এই ব্যবস্থা করা হয়েছে।

রাম মাধবের

● **প্রথম পাতার পর**

লড়াই নিয়েই দুই দল আলোচনা করবে। নিজেদের মধ্যে সমঝোতার ভিত্তিতেই এডিসি নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হবে, সাফ জানিয়েছেন তিনি।

এদিকে, করোনা সংকট মিটলে তবেই ত্রিপুরা মন্ত্রিসভায় রদবদল নিয়ে চর্চা হবে। আজ এ-কথা স্পষ্ট বলেছেন রাম মাধব। সাথে তিনি যোগ করেন, মন্ত্রিসভায় রদবদল নিয়ে সিদ্ধান্ত হলেই মুখ্যমন্ত্রী সাথে সাথে ঘোষণা দেবেন।

উজ্জ্বলা

● **প্রথম পাতার পর**

আরও তিন মাস বাড়ানো হল। আগামী ৩০ সেপ্টেম্বর অবধি এই সীমা বাড়ানো হয়েছে। কেন্দ্রের তরফে জানানো হয়েছে, বর্তমানে ৭.৪০ কোটি উজ্জ্বলা গ্রাহক এই বিনামূল্যে সুবিধা পান। সরকারের বর্ধিত এই সিদ্ধান্তের ফলে এই বিরাট সংখ্যক মানুষ আরও উপকার পাবে বলে মনে করা হচ্ছে।

এই স্কিমের আওতায় কেন্দ্রের তরফে উজ্জ্বলা খাতাধারীদের অ্যাকাউন্টে সরাসরি টাকা জমা পড়ে যায়। এরপর সেই টাকা দিয়ে গ্যাস সিলিন্ডার নেন গ্রাহক। অর্থাৎ একপ্রকার বিনামূল্যেই গ্যাস পাচ্ছেন গ্রাহকেরা।

থাবা

● **প্রথম পাতার পর**

পজিটিভ এসেছে। একই দিনে বিশ্রামগঞ্জের এএসআই কেশব দত্তেরও পজিটিভ এসেছিলো। দশরথ দেব কভিড ১৯ সেন্টারে আছেন। থানা সূত্রে খবর মেলাঘর থানার আরও চার জন পুলিশ কর্মী নাকি অসুস্থ। এর মধ্যে একজন সাব ইন্সপেক্টরও রয়েছেন। তাদের লালারস বৃহস্পতিবার সকালে নেওয়া হয়েছে মেলাঘর হাসপাতালে। যার ফলে মেলাঘর থানায় এবং গোটা মেলাঘর বাজারে আতঙ্ক ছড়িয়েছে। দাবি উঠছে মেলাঘর থানাকে কন্টোইমেন্ট জোন ঘোষণা করার। মেলাঘর থানায় ৩১জন পুলিশ কর্মী রয়েছে। এর মধ্যে একজন পজিটিভ, চারজনের সেম্পল টেস্ট করানো হয়েছে। আর বাকি ২৬ জনের সেম্পল টেস্ট করানো হবে আগামী ১২ তারিখ, হাসপাতাল সুত্রে খবর। থানায় করোনার থাবায় গোটা পুলিশ দপ্তরে আতংক বিরাজ করছে। তাছাড়া মেলাঘর থানায় পজিটিভ ধরা পড়ায় তিন চারদিন কোন মামলা, অভিযোগ কিছুই হচ্ছে না বলে থানা সুত্রে খবর।

ভারতীয় সংসদ (লোকসভা সচিবালয়)
(কৃষি বিষয়ক স্থায়ী কমিটি)

কৃষি বিষয়ক স্থায়ী কমিটি যার নেতৃত্বে রয়েছেন শ্রী পি সি গোড্ডিগোড্ডার, সাংসদ আহ্বান করেছেন মতামত/পরামর্শ বিশেষজ্ঞ, ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান, সংস্থা এবং অন্যান্যদের কাছ থেকে 'প্রধানমন্ত্রী ফসল বিমা যোজনা-একটি মূল্যঙ্কন' বিষয়ে।

যেই ব্যক্তি কমিটিকে নিজের মতামত দেওয়ার জন্য ইচ্ছুক, তিনি এই বিজ্ঞাপন প্রকাশের তিন সপ্তাহের মধ্যে নির্দেশক, লোকসভা সচিবালয়, কক্ষ নম্বর জি-১৩২-১৩৩, সংসদীয় মন্ত্রক ভবন, নয়া দিল্লী-তে লিখিত ভাবে পাঠাতে পারেন অথবা agricom@sansad.nic.in তে ই-মেল করতে পারেন।

বিস্তারিত জানার জন্য অনুগ্রহ করে কমিটির প্রেস রিলিজ লিঙ্ক দেখতে পারেন যা হল http://loksabha.nic.in

davp 31201/11/0003/2021

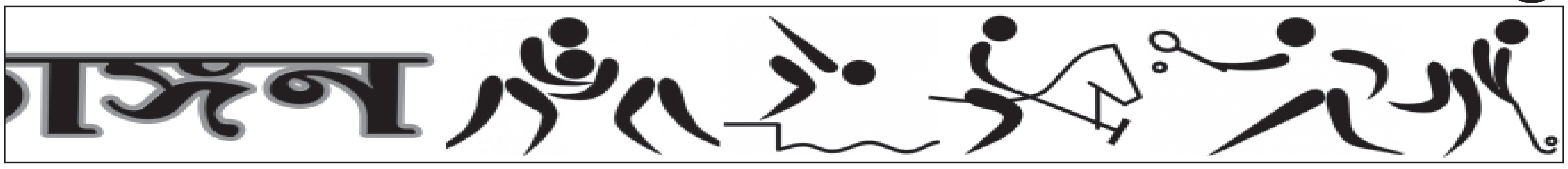

প্রিমিয়ার লিগ: জমে উঠেছে গোল্ডেন বুটের লড়াই

ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের শিরোপা নিষ্পত্তি হয়েছে একপেশেভাবে। রেকর্ড সাত ম্যাচ হাতে রেখে শিরোপা জিতে নিয়েছে লিভারপুল। তবে লিগের সেরা গোলদাতার ফয়সালা হচ্ছে না অতটা সহজে। দারুণ জমে উঠেছে গোল্ডেন বুটের লড়াই।লিগে শেষ হয়েছে ৩৪ রাউন্ডের খেলা। বাকি মাত্র ৪ রাউন্ড। গোল্ডেন বুট জয়ের দৌড়ে এ মুহূর্তে সবচেয়ে এগিয়ে লেস্টার সিটির জেমি ভার্ডি। তার পেছনে আর্সেনালের পিয়েরে-এমেরিক অবামেয়াং। সাউথ্যাম্পটনের ড্যানি ইঙ্গস এবং শিরোপাজয়ী লিভারপুলের ফরোয়ার্ড মোহামেদ সালাহরও আছে সোনার জুতো জয়ের সম্ভাবনা।জেমি ভার্ডি (লেস্টার সিটি, ২২ গোল) করোনাভাইরাসের ছোবলে স্থগিত থাকা লিগ পুনরায় শুরুর পর প্রথম চার ম্যাচ গোল পাননি ভার্ডি। তবে ২২ গোল নিয়ে এ মুহূর্তে তালিকার সবার ওপরে আছেন ৩৩ বছর বয়সী এই ফরোয়ার্ডই। ক্রিস্টাল প্যালেসের বিপক্ষে জোড়া গোল করে লিগে ১০০ গোলের মাইলফলক পেরুনোর পর আর্সেনালের বিপক্ষেও পেয়েছেন জালের দেখা।২৯তম খেলোয়াড় হিসেবে লিগে গোলের সেঞ্চুরি পূরণ করা ভার্ডি গোল্ডেন বুট জিতলে তা তার ক্যারিয়ারের জন্য হবে দারুণ অর্জন। নন-লিগ থেকে উঠে আসা এই ফরোয়ার্ড ২০১২ সালে যোগ দেন লেস্টারে। ২০১৫-১৬ মৌসুমে দলটির রূপকথা লিগে লিগ শিরোপা জয়ের অন্যতম কারিগর ছিলেন তিনি। সেই থেকে পাদপদ্রীপের আলোয় ভালোভাবেই আছেন ভার্ডি।পিয়েরে-এমেরিক অবামেয়াং (আর্সেনাল, ২০ গোল)সবশেষ তিন লিগ ম্যাচ মিলিয়ে তিন গোল করা অবামেয়াং ভালোভাবেই আছেন গোল্ডেন বুট জয়ের দৌড়ে। গ্যাবনের এই ফরোয়ার্ডকে নিয়ে আগ্রহ আছে বার্সেলোনা ও পিএসজির। লিগে এরই মধ্যে ২০ গোল করা ৩১ বছর বয়সী এই ফরোয়ার্ডের সঙ্গে মৌসুম শেষের আগে চুক্তি নবায়নের কথা গুরুত্ব দিয়ে ভাবছে আর্সেনালও।আগামী রোববার টটেনহ্যাম হটস্পারের বিপক্ষে এবং এরপর লিভারপুলের বিপক্ষে খেলবে আর্সেনাল। অবামেয়াংয়ের সামনেও সুযোগ আছে গোল করে ভার্ডিকে আরও চাপে রাখার।মোহামেদ সালাহ (লিভারপুল, ১৯ গোল)সাউথ্যাম্পটনের ড্যানি ইঙ্গসের সমান ১৯ গোল সালাহর। তবে অ্যাসিস্ট বেশি হওয়ায় আপাতত তৃতীয় স্থানে আছেন লিভারপুলের এই ফরোয়ার্ড। ২০১৮ সালে গোল্ডেন বুট জেতা মিশরের এই তারকা খেলোয়াড় গত বছর যৌথভাবে লিগের সর্বোচ্চ গোলদাতা হয়েছিলেন।ব্রাইটন অ্যান্ড হোভ অ্যালবিওনের বিপক্ষে সর্বশেষ লিগ ম্যাচে জোড়া গোল করে সালাহ গোল্ডেন বুট জয়ের লড়াইয়ে ফিরেছেন দারুণভাবে। অ্যাসিস্টের সংখ্যায় ভার্ডি (৪টি), অবামেয়াংয় (২টি) ও ইঙ্গসের (২টি) চেয়ে ঢের এগিয়ে সালাহ (৮টি)।লিগের বাকি চার রাউন্ডে শনিবার বার্নলি এবং এরপর আর্সেনাল, চেলসি ও নিউক্যাসল ইউনাইটেডের বিপক্ষে খেলবে লিভারপুল। দলীয় অর্জনের সঙ্গে ব্যক্তিগত প্রাপ্তিও মিলিয়ে নেওয়ার সুযোগ থাকছে সালাহর সামনে।ড্যানি ইঙ্গস (সাউথ্যাম্পটন, ১৯ গোল)এভারটনের বিপক্ষে ১-১ ড্র ম্যাচে লক্ষ্যভেদ করা ড্যানি ইঙ্গস ১৯ গোল নিয়ে তালিকায় আছেন চতুর্থ স্থানে। তৃতীয় স্থানে থাকার সালাহর সঙ্গে তার গোল সমান। কিন্তু অ্যাসিস্টে পিছিয়ে ২৭ বছর বয়সী এই স্ট্রাইকার।লিগের গত পাঁচ ম্যাচে চার গোল করা ড্যানির সম্ভাবনা আছে আন্তর্জাতিক ফুটবল পুনরায় শুরু হলে ইংল্যান্ডে দলে ডাক পাওয়ারও। আরেকটি প্রাপ্তির হাতছানিও আছে তার সামনে। ১৯৯৯-২০০০ মৌসুমে সান্ডারল্যান্ডের কেভিন ফিলিপসের পর লিগের 'বড় ছয়' দলের বাইরের কোনো দলের প্রথম খেলোয়াড় হিসেবে গোল্ডেন বুট জয়ের।

ইউনাইটেডের টানা চতুর্থ জয়

ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে জয়ের ধারা ধরে রেখেছে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড। অবনমন অঞ্চলের অ্যাস্টন ভিলাকে উড়িয়ে টানা চতুর্থ জয় পেয়েছে উলে গুনার সুলশারের দল।প্রতিপক্ষের মাঠে বৃহস্পতিবার ৩-০ গোলে জিতেছে ইউনাইটেড। একটি করে গোল করেন ব্রুনো ফের্নান্দেস, ম্যাসন গ্রিনউড ও পল পগবা।লিগের প্রথম পর্বে নিজেদের মাঠে অ্যাস্টনের সঙ্গে ২-২ ড্র করেছিল প্রতিযোগিতার সফলতম দলটি।করোনাভাইরাস বিরতির পর পুনরায় শুরু হওয়া লিগের এই পর্বে প্রথম ম্যাচে টটেনহ্যাম হটস্পারের মাঠে ১-১ ড্র করেছিল তারা। এরপর জিতেই চলেছে। সব প্রতিযোগিতা মিলে এই নিয়ে টানা ১৭ ম্যাচ অপরাজিত রইল রেকর্ড ২০ বারের লিগ চ্যাম্পিয়নরা।ম্যাচের প্রথম "কুলিং ব্রেক" এর পরপরই অবশ্য গোল খেতে বসেছিল ইউনাইটেড। অ্যাস্টনের ডাচ মিডফিল্ডার আনোয়ার এল গাজির শট লাগে পোস্টে।২৭তম মিনিটে সফল স্পট-কিকে সফরকারীদের এগিয়ে নেন ফের্নান্দেস। পর্তুগিজ এই মিডফিল্ডার নিজেই ফাউলের শিকার হলে পেনাল্টি দিয়েছিলেন রেফারি।প্রথমার্ধের যোগ করা সময়ে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন গ্রিনউড। অঁতনি মার্সিয়ালের সঙ্গে বল দেওয়া-নেওয়া করে ডি-বক্সের মুখ থেকে জোরালো শটে ঠিকানা খুঁজে নেন তরুণ ইংলিশ ফরোয়ার্ড।৫৮তম মিনিটে দারুণ এক গোলে স্কোরলাইন ৩-০ করেন পগবা। ফের্নান্দেসের পাস ডি-বক্সের সামনে পেয়ে বাঁকানো শটে জালে পাঠান ফরাসি মিডফিল্ডার।দুই মিনিট পর মার্সিয়ালের শট ফেরে ক্রসবারে লেগে। স্বাগতিক গোলরক্ষক দারুণ কিছু সেভ করায় ব্যবধান শেষ পর্যন্ত আর বাড়েনি।দিনের অন্যান্য ম্যাচে বোর্নমাউথের মাঠে টটেনহ্যাম হটস্পার গোলশূন্য ও এভারটন নিজেদের মাঠে সাউথ্যাম্পটনের সঙ্গে ১-১ ড্র করে।৩৪ ম্যাচে ১৬ জয় ও ১০ ড্রয়ে ৫৮ পয়েন্ট নিয়ে পঞ্চম স্থানে আছে ইউনাইটেড। সমান ম্যাচে লেস্টার সিটি ৫৯ পয়েন্ট নিয়ে চারে, চেলসি ৬০ পয়েন্ট নিয়ে তিনে, ম্যানচেস্টার সিটি ৬৯ পয়েন্ট নিয়ে দুই নম্বরে আছে।আগেই শিরোপা জেতা লিভারপুলের পয়েন্ট ৯২।

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: 02/R/EE-V/AGT/PWD(R&B)/20-21
Dated 30th June,2020

The Executive Engineer, Agartala Division No.V, PWD(R&B), Agartalc West Tripura invites on behalf of the 'Governor of Tripura' percentage rate e-tender from the Central & State public sector undertaking / enterprise c-;d eligible Bidders /Firms/Agencies of appropriate class registered with PWD/TTAADC/MES/CPWD/Railway/Other State PWD up to 3.00 P.M. on 20.07.2020 for the following works :-

Sl. No.	DNIT NO. OF WORK	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	TIME FOR COMPLETION	LAST DATE AND TIME FOR DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDDING	TIME AND DATE OF OPENING OF BID	DUCUMENTS DOWNLOADING AND BIDING AT APPLICATION	CLASS OF TENDERER
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	DNIT NO. 01/DNIT/EE-V/AGT/ PWD/2020-21	Rs. 24,25,023.00	Rs. 24,250.00	120 days	up to 15.00 Hrs on 20.07.2020	At 16.00 Hrs on 20.07.2020 (if possible)	https://tripuratenders.gov.in	Appropriate Class
2	DNIT NO. 02/DNIT/EE-V/AGT/ PWD/2020-21	Rs. 24,23,564.00	Rs. 24,236.00	120 days				
3	DNIT NO. 03/DNIT/EE-V/AGT/ PWD/2020-21	Rs. 24,25,302.00	Rs. 224,253.00	120 days				
4	DNIT NO. 04/DNIT/EE-V/AGT/ PWD/2020-21	Rs. 24,25,268.00	Rs. 24,253.00	120 days				

All details can be seen in the office of the undersigned & may visit : https://tripuratenders.gov.in.
Note:*NO NEGOTIATION WILL BE CONDUCTED WITH THE LOWEST BIDDER*
For and on behalf of the Governor of Tripura.

(Er. S.K.Nath)
Executive Engineer
Agartala Division No.V, PWD(R&B)
Agartala, West Tripura.

ICA-C/924/20

PRESS NOTICE INVITING TENDER NO: PNIe-T-07/EE/RD/BSGD/SPJ/2020-21/453 dt. 03.07.2020

The Executive Engineer, RD Bishramganj Division,Bishramganj, Sepahijala Tripura invites on behalf of the 'Governor of Tripura' percentage rate Two bid e-tender from the Central & State public sector undertaking / enterprise and eligible Tenderers /Firms/Agencies of appropriate class registered with PWD/TTAADC/MES/CPWD/Railway/Other State PWD up to 3.00 P.M. an 23.07.2020 for the following works:-

SI. No.	D.NIT No.	Estimated Cost.	Earnest Money	Cost of tender form	AVAILABILITY OF TENDER DOCUMENT	CLASS OF TENDERER
1.	DNIeT No:- 10/CHRLM/SPJ.SANTUARY/EE/ RD-BSGD/SPJ/2019-20	Rs. 18,11,221.00	Rs. 18,112.00	Rs. 1000.00	https://tripuratenders.gov.in	Appropriate class
2.	DNIeT No:- 11/CHRLM/SPJ.SANTUARY/EE/ RD-BSGD/SPJ/2019-20	Rs. 3,44,074.00	Rs. 3441.00			
3.	DNIeT No:- 60/BLG/EE/RD/BSGD/2019-20 (2nd Call)	Rs. 8,49,844.00	Rs. 8498.00			
4.	DNIeT No:- 89/NLC/EE/RD/BSGD/2019-20 (2nd Call)	Rs. 2,10,561.00	Rs. 2106.00			
5.	DNIeT No:- 110/NLC/EE/RD/BSGD/SPJ/ 2019-20 (2nd Call)	Rs. 5,76,742.00	Rs. 5767.00			
6.	DNIeT No:- 112/BOXN/EE/RD-BSGD/SPJ/ 2019-20 (2nd Call)	Rs. 6,10,210.00	Rs. 6102.00			
7.	DNIeT No:- 115/BOXN/EE/RD-BSGD/SPJ/ 2019-20 (2nd Call)	Rs. 13,21,235.00	Rs. 13,212.00			
8.	DNIeT No:- 116/BOXN/EE/RD-BSGD/SPJ/ 2019-20 (2nd Call)	Rs. 6,17,997.00	Rs. 6180.00			

Eligible bidders shall participate in bidding only in online through website httos:// triouratenders.clov.in. Bidders are allowed to bid 24x7 until; the time 48f bid with option for Re-submission, wherein only their latest submitted Bid would be considered for evaluation. The e-procurement website will not allow any bidder to attempt bidding. after the scheduled date and time. Submission of bids physically is not permitted. Note:- NO NEGOTIATION WILL BE CONDUCTED WITH THE LOWEST BIDDER.

(Er. Kajal Dey)
Executive Engineer
RD Bishramganj Division

ICA-C-931/20

'মেসিকে ছাড়া বার্সেলোনা অকল্পনীয়'

লিওনেল মেসিকে ছাড়া বার্সেলোনাকে কল্পনা করতে পারেন না কাতালান দলটির সাবেক ডিফেন্ডার জিওফানি ফন ব্রঙ্কহর্স্ট। নেদারল্যান্ডসের সাবেক এই ফুটবলারের আশা, কাম্প নউয়ের দলটিতেই ক্যারিয়ার শেষ করবেন মেসি। সম্প্রতি আর্জেন্টাইন তারকার বার্সেলোনা ছাড়ার গুঞ্জনের মাঝে শুক্রবার গণমাধ্যমকে এমনটি বলেন ৪৫ বছর বয়সী ফন ব্রঙ্কহর্স্ট।কয়েক দিন আগে স্প্যানিশ রেডিও কাদেনা সের খবর প্রকাশ করে, বার্সেলোনার সঙ্গে চুক্তি নবায়নের আলোচনা মাঝপথেই বন্ধ করে দিয়েছেন ৩৩ বছর বয়সী এই তারকা।ক্লাব ফুটবল ক্যারিয়ারের পুরোটা বার্সেলোনাতেই খেলেছেন মেসি। সবশেষ ২০১৭ সালে ক্লাবের সঙ্গে চুক্তি করেন তিনি, মেয়াদ ২০২০-২১ মৌসুমের শেষ পর্যন্ত।বর্তমানে চাইনিজ সুপার লিগের দল গুয়াংজু আরঅ্যান্ডএফ ফুটবল ক্লাবের কোচ ফন ব্রঙ্কহর্স্ট চান, ক্যারিয়ারের পুরো সময় বার্সেলোনাতেই খেলুক মেসি।"আমি তাকে পুরো ক্যারিয়ার বার্সেলোনায় দেখতে চাইব। একই ক্লাবে পুরো ক্যারিয়ার কাটানো অল্প কয়েকজন খেলোয়াড়ের মধ্যে সে হবে একজন।""একজন ব্যক্তি ও একজন খেলোয়াড় হিসাবে আমি তাকে শ্রদ্ধা করি এবং আশা করি সে সেখানেই থাকবে। আমি এটিই দেখতে চাইব।"২০০৩ সালে আর্সেনাল থেকে বার্সেলোনায় যোগ দেওয়া ফন ব্রঙ্কহর্স্ট ২০০৬ সালে জেতেন চ্যাম্পিয়ন্স লিগ। ততদিনে বার্সেলোনায় ডানা মেলতে শুরু করেছেন মেসি। তরুণ মেসিকে কাছ থেকে দেখেছেন ফন ব্রঙ্কহর্স্ট।"তার বয়স যখন ১৬, তখন থেকেই আমি তাকে চিনি, এখন তার বয়স ৩৩। অসাধারণ একজন মানুষ হিসেবে বেড়ে উঠেছে সে। সে একজন পারিবারিক মানুষ। নিজের সিদ্ধান্ত নিজে নেওয়ার যথেষ্ট সামর্থ্য তার রয়েছে।""তার সিদ্ধান্ত সে-ই নেবে, কিন্তু তাকে ছাড়া বার্সেলোনা দল আমি কল্পনা করতে পারি না।"ক্যারিয়ার কোথায় শেষ করবেন, এ নিয়ে মেসি অবশ্য অনেকবারই কথা বলেছেন। কখনও বার্সেলোনাতেই ইতি টানার কথা বলেছেন। আবার কখনও শৈশবের ক্লাব নিওয়েলস ওল্ড বয়েজে ফিরে যাওয়ার কথা বলেছেন। এই দুই দলের বাইরে অন্য কোনো ক্লাবের কথা তার মুখ থেকে শোনা যায়নি।

চ্যাম্পিয়ন্স লিগ: কঠিন লড়াইয়ের সামনে রিয়াল-বার্সা

ফাইনালে যেতে তুলনামূলক সহজ পথ পেয়েছে আতলেতিকো মাদ্রিদ ও পিএসজি। কঠিন লড়াই অপেক্ষা করছে রিয়াল মাদ্রিদ, বার্সেলোনা, ইউভেন্তুস, ম্যানচেস্টার সিটি ও বায়ার্ন মিউনিখের সামনে।চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ২০১৯-২০ আসরের কোয়ার্টার-ফাইনাল ও সেমি-ফাইনালের ড্র হয়েছে শুক্রবার।সিটি ও রিয়াল ম্যাচের জয়ী দলের বিপক্ষে প্রথম কোয়ার্টার-ফাইনালে খেলবে ইউভেন্তুস ও অলিম্পিক লিঁও ম্যাচের জয়ী দল। দ্বিতীয় কোযার্টাব-ফাইনালে আতলেতিকো মাদ্রিদের প্রতিপক্ষ লাইপজিগ।বার্সেলোনা ও নাপোলি ম্যাচের জয়ী দলের বিপক্ষে তৃতীয় কোয়ার্টার-ফাইনালে মুখোমুখি হবে বায়ার্ন ও চেলসি ম্যাচের জয়ী দল। চতুর্থ কোয়ার্টার-ফাইনালে খেলবে পিএসজি ও আতালান্তা।প্রথম ও তৃতীয় কোয়ার্টার-ফাইনালের জয়ী দল মুখোমুখি হবে প্রথম সেমি-ফাইনালে। আরেক সেমি-ফাইনালে খেলবে দ্বিতীয় ও চতুর্থ কোয়ার্টার-ফাইনালের জয়ী দল।শেষ ষোলো পর্বের চারটি লড়াইয়ের ফল আগেই নিশ্চিত হয়েছে। বাকি আছে সিটি-রিয়াল, বায়ার্ন-চেলসি, ইউভেন্তুস-লিওঁ ও বার্সেলোনা-নাপোলি লড়াই। ফিরতি লেগের ম্যাচগুলো হবে আগামী ৭ ও ৮ অগাস্ট।প্রথম লেগে রিয়ালের মাঠে ২-১ গোলে সিটি, চেলসির মাঠে ৩-০ গোলে বায়ার্ন জিতেছিল। লিওঁর মাঠে ১-০ গোলে হেরেছিল ইউভেন্তুস। আর নাপোলির মাঠে ১-১ গোলে ড্র করেছিল বার্সেলোনা।কঠিন পরিস্থিতিতে বিশ্বের অধিকাংশ দেশে লকডাউন, বিমান চলাচলে নিষেধাজ্ঞা ও রোগের বিস্তার রোধে ফিরতি লেগের ম্যাচগুলো স্বাগতিক দলের মাঠে আয়োজন না করার কথা ভাবছিল উয়েফা। তবে পরিস্থিতি এখন অনেকটা উন্নতি হওয়ায় আগের মতো ফিরতি পর্ব নির্দিষ্ট দলের মাঠেই আয়োজনের সিদ্ধান্ত গত বৃহস্পতিবার জানায় উয়েফা।স্থগিত থাকা চ্যাম্পিয়ন্স লিগ শেষ করতে পর্তুগালের লিসবনে 'আট দলের মিনি-টুর্নামেন্ট' আয়োজনের সিদ্ধান্ত গত জুনে জানায় ইউরোপীয় ফুটবলের নিয়ন্তা সংস্থাটি। নতুন আঙ্গিকের এই প্রতিযোগিতায় কোয়ার্টার-ফাইনাল ও সেমি-ফাইনালের লড়াই হবে এক লেগে।

জন্মদিনে গাভাস্কার ফিরে পেলেন তার আসন

৭১তম জন্মদিনে দারুণ এক উপহার পেলেন সুনিল গাভাস্কার। মুম্বাইয়ের ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে সম্মানসূচক আসন দুটি আবার বরাদ্দ করা হয়েছে এই কিংবদন্তির নামে।গাভাস্কারের অবসরের পর ১৯৮৮ সালে সেই সময়ের বোম্বে ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের প্রধান শেষরাও কৃষ্ণারাও ওয়াংখেড়ে প্রথম এই উদ্যোগ নিয়েছিলেন। ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে গারওয়ারে প্যাভিলিয়নের সামনের সারিতে দুটি আসন সম্মানসূচক বরাদ্দ করা হয় গাভাস্কারের নামে। পাশাপাশি কিংবদন্তি গায়িকা লতা মঙ্গেশকর ও ব্যবসায়ী রতন টাটাকেও সম্মান জানানো হয় দুটি করে আসন রিজার্ভ রেখে।পরে ২০১১ বিশ্বকাপের আগে সংস্কারের পর বদলে যায় ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে আসন পদ্ধতি, অনেক আসন কমেও যায়। গাভাস্কারদের নামে বরাদ্দ আসনগুলিও আর থাকেনি।এতদিন পর আবার সেই সম্মান ফিরিয়ে দেওয়া হলো। মুম্বাইয়ের সন্তান গাভাস্কারের জন্মদিন শুক্রবার। তার আগের দিনই সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে মুম্বাই ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন জানিয়েছে, ওই তিনজনের সম্মানে বরাদ্দকৃত আসনগুলি ফিরিয়ে দেওয়া হচ্ছে, পাশাপাশি প্রেসিডেন্ট বক্সে গাভাস্কারের জন্য স্থায়ীভাবে রাখা হচ্ছে আরও দুটি আসন।সর্বকালের সেরা টেস্ট ব্যাটসম্যানদের একজন গাভাস্কার জানিয়েছেন, করোনাভাইরাসের এই মহামারীর সময়ে তিনি জন্মদিন পালন করবেন না।" মহামারীর এই সময়ে যখন অনেক প্রাণ ঝরে গেছে এবং নিরাপদে থাকাই গুরুত্বপূর্ণ, এসবের মধ্যে জন্মদিনের কোনো উৎসব হবে না। এই সময়টায় প্রয়োজন অন্তর্দর্শন। স্রষ্টা ও জীবন আমাকে ভালো অনেক কিছুই দিয়েছে, এজন্য আমি আমার পরিবার ও শুভানুধ্যায়ী, সবার প্রতি কৃতজ্ঞ।"

বার্সার চ্যাম্পিয়ন্স লিগ নিয়ে চিন্তিত রিভালদো

লা লিগার শিরোপা ধরে রাখার স্বপ্ন অনেকটাই ফিকে হয়ে গেছে বার্সেলোনার। বাকি আছে চ্যাম্পিয়ন্স লিগ। তবে সাম্প্রতিক সময়ের ছন্দহীনতায় ইউরোপ সেরার মঞ্চেও তাদের খুব ভালো সম্ভাবনা দেখছেন না ক্লাবটির সাবেক তারকা মিডফিল্ডার রিভালদো।একবিংশ শতাব্দীতে ঘরোয়া লিগে বার্সেলোনার সাফল্য দারুণ। প্রথম দশকে চারবার লিগ চ্যাম্পিয়ন হওয়া দলটি পরের ১০ বছরে ছয়বার জিতেছে লা লিগা শিরোপা। কিন্তু চ্যাম্পিয়ন্স লিগে তাদের সাফল্য ততটা ভালো নয়।গত ১০ বছরে বার্সেলোনা শিরোপাটি জিতেছে দুইবার, সেখানে তাদের চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী রিয়াল মাদ্রিদ টানা তিনবার সহ মোট চারবার। গত দুই মৌসুমে সম্ভাবনা জাগিয়ে তারা থমকে যায় অ্যাওয়ে ম্যাচের বাজে পারফরম্যান্সে। ২০১৭-১৮ আসরে কোয়ার্টার-ফাইনালে রোমার বিপক্ষে ঘরের মাঠে ৪-১ গোলে জেতার পর প্রতিপক্ষের মাঠে ৩-০ ব্যবধানে হেরে বাদ পড়ে। আর গতবার সেমি-ফাইনালে লিভারপুলের বিপক্ষে নিজেদের মাঠে ৩-০ গোলে জেতার পর ছিটকে যায় ফিরতি পর্বে ৪-০ ব্যবধানে হেরে। এবার শেষ ষোলোর প্রথম লেগে নাপোলির মাঠে ১-১ ড্র করে তারা। অ্যাওয়ে গোলে খানিকটা সুবিধাজনক অবস্থানে অবশ্য আছে দলটি; তবে বদলে যাওয়া প্রেক্ষাপটে সেখানেও দুশ্চিন্তার জায়গা দেখছেন রিভালদো। বিশেষ করে, চলমান লা লিগায় তাদের অধারাবাহিক পারফরম্যান্স। ইতালিয়ান প্রতিপক্ষের সাম্প্রতিক পারফরম্যান্সও দুর্ভাবনার কারণ।এছাড়া ঘরের মাঠে বরাবরের শক্তিশালী বার্সেলোনা এবার পাবে না মাঠে দর্শক সমর্থন। করোনাভাইরাসের কারণে মৌসুমের বাকি সব ম্যাচ হবে দর্শকশূন্য স্টেডিয়ামে। সব মিলিয়ে চ্যাম্পিয়ন্স লিগে বার্সেলোনার সামনে কঠিন পরীক্ষা অপেক্ষা করছে বলে ধারণা ব্রাজিলের বিশ্বকাপজয়ী মিডফিল্ডার রিভালদোর।"লা লিগায় গত দুই আসরের শিরোপা জিতেছে বার্সেলোনা। এবার তাদের লক্ষ্য চ্যাম্পিয়ন্স লিগের মুকুট, আর এটাই আমাকে ভাবিয়ে তুলছে। শেষ ষোলোয় দলটিকে এখনও নাপোলির মুখোমুখি হতে হবে। আর দর্শকশূন্য স্টেডিয়ামে ইতালিয়ানদের হয়তো ভালো একটা সুযোগ থাকবে। বিশেষ করে এখন তারা বেশ ভালো খেলছে।"দুই দলের সাম্প্রতিক পারফরম্যান্সে ফারাক স্পষ্ট। অনাকাঙ্ক্ষিত বিরতির পর ফেরা সেরি আয় পাঁচ ম্যাচের চারটিতে জিতেছে নাপোলি। অন্যদিকে, এই সময়ে লিগে আট ম্যাচ খেলে পাঁচটিতে জিতেছে বার্সেলোনা। তাদের পারফরম্যান্সেও ওঠানামা চোখে পড়ার মতো। সপ্তাহের শুরুতে ভিয়ারিয়ালের বিপক্ষে ৪-১ গোলের জয়ে কিকে সেতিয়েনের দলকে দেখা গিয়েছিল পুরনো রূপে; কিন্তু গত বুধবার এস্পানিওলের বিপক্ষে দলটির পারফরম্যান্স ছিল না তাদের প্রত্যাশিত মানের ধারেকাছেও।কোভিড-১৯ মহামারীর কারণে তিন মাসের বিরতি বার্সেলোনার খেলোয়াড়দের ওপর বিরূপ প্রভাব ফেলেছে বলে মনে করেন রিভালদো। যে কারণে পয়েন্ট টেবিলের শীর্ষে থেকে 'নতুন রূপে' ফেরা লিগ শুরু করলেও এখন তারা পিছিয়ে পড়েছে শিরোপা লড়াইয়ে।"লকডাউন বার্সেলোনার টিম স্পিরিটে প্রভাব ফেলেছে। তাদের কিছু খেলোয়াড় তাদের মানের সেরা পর্যায়ে নেই। দর্শকশূন্য স্টেডিয়ামে খেলাও যেন তাদের আবেগ কিছুটা কমিয়ে দিয়েছে। তবে রিয়াল মাদ্রিদ ফিরতি পর্বে ছন্দ খুঁজে নিতে সক্ষম হয়েছে এবং চিরপ্রতিদ্বন্দ্বীদের ব্যর্থতার সুযোগ লুফে নিয়েছে।"৩৫ ম্যাচে ২৩ জয় ও সাত ড্রয়ে বার্সেলোনার পয়েন্ট ৭৬। এক ম্যাচ কম খেলা রিয়াল মাদ্রিদের পয়েন্ট ৭৭। আগামী শনিবার রিয়াল ভাইয়াদলিদের মাঠে খেলতে যাবে মেসি-সুয়ারেসরা।

AGARATAL MUNICIPAL CORPORATION,
AGARTALA : TRIPURA

PNIe-T- No: 02/EE/Div-II/AMC/2020-21 Dated:- 08/07/2020

SI No.	D.N.I.e-T No.	Estimate Cost	Earnest Money	Time of Completion
1	DNIe-T No. 11/DIV-II/AMC/2020-21	Rs. 9,94,996/-	RS. 9,950/-	90 (ninety) days.
2	DNIe-T No. 12/DIV-II/AMC/2020-21	Rs. 1,37,368/-	RS. 1,374/-	30 (thirty) days.
3	DNIe-T No. 13/DIV-II/AMC/2020-21	Rs. 6,45,204/-	RS. 6,452/-	60 (sixty) days.
4	DNIe-T No. 14/DIV-II/AMC/2020-21	Rs. 2,89,503/-	RS. 2,895/-	60 (sixty) days.
5	DNIe-T No. 15/DIV-II/AMC/2020-21	Rs. 3,30,105/-	RS. 3,301/-	90 (ninety) days.
6	DNIe-T No. 16/DIV-II/AMC/2020-21	Rs. 3,78,030/-	RS. 3,780/-	60 (sixty) days.

Last date and time for document downloading / bidding: **28-07-2020 at 14.00 Hrs / 15.00 Hrs**
Other necessary details information can be seen in the office hours of the undersigned.
Bid forms and other details can be obtained from website **https://tripuratenders.gov.in**.

Sd/- Illegible
Executive Engineer,
Division-II,
Agartala Municipal Corporation.

The Executive Engineer, Udaipur Division, PWD(R&B), Udaipur, Gomati District, Tripura invites e-tender against press NIT No. 04/EE/UDP-DIVN/UDP/2020-21 DATED 01.07.2020.
For Construction of 100 [one Hundred] **Seated ST Girl's Hostel [G+2 Storied] Building attached to Udaipur Girl's H.S. School under Udaipur Sub-Division, Gomati District, Tripura / SH: Phase-I : Part of Ground Floor + Part of First Floor and Kitchen** / Building portion including Internal water supply, Sanitary Installation, Sewage & Drainage works.
With **Estimated cost : Rs.1,81,75,963.00, Earnest Money : Rs. 1,81,760.00**
Time of Completion - 15 (fifteen) months.
Last Date of bidding for bids - 05.08.2020, upto 15.00Hrs.
For more details kindly visit: **https://tripuratenders.gov.in**
Note:
NO NEGOTIATION WILL BE CONDUCTED WITH THE LOWEST BIDDER

ICA-C-944/20

Executive Engineer
Udaipur Division, PWD (R&B)
Udaipur, Gomati District, Tripura.

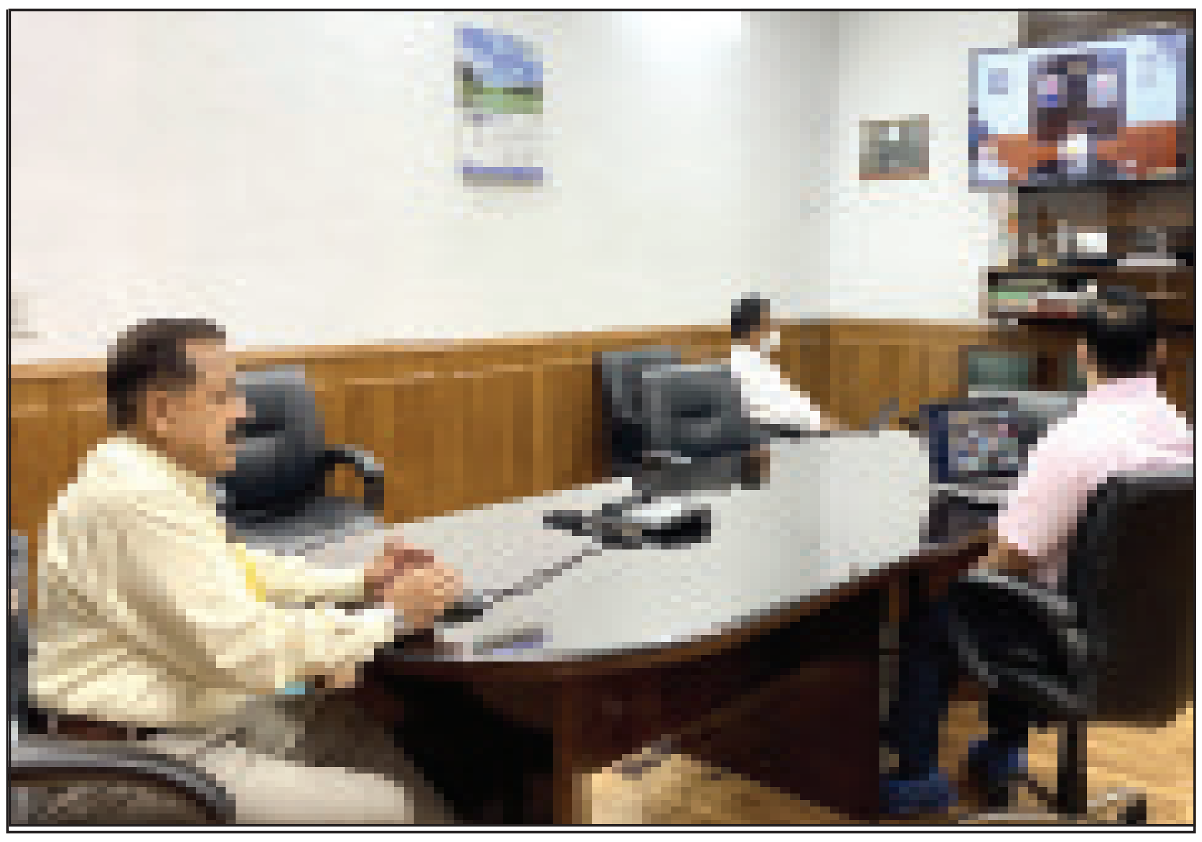

শুক্রবার নয়াদিল্লিতে বাঁশ শিল্পের সাথে যুক্তদের নিয়ে ওয়েবেনিরে আলোচনা করছেন ডোনার মন্ত্রকের মন্ত্রী ডাঃ জীতেন্দ্র সিং।

পালানোর চেষ্টা ব্যর্থ, পুলিশের গুলিতে মৃত্যু গ্যাংস্টার বিকাশ দুবের

কানপুর, ১০ জুলাই (হি.স.): উত্তর প্রদেশ পুলিশের স্পেশাল টাস্ক ফোর্স (এসটিএফ)-এর গুলিতে মৃত্যু হল কুখ্যাত গ্যাংস্টার, কানপুরের বিকারু গ্রামে ৮ জন পুলিশ কর্মীকে হত্যা-মামলার অন্যতম অভিযুক্ত বিকাশ দুবের। কুখ্যাত গ্যাংস্টার বিকাশ দুবেকে মধ্যপ্রদেশের উজ্জয়িনী থেকে উত্তর প্রদেশের কানপুরে নিয়ে আসা হচ্ছিল, কিন্তু শুক্রবার সকালে কানপুরের কাছেই উত্তর প্রদেশ এসটিএফ-এর কনভয়ের একটি গাড়ি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে যায়। সূত্রের খবর, ওই গাড়িতেই ছিল বিকাশ, গাড়ি উল্টে যাওয়ার পরই একজন পুলিশ কর্মীর পিস্তল ছিনিয়ে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে হিস্ট্রি-শিটার বিকাশ দুবে। বাধ্য হয়েই গুলি চালায় পুলিশ। বিকাশকে উদ্ধার করে কানপুরের এলএলআর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়, পরে পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ৮ জন পুলিশ কর্মীকে হত্যা-মামলার অভিযুক্ত বিকাশের মৃত্যু হয়েছে।

বৃহস্পতিবার উজ্জয়িনীর মহাকাল মন্দিরে পুজো দিতে গিয়ে পুলিশের জালে ধরা পড়ে যায় ৮ জন পুলিশ কর্মীকে হত্যা-মামলার অন্যতম অভিযুক্ত বিকাশ দুবে। সমস্ত আইনি প্রক্রিয়া শেষে গাড়িতে করে উজ্জয়িনী থেকে কানপুরে নিয়ে আসা হচ্ছিল বিকাশ দুবেকে। শুক্রবার সকালে উত্তর প্রদেশ স্পেশাল টাস্ক ফোর্স (এসটিএফ)-এর কনভয়ের একটি গাড়ি উল্টে যাওয়া মাত্রই পালানোর চেষ্টা করে বিকাশ। তখনই গুলি চালায় পুলিশ। মৃত্যু হয় বিকাশ দুবের।

কানপুর পশ্চিম-এর এসপি জানিয়েছেন, গাড়ি দুর্ঘটনায় আহত একজন পুলিশ কর্মীর পিস্তল ছিনিয়ে পালানোর চেষ্টা করে বিকাশ। তাকে আত্মসমর্পণ করতে বলা হয়, তখনই পুলিশ কর্মীদের লক্ষ্য করে সে গুলি চালায়। পুলিশও পাল্টা গুলি চালায়। কানপুরের আইজি মোহিত আগরওয়াল জানিয়েছেন, গাড়ি দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন ৪ জন পুলিশ কর্মী। এনকাউন্টারে মৃত্যু হয়েছে বিকাশ দুবের।

প্রসঙ্গত, গত ৩ জুলাই মধ্যরাতের কিছু পরে বিকাশকে ধরতে কানপুরে বিকারু গ্রামে গিয়েছিল পুলিশের একটি টিম। কিন্তু, সেই গ্রামে পৌঁছতেই পুলিশকে লক্ষ্য করে গুলি চালাতে শুরু করে দুষ্কৃতীরা। দুষ্কৃতীদের গুলিতে প্রাণ হারান ডেপুটি এসপি দেবেন্দ্র মিশ্র-সহ ৮ জন পুলিশ কর্মী। বাকি ৭ জনের মধ্যে তিনজন সাব-ইন্সপেক্টর এবং চারজন পুলিশ কনস্টেবল। পুলিশের পাল্টা গুলিতে ওই রাতেই মৃত্যু হয় দু''জন অপরাধীর। কিন্তু, বিকাশ সেদিন থেকেই নিখোঁজ ছিল। বৃহস্পতিবারই উজ্জয়িনী থেকে গ্রেফতার করা হয় বিকাশকে, শুক্রবার সকালে পালানোর পুলিশের গুলিতে কুখ্যাত এই গ্যাংস্টারের মৃত্যু হয়েছে।

উত্তরপ্রদেশের ত্রাস, কুখ্যাত গ্যাংস্টার বিকাশ দুবের গ্রেফতারির পর যেমন বিভিন্ন মহল থেকে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছিল, তার মৃত্যুর পরও সেই গুঞ্জন অব্যাহত। বিকাশ দুবের

ছয়ের পাতায় দেখুন

গাঁজা নার্সারি ও বাগিচা ধ্বংস করল পুলিশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম,১০ জুলাই।। আবারও গাঁজা নার্সারি ধ্বংস করল পুলিশ। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে পুলিশ কোনাবল গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন সিটাকালা, এসটি কলোনীতে কমপক্ষে ৫ লক্ষ ৯৫ হাজার গাঁজা গাছ ধ্বংস করা হয়। এছাড়াও চারটি নতুন গাঁজা বাগিচা ধ্বংস করা হয়েছে। পুলিশের এই অভিযানে ১২ কেজি শুকনো গাঁজা এবং ২০ কেজি গাঁজার গুড়া উদ্ধার করা হয়েছে।

শক্তিশালী ও সুরক্ষিত ভারত নির্মাণে সর্বাগ্রেই রাজনাথ সিং : প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ১০ জুলাই (হি.স.): শক্তিশালী ও সুরক্ষিত ভারত নির্মাণের প্রয়াসে সর্বাগ্রেই রাজনাথ সিং। দরিদ্র এবং কঠোর পরিশ্রমী কৃষকদের কল্যাণে তিনি সর্বদা কাজ করেছেন। প্রতিরক্ষা মন্ত্রী তথা প্রবীণ বিজেপি নেতা রাজনাথ সিংকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানিয়ে শুক্রবার এমনই টুইট করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ৬৯ বছর বয়সী রাজনাথের দীর্ঘায়ু কামনা করেছেন প্রধানমন্ত্রী।

এদিন টুইটারে প্রধানমন্ত্রী লিখেছেন, শ্রী রাজনাথ সিংকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা। রাজনাথজির প্রজ্ঞা সরকারের পক্ষে অত্যন্ত উপকারী। শক্তিশালী ও সুরক্ষিত ভারত নির্মাণের প্রয়াসে সর্বাগ্রেই রাজনাথ সিং। দরিদ্র এবং কঠোর পরিশ্রমী কৃষকদের কল্যাণে তিনি সর্বদা কাজ করেছেন। তাঁর দীর্ঘায়ু কামনা করি।

বিহারে এনকাউন্টারে নিকেশ ৪ জন মাওবাদী, উদ্ধার আগ্নেয়াস্ত্র ও গোলাবারুদ

পশ্চিম চম্পারণ (বিহার), ১০ জুলাই (হি.স.): বিহারের মাওবাদী অধ্যুষিত পশ্চিম চম্পারণ জেলার বাগাহা এলাকায় সশস্ত্র সীমা বল (এসএসবি) এবং স্পেশাল টাস্ক ফোর্স (এসটিএফ)-এর যৌথ অভিযানে নিকেশ হয়েছে ৪ জন মাওবাদী। নিহত মাওবাদীদের নাম ও পরিচয় জানার চেষ্টা চলছে। গুলির লড়াই শেষে নিহত মাওবাদীদের দেহ উদ্ধার করার পাশাপাশি উদ্ধার করা হয়েছে আগ্নেয়াস্ত্র এবং গোলাবারুদ।

লোকারিয়া পুলিশের (বাগাহা) পক্ষ থেকে শুক্রবার জানানো হয়েছে, পশ্চিম চম্পারণ জেলার বাগাহা এলাকায় যৌথ অভিযানে নামে সশস্ত্র সীমা বল (এসএসবি) এবং স্পেশাল টাস্ক ফোর্স (এসটিএফ)। অভিযান চলাকালীন সুরক্ষা বাহিনীর জওয়ানদের লক্ষ্য করে গুলি চালাতে থাকে মাওবাদীরা। এসএসবি এবং এসটিএফ জওয়ানরা পাল্টা গুলি চালালে মৃত্যু হয়েছে ৪ জন মাওবাদীর। এনকাউন্টারস্থল থেকে উদ্ধার করা হয়েছে তিনটি সেলফ-লোডিং রাইফেল, আগ্নেয়াস্ত্র ও গোলাবারুদ।

একবিংশ শতাব্দীতে শক্তির প্রধান মাধ্যম হতে চলেছে সৌরশক্তি : প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ১০ জুলাই (হি.স.): শুধুমাত্র বর্তমানের জন্য নয়, একবিংশ শতাব্দীতে শক্তির প্রধান মাধ্যম হতে চলেছে সৌরশক্তি। কারণ সৌরশক্তি নিশ্চিত, খাঁটি ও সুরক্ষিত। শুক্রবার ভিডিও কনফারেন্সিং মারফত মধ্যপ্রদেশের রেওয়াতে অবস্থিত ৭৫০ মেগাওয়াট সোলার প্রোজেক্ট দেশের জন্য উৎসর্গ করে এমন মন্তব্য করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এশিয়ার বৃহত্তম ৭৫০-মেগাওয়াটের এই সৌর প্রকল্প দেশের জন্য উৎসর্গ করার পর প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, "সৌর শক্তি শুধুমাত্র বর্তমানে নয়, একবিংশ শতাব্দীতে শক্তির প্রধান মাধ্যম হতে চলেছে। কারণ সৌর শক্তি নিশ্চিত, খাঁটি ও সুরক্ষিত।" প্রধানমন্ত্রীর কথায়, রেওয়াতে এই সোলার প্লান্টের সৌজন্যে শুধুনাটর এখানকার ইন্ডাস্ট্রিই বিদ্যুৎ পাবে না, উপকৃত হবে দিল্লির মেট্রো রেলও। রেওয়া ছাড়াও, সাজাপুর, নীমুচ ও ছত্তরপুরে সোলার পাওয়ার প্লান্টের কাজ চলছে।

প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, রেওয়া আজ সত্যিই ইতিহাসের পাতায় জায়গা করে নিল। মূলত, রেওয়া বলতে সাদা বাঘ ও নর্মদাকে বোঝায়। কিন্তু আজ থেকে এশিয়ার বৃহত্তম সৌর শক্তি প্রকল্পের নামও রেওয়ার সঙ্গে যুক্ত হল। পাশাপাশি মধ্যপ্রদেশ ও ওই এলাকার বাসিন্দাদেরও অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন, সৌর প্রকল্পের কেন্দ্রটি এই দশকে পুরো অঞ্চলটিকে শক্তির একটি বৃহৎ কেন্দ্র হিসাবে গড়ে তুলতে সহায়তা করবে।

এই প্লান্ট উদ্বোধনের সময় মধ্যপ্রদেশের রাজ্যপাল আনন্দিবেন প্যাটেল, মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান-সহ অন্যান্য কেন্দ্রীয় মন্ত্রীরাও উপস্থিত ছিলেন। উল্লেখ্য, এশিয়ার বৃহত্তম এই সৌরবিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে প্রতিদিন ৭৫০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করা যাবে। প্রায় ৫০০ হেক্টর জমির উপর এই প্রকল্পের ২৫০ মেগাওয়াটের তিনটি সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদক ইউনিট রয়েছে।

সিভিল সার্ভিস আধিকারিকদের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা গড়ে তোলার লক্ষ্যে সরকার কাজ করছে ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ জুলাই।। জনগণের কল্যাণে রাজ্য সরকার যে পরিকল্পনা গ্রহণ করে তা সুষ্ঠ রূপায়ণে সিভিল সার্ভিস আধিকারিকদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। সিভিল সার্ভিস আধিকারিকগণই সরকার ও জনগণের মধ্যে সেতুবন্ধনের কাজ করেন। আজ প্রজ্ঞাভবনে সিভিল সার্ভিসে কর্মরত আধিকারিকদের এক প্রশাসনিক আলোচনাচক্রের উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব একথা বলেন। প্রশাসনিক আলোচনাচক্রে রাজ্যে কর্মরত সিভিল সার্ভিসের আই এ এস, আই পি এস এবং আই এফ এস আধিকারিকগণ উপস্থিত ছিলেন। আলোচনাচক্রের উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, রাজ্যে কর্মরত সিভিল সার্ভিস আধিকারিকদের যে দীর্ঘ অভিজ্ঞতা রয়েছে তা রাজ্যের উন্নয়নে কাজে লাগিয়ে এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা গড়ে তোলার লক্ষ্যে রাজ্য সরকার কাজ করছে। রাজ্যের সামাজিক পরিবর্তন ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে রাজ্য সরকার যে পরিকল্পনা নিয়েছে তা সফল রূপায়ণেও সিভিল সার্ভিস আধিকারিকদের অভি'তা কাজে লাগানো হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বর্তমান রাজ্য সরকার ২০১৮ সালে দায়িত্বভার গ্রহণ করার পর গত দু'বছর ধরে বিভিন্ন দপ্তরে ব্যাপক সংস্কার করার উদ্যোগ নিয়েছে। গত ২ বছরে রাজ্যে যে উন্নয়ন ও অগ্রগতি হয়েছে তার দপ্তরভিত্তিক আলোচনা করতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, নতুন সরকার আসার পর শিক্ষাক্ষেত্রে ব্যাপক সংস্কার করা হয়েছে। রাজ্যের ছেলেমেয়েদের গুণগতমানের শিক্ষা প্রদানের লক্ষ্যে এন সি ই আর টি পাঠ্যক্রম চালু করা হয়েছে। পুলিশের প্রতি জনগণের আস্থা ও বিশ্বাস আরও বাড়ানোর জন্য বীট কনস্টেবল ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। রাজ্যকে নেশামুক্ত করার যে আহ্বান রাখা হয়েছিল তার সফল বাস্তবায়ণে পুলিশ প্রশাসন বিরাট সাফল্য অর্জন করেছে। রাজ্যের শ্রমিকদের স্বার্থে শ্রমদপ্তরে আমূল সংস্কার করা হয়েছে। রাজ্যে বেশীকরে যাতে বিনিয়োগকারীরা আসতে পারেন তার জন্য ফ্যাক্টরী রুলস-এর সরলীকরণ করা হয়েছে। পাশাপাশি শিল্প স্থাপনে সিঙ্গেল উইণ্ডো সিস্টেম চালু করা হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, রাজ্যের ছোট ছোট ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের ট্রেড লাইসেন্স প্রদান এবং বীমার ব্যবস্থা করেছে রাজ্য সরকার। এরফলে রাজ্যের প্রায় দেড় লক্ষ পরিবার আর্থিকভাবে উপকৃত হবে। রাজ্যের জাতীয় সড়ক উন্নয়নে কেন্দ্রীয় সংস্থা এন এইচ আই ডি সি এল ২০০০ কোটি টাকার প্রকল্প হাতে নিয়েছে। রাজ্য সরকারের প্রচেষ্টায় এখন দিল্লি-আগরতলা সরাসরি বিমান পরিষেবা চালু করা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্য সরকারে আরও একটি ঐতিহাসিক পদক্ষেপ হল জলপথে যোগাযোগ ব্যবস্থা চালু করার উদ্যোগ। জলপথে হলদিয়া থেকে সোনামুড়া পর্যন্ত ছোট জাহাজ কিছুদিনের মধ্যেই পৌঁছলে তা রাজ্যের জন্য ঐতিহাসিক ঘটনা

ছয়ের পাতায় দেখুন

অক্সফোর্ড-বিতর্কে আমন্ত্রিত মমতা

কলকাতা, ১০ জুলাই (হি. স.) : বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জিকে বক্তৃতা করার জন্য আমন্ত্রণ জানাল ইংল্যান্ডের অক্সফোর্ড ইউনিয়ন ডিবেটিং সোসাইটি। মমতা ওই আমন্ত্রণ গ্রহণ করেছেন বলে সূত্রের খবর।

প্রসঙ্গত, সারা পৃথিবীর মধ্যে মমতা তৃতীয় মহিলা রাজনীতিবিদ, যাঁকে অক্সফোর্ড ইউনিয়ন ডিবেটিং সোসাইটি বক্তৃতা করতে আমন্ত্রণ জানিয়েছে। এর আগে ওই আমন্ত্রণ পেয়েছিলেন মার্গারেট থ্যাচার এবং থেরেসা মে। অক্সফোর্ড ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট এল ভাদলামানি জানিয়েছেন, রাজনীতিবিদ এবং প্রশাসক হিসেবে মমতা সারা পৃথিবীর কাছে উদাহরণ তৈরি করেছেন। তাই তাঁকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। মমতা সেই আমন্ত্রণ গ্রহণ করেছেন।

২০২১ সালের ৯ জানুয়ারি থেকে ১৫ মার্চের মধ্যে কোনও একটি দিন মমতাকে বক্তৃতা করতে অনুরোধ করা হয়েছে। তবে করোনাভাইরাস সংক্রমণের আবহে'ভার্চুয়াল' বক্তৃতার সম্ভাবনাই বেশি। তখনকার পরিস্থিতি বুঝে সেই বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। সূত্রের খবর, বক্তৃতায় বাংলার উন্নয়নের কথা তুলে ধরবেন মুখ্যমন্ত্রী।

অক্সফোর্ড ইউনিয়ন স্থাপিত হয়েছিল ১৮২৩ সালে। সংগঠনের ২০০ বছর পূর্তি উপলক্ষে ২০২১ থেকে শুরু হবে বিভিন্ন স্মারক বক্তৃতা। সেই বক্তাদের মধ্যেই থাকবেন মমতা। সোসাইটির আবেদনে সাড়া দিয়ে এর আগে বক্তৃতা করেছেন রোনাল্ড রেগন, জিমি কার্টার, রিচার্ড নিক্সন, উইনস্টন চার্চিল বিল ক্লিন্টনের মতো রাষ্ট্রনায়করা।

ঘটনাচক্রে, এর আগে ২০১৭ সালেও অক্সফোর্ড ইউনিয়নের আমন্ত্রণ পেয়েছিলেন মমতা। ২০১০ সালে রেলমন্ত্রী থাকার সময় কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকেও বক্তৃতা করার আমন্ত্রণ পান তিনি। কিন্তু তখন রাজ্যে তৎকালীন বামশাসনে বিভিন্ন জেলায় হিংসাত্মক ঘটনা ঘটতে থাকায় মমতা সেই সফর বাতিল করেন। মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে ইতিমধ্যেই মমতা রাষ্ট্রপুঞ্জ এবং ইউনেস্কোর তরফে বিশ্বসেরার শিরোপা পেয়েছেন।

মোবাইলের জন্য আত্মহত্যার ঘটনায় মর্মাহত শিক্ষামন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ জুলাই।। রাজ্যে বিক্ষিপ্তভাবে কয়েকজন ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবকের আত্মহত্যার ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন শিক্ষামন্ত্রী রতন লাল নাথ। মূলত অনলাইন ক্লাসের ক্ষেত্রে মোবাইল ফোন ব্যবহারের বিষয়টি নিয়েই এই আত্মহত্যার ঘটনার সূত্রপাত। সম্প্রতি পরপর দুইদিন দুই ছাত্রী মোবাইল না পেয়ে অভিভাবকদের উপর অভিমানে আত্মহত্যা করেছে। এই প্রসঙ্গে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, অনলাইন ক্লাসে সমস্ত পাঠ্যসূচি পাঠ দেওয়া হয় না। কিছু বিষয় তুলে ধরা হয়। এই ধরনের ঘটনা তিনি কাম্য নয় বলে মন্তব্য করেছেন। পাশাপাশি ঘটনায় তিনি মর্মাহত বলেও অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

বিশালগড়ে ধৃত মোবাইল চোর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ জুলাই।। বিশালগড় নামার বাজারে এক ব্যবসায়ী দোকান থেকে মোবাইল ফোন চুরি করতে হাতে নাতে ধরা পড়লো চোর। তাকে আটক করে উত্তম মধ্যম দিয়ে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। ধৃত চোরের নাম টুটন বলে জানা গেছে। তার বাড়ি মেলাঘরে।

সংবাদ সূত্রে জানা যায়, বিশালগড়ে নামার বাজারের স্বপন সাহার দোকান থেকে ঐ চোর একটি দামি মোবাইল ফোন হাতিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। তখনই তাকে আটক করা হয়। তার বিরুদ্ধে বিশালগড় থানায় মালা দায়ের করা হয়েছে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। তার বিরুদ্ধে এর আগেও একাধিক চুরির ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগ রয়েছে।

সাতজন এনডিআরএফ জওয়ান সহ মিজোরামে একদিনে আক্রান্ত ২৩

আইজল, ১০ জুলাই (হি.স.) : করোনা-র প্রকোপ মিজোরামে ভয়ঙ্কর ভাবে বাড়ছে। আসাম রাইফেলস-এর ১৫ জন জওয়ান এবং জাতীয় প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলা বাহিনীর সাত জওয়ানের দেহে করোনা-র সংক্রমণ মিলেছে। পাশাপাশি ১ মহিলার দেহেও করোনা-র সংক্রমণ মিলেছে। তাতে একদিনে ২৩ জনের করোনা আক্রান্তের ঘটনা রাজ্যে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ বৃদ্ধি বলে দাবি করেছে মিজোরাম সরকার। এ-বিষয়ে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক প্রশাসনিক জনৈক কর্তার কথায়, আসাম রাইফেলস-এর জওয়ানরা আইজলের নিকটবর্তী জোখাসাং এবং জাতীয় প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলা বাহিনীর জওয়ানরা আইজল থেকে ১৫ কিমি দূরে লুংভেরে কর্মরত ছিলেন।

বণিক্য চৌমুহনীতে স্ত্রীকে কুপিয়ে খুন করল স্বামী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ জুলাই।। আগরতলা শহর সংলগ্ন বণিক্য চৌমুহনীতে স্বামীর ধারালো অস্ত্রের আঘাতে নিহত হয়েছে স্ত্রী। নিহতের নাম শিউলি রায় মজুমদার ওরফে মামন। অভিযুক্ত স্বামীর নাম অসিত রায়। ঘটনাটি ঘটেছে বৃহস্পতিবার রাতে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় তীব্র ক্ষোভ ও উত্তেজনা বিরাজ করছে। এ ব্যাপারে স্থানীয় থানায় সুনির্দিষ্ট অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। ঘটনার পরপরই অভিযুক্ত স্বামী পালিয়ে গিয়েছে।

ঘটনার বিবরণে জানা যায় বনিক্য চৌমুহনী এলাকার অসিত রায় ও তার স্ত্রী শিউলি রায় মজুমদার এর মধ্যে বেশ কিছুদিন ধরেই পারিবারিক ঝামেলা চলছিল। অভিযুক্ত অসিত রায় প্রায় সময়ই নেশা করে স্ত্রীর উপর নির্যাতন চালাত বলে অভিযোগ। বৃহস্পতিবার রাতে একটি রেস্টুরেন্টে তাদের মধ্যে ঝামেলা বাধে। এরই জের ধরে তাকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে নৃশংসভাবে হত্যা করে স্বামী। নিহতের বাপের বাড়ির লোকজনের অভিযোগ পারিবারিক কলহের জেরে তাকে হত্যা করা হয়েছে। অভিযুক্ত স্বামীকে গ্রেপ্তার এবং কঠোর শাস্তি মূলক ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়েছেন নিহতের বাপের বাড়ির লোকজনরা। বোধজং নগর থানার পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। তবে এখনো পর্যন্ত খুনীকে গ্রেফতারের সংবাদ নেই।

কলসিমুড়া সীমান্ত এলাকা পরিদর্শন করলেন সাংসদ প্রতীমা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ জুলাই।। সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক এর নেতৃত্বে এক প্রতিনিধি দল শুক্রবার বক্সনগর কলসিমুরা সীমান্ত এলাকা পরিদর্শন করেছেন। সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক এর সফরসঙ্গী হিসেবে ছিলেন ত্রিপুরা ওয়াকওপ বোর্ডের চেয়ারম্যান বাহারুল ইসলাম মজুমদার, জেলা শাসক সি কে জমাতিয়া, বিএসএফ ৭৪ নম্বর ব্যাটালিয়নের কোম্পানি কমান্ডার, মহকুমার শাসক,, পুলিশ আধিকারিক সহ অন্যান্য প্রশাসনিক কর্মকর্তারা। সফরকালে সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক এবং প্রশাসনের কর্মকর্তারা বক্সনগর সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া দেওয়া নিয়ে সৃষ্ট সমস্যার বিষয় নিয়ে খোঁজখবর নেন। উল্লেখ্য কাঁটাতারের বেড়া দেওয়া হলে একটি মসজিদ কাঁটাতারের বেড়ার ওপারে চলে যাবে এই এলাকার জনগণ তীব্র আপত্তি তুলেছেন। এই জটিল সমস্যা সমাধানের জন্যই সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক এর নেতৃত্বে প্রশাসনের কর্মকর্তারা শুক্রবার ওই এলাকা সফর করেছেন। এলাকার জনগণের সঙ্গে তারা কথা বলে সমস্যা সমাধানের প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেবেন বলে জানিয়েছেন।

আমেরিকায় করোনায় মৃত্যু বেড়ে ১,৩৩,১৯৫, আক্রান্ত ৩.১ মিলিয়নের বেশি

ওয়াশিংটন, ১০ জুলাই (হি.স.): মারণ করোনাভাইরাসের দৌরাত্ম্য অব্যাহত আমেরিকায়। দৈনিক করোনা-আক্রান্তের নিরিখে ফের রেকর্ড গড়ল মার্কিন মুলুক। উদ্বেগ বাড়িয়ে বিগত ২৪ ঘন্টায় (বৃহস্পতিবার সারা দিনে) আমেরিকায় নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ৬৫,৫৫১ জন মানুষ। ফলে মার্কিন মুলুকে মোট করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা ৩.১ মিলিয়ন ছাড়িয়ে গিয়েছে।

আমেরিকায় আক্রান্তের পাশাপাশি মৃত্যুও লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে। জোন্স হপকিন্স ইউনিভার্সিটির দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, লাগাতার বাড়তে বাড়তে মার্কিন মুলুকে করোনায় মৃত্যুর সংখ্যা প্রায় ১ লক্ষ ৩৩ হাজার ১৯৫-তে পৌঁছে গিয়েছে।

রিপোর্ট পজিটিভ, করোনা-আক্রান্ত বলিভিয়ার অন্তর্বর্তী প্রেসিডেন্ট জানিন আনেজ

লা পাজ, ১০ জুলাই (হি.স.): মারণ করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হলেন বলিভিয়ার অন্তর্বর্তীকালীন প্রেসিডেন্ট জানিন আনেজ। স্থানীয় সময় অনুযায়ী বৃহস্পতিবার কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত হওয়ার রিপোর্ট পাওয়ার পর, বলিভিয়ার অন্তর্বর্তীকালীন প্রেসিডেন্ট জানিন আনেজ নিজেই টুইট করে জানিয়েছেন, ''আমি কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত, ভালোই আছি, আইসোলেশন থেকেই কাজ চালিয়ে যাব।"

৫৩ বছর বয়সী প্রেসিডেন্ট জানিন আনেজ ভিডিও বার্তায় জানিয়েছেন, পুনরায় করোনা-পরীক্ষা করার আগে, আগামী ১৪ দিন নিজেকে কোয়ারেন্টিনে রাখবেন তিনি। আনেজ জানিয়েছেন, কয়েক সপ্তাহে অনেকেরই রিপোর্ট পজিটিভ এসেছে, তাই কোনও রকম ঝুঁকি না নিয়ে আমিও পরীক্ষা করাই, সেই রিপোর্ট পজিটিভ এসেছে।

কাজাখস্তানে ছড়াচ্ছে নিউমোনিয়ার সংক্রমণ, শুরু হয়েছে মৃত্যুমিছিল

আলমাটি, ১০ জুলাই (হি. স.) : করোনার মাঝেই অজানা নিউমোনিয়ার আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে কাজাখস্তানে। শুরু হয়েছে মৃত্যুমিছিল। দেশের স্বাস্থ্য মন্ত্রক জানিয়েছে, করোনাভাইরাসের থেকেও বেশি সংক্রামক হয়ে উঠেছে এই নিউমোনিয়া। মৃত্যুহারও বেশি।

কাজাখস্তানের চিনা দূতাবাসই প্রথম জানায় সে দেশে নতুন করে নিউমোনিয়ার সংক্রমণ মহামারী হয়ে উঠেছে। সাউথ চায়না মর্নিং পোস্ট সূত্রে এই খবর সামনে আসে। তাদের রিপোর্টে বলা হয়েছে, গত ছ'মাস ধরেই এই নিউমোনিয়ার সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়েছিল কাজাখস্তানের বিভিন্ন প্রদেশে। সে দেশের স্বাস্থ্য মন্ত্রকের হিসেবে এই অজানা সংক্রমণে মৃত্যু হয়েছে মোট ১ হাজার ৭৭২ জনের। তার মধ্যে জুনেই মারা গেছেন ৬২৮ জন। এই সংক্রমণ কোভিড ভাইরাসের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত কিনা সেটা এখনও নিশ্চিত হওয়া যায়নি।

নিউমোনিয়া সাধারণত অনেক রকমের হয়। ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া বা ছত্রাকঘটিত কারণে ফুসফুসে সংক্রমণ বাসা বাঁধে। জ্বর, সর্দি-কাশি, তীব্র শ্বাসকষ্ট, বুকে ব্যথা এমনকি সিভিয়ার অ্যাকিউট রেসপিরেটারি সিন্ড্রোমে আক্রান্ত হতেও দেখা যায়। ভাইরাল নিউমোনিয়ার জন্য দায়ী ইনফ্লুয়েঞ্জা-এ ও ইনফ্লুয়েঞ্জা-বি ভাইরাস। তাছাড়াও আরএসভি ভাইরাস, করোনাভাইরাস, রাইনোভাইরাস, প্যারাইনফ্লুয়েঞ্জা ও অ্যাডেনোভাইরাস। কাজাখস্তানের স্বাস্থ্য আধিকারিকরা বলছেন, ভাইরাল নিউমোনিয়াই ছড়িয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে, তবে ঠিক কোন ভাইরাসের সংক্রমণ এত মারাত্মক আকার নিয়েছে সেটা এখনও স্পষ্ট হয়। তাই এই সংক্রমণকে অজানা নিউমোনিয়া বলা হচ্ছে।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।